ভিনভাংড়া

বরিশাইল্যা ভাষায় দ্যাশের পেরথোম

লিটেলম্যাগ

বচ্ছর ৩ সংখ্যা ২

আগস্ট ২০১৭

সম্পাদক

শফিক আমিন

আড্ডা ধানসিড়ি, বরিশাল

ভিনভাংড়া
বচ্ছর - ৩ সংখ্যা - ২
ছাপার সন ২০১৭

উপদেষ্টা সম্পাদক
মুহম্মদ মুহসিন

সম্পাদক
শফিক আমিন

সম্পাদনা সহযোগী

প্রচ্ছদ
তৌহিদ আহমেদ

প্রকাশক
আড্ডা ধানসিড়ি, বরিশাল

প্রাপ্তিস্থান
লিটলম্যাগ প্রাঙ্গণ, ৮০ আজিজ সুপার মার্কেট (দোতলা), শাহবাগ, ঢাকা
বুক ভিলা, সদর রোড, বরিশাল
বুকস ওয়ে, ৮৬এ কলেজ স্ট্রিট, ওয়াইএমসিএ ভবন, কোলকাতা - ৭৩

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

শুভেচ্ছা মূল্য
১০০/- টাকা

সম্পাদকের কতা

আড্ডা ধানসিড়ির নিয়মিত আয়োজন *ভিনভাংড়ার* ২য় সংখ্যার কামডা খুব শখ কইর‍্যা আতে নেছালাম। এফিরগো *ভিনভাংড়ার* সম্পাদকের দায়িত্বে মুই, সবাই মোর ধারে ল্যাহা দেবে- কতাডা হুইন্যা খুশিতে পেরায় মোর বেউশ অওয়ার কায়দা অইলহে। হেই খুশিতে ল্যাহা চাইয়া চাইরোদিক ঢোলছুরাত দেলাম, নাম ধইর‍্যা ধইর‍্যা ফোন দিয়া অনেহের লগে পিরিত খুয়াইলাম- হেয়ারপরও যহোন ল্যাহা পাইতে আছেলাম না হে সোমায় মোর আর এ্যাক দফায় বেউশের কায়দা অইলহে। যাউক হেইসব উশ-বেউশে গোনে যারা মোরে ঠিকঠাক রাখছে হেরা মোগো আড্ডা ধানসিড়ির বন্ধু বান্ধোবেরাই। হেগো মৈদ্যে অন্তত দুইডা নাম কওয়াই লাগবে- এ্যাকজোন হাসান মেহেদী, আর এ্যাকজোন মাহমুদ মিটুল।

এফিরগো সংখ্যায়ও পারিনায় সাহিত্যের সব শাখার জিনিস-পত্তোর দিয়া হাজাইতে। গপ্পো কইতে যে পেরমান সাইজের জিনিস বুঝায়, হেয়া এ সংখ্যায়ও নাই, আছে এউক্কা অনুগপ্পো বা ছাও গপ্পো। পেরবন্ধো এউক্কাও নাই। পেরবন্ধের ধারাধার স্মৃতিকতা জাতীয় এ্যাকখান ল্যাহা আছে শ্রীমতী শোভা ঘোষের। শোভা ঘোষ আমাগো বরিশাইল্যা পুতের বউ, তয় আদতে ঢাকাইয়া মাইয়া আর বাসিন্দা পেরায়ডাই কইলকাইত্যা। ফলে হেহানে বরিশাইল্যা ভাষাডা ঠিক বরিশাইল্যা অয় নায় আমরা জানি। হেয়ার পরও যিডু অইছে হিডুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ম্যালা বইল্যাই ঐ ল্যাহাডা আমরা এই কাগজে আবার ছাপাইলাম। নাটক এ্যাকখান আছে, তয় হেহান দেশি না, বিদেশি। নাটকখান দুনিয়ার সেরা নাটকের কবি শেকসপিয়ারের, আর হেয়া মোগো মুহম্মদ মুহসিন ভাইর তরজমা- সুতরাং মোনে কয় আহমনাগো ভালো লাগবে। আর যা কবিতা, ছড়া, রৈম্যো রচনা আছে হেয়াও আশা হরি খারাব লাগবে না।

ল্যাহাগুলান হাজানের ব্যাপারে মাইনি কোনডার পর কোনডা যাইবে হে ব্যাপারে আমাগো লাইন অইলো পেরথোম ল্যাহার কেছেম বিচার আর হেইয়ার পর এ্যাক কেছেমের ল্যাহার মৈদ্যে লেখক-কবিগো নামের অক্ষরের ধারা বিচার। ল্যাহার কেছেম অনুযায়ী আমরা হাজাইছি পেরথোম নাটক, হেয়ার পর গৈদ্যো, হেয়ার পর কবিতা আর সবের শ্যাষে ছড়া- এই ধারায়। এইয়ার পর এ্যাক এ্যাক কেছেমের মৈদ্যের ল্যাহাগুলান আবার হাজাইছি বাংলা অক্ষর যেডার পর যেডা হেই ধারায় লেখক-কবিগো নাম হাজাইয়া। আমাগো মোনে কয় কার ল্যাহা আগে যাইবে আর কারডা পরে হে ব্যাপারে এইডাই সব চাইতে নিরপেক্ষ সিস্টাম।

আঞ্চলিক ভাষায় এ্যাকখান কাগজ বাইর হরতে যে-সব সোমেস্যার কতা আগের সংখ্যায় মোরা কইলহাম হেয়ার এ্যাট্টারও সার্থক মোকাবিলা এ্যাহোনো আমাগো সোম্ভব অয়নায়। বানানের সোমেস্যা কিছুডা কাটছে কারণ এ্যাহোন আমাগো

আতে বরিশালের ভাষার এ্যাকখান ডিকশোনারি আছে। তয় ডিকশোনারিহান আমাগো আতে থাকলেও আমাগো লেখকেগো সবের আতে হেহান নাই, আর আমাগো পাঠকেগো বেশিরভাগের আতেই নাই। এ কারণে ডিকশোনারিহান পাশে থুইয়া এফিরও আমাগো লেখকেগো বানান যদ্দূর সোম্ভব অবিকল রাখতে অইলেও অনেক জাগায়ই আমরা লেখকের বানান পাল্টাইয়া শব্দগুলানেরে অভিধানে দ্যাওয়া বানানের ধারাধার আনছি।

সব সোমেস্যা সামলাইয়া যিডু যা আহমনাগো দরবারে অজির হরতে পারলাম হেয়ার মূল নায়ক অবশ্যই আমাগো লেখকেরা। ল্যাহাই যতি না পাই তয় ছাপাই কি? তাই লেখকেগো ধারে আমাগো অনেক শুকরিয়া। এছাড়া আমাগো শুকরিয়া পচ্চিমবঙ্গের এ্যাকটা কাগজের ধারে। কাগজটার নাম *ডেগর*। রাজবংশিগো আঞ্চলিক বাংলায় কাগজটার সম্পাদক নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পেরভেচার নিখিলেশ রায়। কাগজটা বাইর করে নর্থ বেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার। এইডার বাইরে আর কোনো আঞ্চলিক বাংলার লিটেলম্যাগের খবর আমাগো ধারে নাই। আমাগো *ভিনভাংড়া*র খবর পাইয়া *ডেগর*- এর সম্পাদক নিখিলেশ রায় আমাগো শুভেচ্ছা জানাইছেন এবং ওনার কাগজটার ২০১৫ সংখ্যাডা আমাগো পাডাইছেন। আমরা *ডেগর*-এর এই আন্তরিকতায় ধৈন্যো এবং *ডেগর*- পরিবারের ধারে আমাগো অনেক শুকরিয়া।

গতবারের সংখ্যায় কইছেলাম যে আমাগো এই কামহানের কতোডু কাম আর কতোডু আকাম হেয়া আমাগো ধারনায় নাই। এই ধারনা এ্যাহোনো আমাগো কিলিয়ার অয় নায়। তয় জম্মের পর এট্টু বড় অইয়াই হুনছি, মায় কইতে – 'মনু, হোন, খ্যাতে গোনে কয়ডা বাইগুন তুইল্লা লইয়া আয়। আর তোর বাফেরে দেইক্কা আবি পাটখ্যাত নিরায় নাহি, হেলে কবি মায় হাক দেতে কইছে, ডাইলদা রানবে'। হেইসব কতার মৈদ্যে মোগো বাবো আর মোগো পাটখ্যাত মোগো ধারে যতোহানি আপন মোনে অইতে অতোহানি আপন আর কোনো কতায় মোনে অয় না। আমরা চাই আমাগো আপন কতার এই চর্চা আমাগোরে হেই আপন দুনিয়ায় আবার ফিরাইয়া নিক।

সূচি

শেকসপিয়ারের নাটক ম্যাকবেথ- এর তরজমা

গৈদ্যো

মাহমুদ মিটুল	রাশকার প্যাচাল	০০
শফিক আমিন	কুকুর হইতে সাবধান	০০
শোভা ঘোষ	বরিশালের ভাষা	০০

কবিতা

অনিন্দ্য দ্বীপ	পরাণপক্কি	০০
আতিকুর রহমান হিমু	পরান কতা	০০
আফরোজা রোজী	ঢোল সমুদ্দুর	০০
আসমা চৌধুরী	থুইয়া আইছি ২২	০০
ঋয়াজ আহমেদ	বাঙ্গালিরা দেহি সুহেই আছে	০০
এস. কে. লুনা	নিরব আকুতি	০০
কিং সউদ	নাও লইয়া মিছিল	০০
জেবুন্নেছা লুচি	তেলেছমাতের সংসার	০০
মুস্তফা হাবীব	অ্যাহা ছেমরি	০০
রিয়াজ আহমেদ	সিডর: ২০০৭	০০
রুদ্রাক্ষর রায়হান	মাতার কিড়া	০০
সানাউল্লাহ সাগর	হোতাখাল	০০
সুমন রায়হান	কেমন আছিস তুই	০০
হাসান মেহেদী	পিরিতের পিড়ানি	০০

ছড়া

আব্দুর রহমান	কতো কইছি	০০
তপংকর চক্রবর্তী	বন্ধুর ছড়া	০০
মুসাফির	ভান্ডোবাড়ি	০০
মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন	ইস্টি কুডুম	০০

মাহফেদ

বরিশালের ভাষায় শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের তরজমা

তরজমাঃ মুহম্মদ মুহসিন

তরজমাকারের আরজ

১. শেকসপিয়ারের চাইরহান নামকরা টেরাজিডির এ্যাকখান ম্যাকবেথ। ইতিহাসে দ্যাহা যায় ম্যাকবেথ আলহে স্কটল্যান্ডের রাজা। হের মূল স্কটিশ নাম ম্যাক বেথাড ম্যাক ফিন্দলাইক (Mac Bethad mac Findlaich)। কিন্তু ইংরাজ দ্যাশে মানষে হের নাম ম্যাকবেথ বইল্যাই জানতো। ম্যাকবেথের জন্ম ১০০৫ সালে। হের বাপ ফিনলে (Finlay) স্কটিশ সিস্টেমে জমিদারদের সব চাইতে বড় পদ 'আর্ল' হিসাবে পুরো রাইজ্যে এ্যাকজোন গইন্যোমাইন্যো লোক আলহে। মা দোনাদাও (Donada) আলহে অনেক ইজ্জাতওয়ালা বড় ঘরের মাইয়া।

১০৪০ সালে ম্যাকবেথ এ্যাক যুদ্ধে হেই সময়ের স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকানকে পরাজিত ও হত্যা কইর‍্যা নিজেরে রাজা হিসাবে ঘোষণা দ্যায়। এয়ার পর হইতে ১০৫৭ সাল পর্যন্ত উনি আলহেন স্কটল্যান্ডের এ্যাক নামজাদা রাজা। ওনার সোমায় স্কটল্যান্ডে খৃষ্টান ধর্ম অনেক ছড়াইয়া পড়ে। ওনার রাজত্বকালে দুইডা আইন চালু অয় যা ইউরোপের ইতিহাসে পেরথোম। ম্যাকবেথ আইন কইর‍্যা দ্যায় যে যে-কোনো এতিম বা মহিলারে বিপদে দ্যাখলে বিপদ দিয়া হেগো উদ্ধার করা হের রাজত্বের সব রাজকর্মচারীর জিন্যে বাইধ্যোতামুলক। দ্বিতীয়ত, ম্যাকবেথ আইন কইর‍্যা বাপ মায়ের সম্পত্তিতে পোলা আর মাইয়ার উত্তরাধিকার হোমান বানইয়া দ্যায়। ম্যাকবেথরে ১০৫৭ সালে এ্যাক যুদ্ধে আগের রাজা ডানকানের এ্যাক আত্মীয় সাইওয়ার্দ পরাজিত ও নিহত করে এবং ১০৫৭ সালে স্কটল্যান্ডের নতুন রাজা অয় ডানকানের পোলা ম্যালকম।

ইতিহাসের এই রাজা ম্যাকবেথ- এর লগে শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ এর মিল খুব কোম। শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ রাজা ডানকানেরে বেইমানের মতো নিজের ঘরে বিশ্বাসঘাতকতার মাইধ্যোমে হত্যা করে। এয়ার পর পুরা রাজত্বের সোমায়ডায় হে রাইজ্যো জুইড়্যা আবাদ করে ত্রাস আর আতঙ্ক। হে আতঙ্কে আজার আজার মানুষ পলাইয়া যায় পাশের দ্যাশ ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে। এয়ার কিছুই ঐতিহাসিক সত্যি না। একই লগে ডাইনি বা ভুতুমবুড়িদের ভবিষ্যদ্‌বাণী আর হেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিভ্রান্তিতে ম্যাকবেথের দিন দিন পেত্নি-পিচাশের মতো অইয়া ওডার কাহিনিও আদতে সত্যি না।

ম্যাকবেথেরে এ্যাকজোন বদ চরিত্রের মানুষ হিসাবে এভাবে নাটকে পেশ করার কারণ কি হেয়ার কোনো সঠিক সদুত্তার নাই। তয় অনেহে মোনে হরে যে, ১৬০৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজারে মারার জিন্যে যে গানপাউডার প্লট বা ষড়যন্ত্র অইলহে হেইয়ার এ্যাক নেতা হেনরি গার্নেটের (Henry Garnet) চরিত্রের আদল শেকসপিয়ার ম্যাকবেথের উপরে চাপাইয়া দেছে। শেকসপিয়ার আলহে হে সোমায়ের ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের পেরায় ইয়ার-দোস্ত কায়দার এ্যাকজোন।

ফলে জেমসের বিরুদ্ধে যে কোনো ষড়যন্ত্র বা কুৎসা বদনামের ঘটনারে যদ্দূর সোম্ভাব পচাইয়া বিদ্রূপ কইর‍্যা শেকসপিয়ার হের নাটকে ল্যাখপে এইয়াই স্বাভাবিক। হেই কামের অংশ হিসাবেই হেনরী গার্টেনের চরিত্রের অনেক দোষগুণ, দুই রহোম অর্থে শব্দ ব্যবহার কইর‍্যা মানুষ লইয়া খ্যালা আর এ্যামোন নানান খাইছিয়াত ম্যাকবেথের উপরে চড়াইয়া দিয়া ম্যাকবেথ চরিত্রডা শেকসপিয়ার বানাইছে। অর্থাৎ শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ অইলো স্কটল্যান্ডের ম্যাকবেথ আর ইংল্যান্ডের হেনরী গার্টেনের যোগবিয়োগে বানাইন্যা এ্যাক মিশাল জিনিস।

২. আমার এই তরজমায় ম্যাকবেথ এর নতুন নাম দ্যাওয়া অইছে মাহফেদ; এই মাহফেদের কোনো ইতিহাস নাই। শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ- এর ইতিহাস ভূগোল সব আলহে। ইতিহাস অনুযায়ী হে আলহে এগার শতাব্দীর এ্যাক রাজা, ভূগোল অনুসারে স্কটল্যান্ডে হের বাস, ধর্মে খৃষ্টান, ভাষায় ইংরাজ। আর এই মাহফেদ ইতিহাসের কোনো কালের কেউ না। খালি তরজমার ভাষা বরিশাইল্যা বইল্যা হের এ্যাট্টা পরিচয় এই ভাষার কারনে তৈরী অইয়া গ্যাছে, কিংবা কওয়া যায় তৈরী অইতে বাইধ্যো অইছে। ভাষাহান বরিশাইল্যা বইল্যাই কাহিনীহানেরে বরিশাইল্যা ইতিহাস ভূগোলের ধারাধার এ্যাকটা কায়দায় হালাইতে অইছে- না অইলে চরিত্রগুলান আর লগেলগে কাহিনীহান বিশ্বাস যোগ্য অইয়া ওডে না। আবার একই লগে খেয়াল রাহা অইছে যাতে চরিত্রগুলান ও স্থানগুলান ইতিহাসে বা ভূগোলে কোতাও নির্দিষ্টভাবে মিল্যা যাওয়ার মতো না অয়। এই খেয়াল রাইখ্যাই এহানে শেকসপিয়ারের নামগুলানরে এ্যামোন কিছু নামে পরিবর্তন করা অইছে যারা আমাগো কোন পরিচিত নাম না। তয় নামের আওয়াজে হেগুলান সব বরিশাইল্যাও না। একই রহোম খেয়াল রাহা অইছে শেকসপিয়ারের স্থানের নামের পরিবর্তনের ব্যাপারেও।

পুরা নাটক খান বরিশাইল্যা জীবনের ধারাধার আনতে যাইয়া আরো এ্যাকখান বিষয়ে গুরুত্বের সাথে খেয়াল দেতে অইছে। বিষয়হান অইলো নাটকের ভেতরের কাহিনীতে কওয়া যুদ্ধের বর্ননা যে সময়কালের বুঝায় বরিশাইল্যা ভাষা হেই সোমায়ের অবস্থাডা নাটকে ধরার চেষ্টা হরা। এই নাটকের সব যুদ্ধ তরোয়ালে তরোয়ালে। বন্দুক কামানের আগের তরোয়ালের যুদ্ধের কাল বলতে কোনো কায়দায়ই মোঘল আমলের মাঝামাঝি বা হেয়ার পরের সোমায় বুঝায় না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই নাটক তরজমা হরা লাগজে ঐ ভাষায় যে ভাষা বরিশালে চলছে মোঘল আমলের পেরথোম দিক বা হেয়ার অল্প আগে। হেই সোমায়ের বরিশাইল্যা ভাষা ক্যামোন আলহে আমরা জানি না। তয় এইডু জানি যে হে সোমায়ের বরিশাইল্যা ভাষায় কোন ইংরেজি শব্দ আলহে না, কারণ হেডা বিটিশ আমলের অনেক আগের যুগ। ওই জিনিস মাতায় রাইখ্যাই এই তরজমায়

বরিশাইল্যা ভাষায় বর্তমানে চল আছে এ্যামোন কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা অয় নায়।

আবার রাজা রাজদরবারের যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে কতা কইতে যে সব শব্দ লাগে হেয়া বরিশাইল্যা ভাষায় নাই। এ্যামোনকি বাংলায়ও নাই। এ্যাক আছে সংস্কৃতে আর আছে ফারসিতে। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ব্যবহার আমাগো র‍্যাওয়াজে ভাষাডারে অনেক খানি শিক্ষিত মানষের ভাষা বানাইয়া ফালায় যার মৈদ্যে আঞ্চলিক ভাষার ভাবসাব ইত্যাদি আর থাহে না। আবার সংস্কৃত ভাষা সহজে বিকৃত অইয়া আঞ্চলিক ভাষা অইয়াও ওডে না যেহেতু বরিশাল কিম্বা বাংলার শিক্ষিত সংস্কৃত জনেরা কোনোকালেই সহজে সংস্কৃতের উচ্চারণ ঘুরাইতে ফিরাইতে পাল্টাইতে এ্যালাউ করে নায়। অপরদিগে, ফারসি ভাষার শত শত শব্দ এই অঞ্চলের অশিক্ষিত মুসলমানেগো মোহে উইল্ডা পাইল্ডা এ্যামোন জাগায় পোছছে যে এ্যাহোন ফারসির আরবির এ্যামোনকি জজমানি শব্দগুলান দিয়াও ক্যামোন এ্যাট্টা আঞ্চলিক অসংস্কৃত জনের ভাষার বাস-গোনধো আয়। এই বাস্তবতায় আমার তরজমায় রাজা-রাজদরবার-যুদ্ধ এই সব বিষয়ের বয়ানে দরকারে ফারসি কামে লাগাইছি, কিন্তু অনেক সোমায় ইচ্ছা থাকলেও সংস্কৃত কামে লাগাইতে পারি নায়।

তরজমার সোমায় আরো বেশি রহোমের এ্যাট্টা প্রবলেম ফেইস করতে অইছে শেকসপিয়ারের ভাষায় ব্যবহার করা খৃষ্টানদের ইহুদি বিদ্বেষের শব্দগুলার ব্যাপারে। শেকসপিয়ারের সোমায় ইউরোপে ইহুদিগো উপরে খৃষ্টানেগো বিদ্বেষ আর বদ আচরণের রমরমা যাইতে আলহে। সেই রমরমার স্বাভাবিক পেরমান শেকসপিয়ারের নাটকের ডায়লগে অনেক জাগায়ই আছে। দ্যাহা যায়- খৃস্টানেরা তহন ইহুদিগো যে ভাষায় সম্বোধন করতো হেই সম্বোধন বাংলায় তরজমা করলে হিন্দুগো দিগদা ব্যাবহার করা লাগে 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ দুইডা, আর মুসলমানেগো দিগদা ব্যবহার করা লাগে 'মালাউন' শব্দটা। কিন্তু এই শব্দ আমি তরজমায় ব্যবহার করতে গ্যালে পাঠকেরা ওই জাতিবিদ্বেষী কামের দায় খৃষ্টানেগো উপরেও দেবে না, শেকসপিয়ারের উপরেও দেবে না- এর দায় পুরাডাই দেবে আমার উপরে। এই ভয়ে শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ এর এই জাতীয় জায়গাগুলান বাদ দিয়া আমার এই তরজমা করতে অইছে, এছাড়া উপায় আলহে না।

লগে আরো এ্যাকটা কতা কইয়া রাহা ভালো। এই নাটকে বেম্যালা রহোমের আল্লাখোদার নাম আছে। এর কারণ অইলো শেকসপিয়ারের চরিত্ররা যথারীতি খৃস্টানি কায়দায় পাক্কা মুছুল্লি। হেরা দরকারে বে-দরকারে আল্লা খোদার নাম লইতেই থাহে। শেকসপিয়ারের মূল নাটকের এই কাহিনির লগে মিলাইয়া রাহার দরকারেই আমার তরজামার চরিত্রগুলানরেও শেকসপিয়ারের ধারায় বেশির ভাগ

বরিশাইল্যা কায়দার মুছলমান বানাইতে অইছে। ফলে হেগো মুইখদাও শেকসপিয়ারের চরিত্রের লওয়া আল্লা খোদার নাম হোমানে তরজমায় আমার চরিত্রেগো মোহেও আনতে অইছে। এহানে তরজমাকার হিসাবে আমার কোনো অবদান নাই।

আমার অবদান যদি কোন রহোম থাইক্যা থাহে হেয়া এইডুই যে, আমি চেষ্টা হরছি ভাষাডু এইভাবে সাজাইতে যাতে শ্রোতা-পাঠকের মনে অয় যে বরিশাইল্যারা বরিশাইল্যা কতা কয় খালি মানষেরে আসাবার জিন্যে না, হেরা কান্দেও এই ভাষায়, হেরা মরার সোমায় মাইয়া পোলাড্ডে গোনে শ্যাষ বিদায়ও লয় এই ভাষায়।

চরিত্র ও স্থান পরিচিতি

মূল নাটকে প্রদত্ত নাম	তরজমায় রূপান্তরিত নাম	পরিচিতি
Macbeth	মাহফেদ	বাদশাহ দাদ হোসেনের সরদারে ফৌজ
Duncan	দাদ হোসেন	শাহবাজ মুল্লুকের বাদশাহ
Donalbain	গোলাম নবী	বাদশাহ দাদ হোসেনের পুত্তুর
Malcolm	মালতুম	বাদশাহ দাদ হোসেনের পুত্তুর
Banquo	বানতেক	বাদশাহ দাদ হোসেনের সরদারে ফৌজ
Macduff	মাজদাফ	ফয়রাবাদের আমির
Lenox	লেনোছ মিয়া	জমিদার
Rosse	রসু মিয়া	জমিদার
Menteth	মেনতের হোসেন	জমিদার
Angus	অংশু বাবু	জমিদার
Cathness	কান্তি বাবু	জমিদার
Fleance	ফেলায়েছ	বানতেকের পুত্তুর
Siward	সেহারদুল	বাঘারপুরের নবাবের সরদারে ফৌজ
Young Siward	সেহারদুলের ছেলে	
Seyton	ছইতান	মাহফেদের ফৌজি খেদমতগার
Boy	ছেলে	
An English Doctor	বাঘারপুরের কবিরাজ	
A Scottish Doctor	শাহবাজ মুল্লুকের ডাক্তার	
A Captain	ফৌজি জওয়ান	
A Soldier	একজন লস্কর	
A Porter	একজন দারোয়ান	

An Old Man	বুড়া	
Lady Macbeth	বিবি মাফেদা	মাহফেদের স্ত্রী
Lady Macduff	বিবি মাজদেফা	মাজদাফের স্ত্রী
Gentle Woman	মহিলা	
Hecate	চুয়াবালি	
Three Witches	তিন ভূতুমবুড়ি	
Lords	আমির-ওমরাহ	
Soldiers	ফৌজ	
Murderers	খুনী	
Attendants	খেদমতগার	
Messengers	খবরবাহক	
The Ghost of Banquo	বেরমোদৈত্য বানতেক	
Edward	নবাব আলী মর্দ	বাঘারপুরের নবাব
Sinal	ছায়নাল	
Scotland	শাহবাজ মুল্লুক	
Norway	নড়িয়া	
Norway's King Sweno	নড়িয়ার নবাব সোমেন	
Fife	ফয়রাবাদ	
Ireland	চরভুলুয়া	
Cawdor	খয়রাবাদ	
Aleppo	আল্যাহার চর	
Fores	ফোরেছিয়া	
Glamis	গালামিশা	
Northumberland	নরোত্তমপুর	
Cumberland	কুমারখালী	
King of England	বাঘারপুরের নবাব	
Birnam Wood	বারুইয়ার বন	
Dunsinane	দানসেনারগড়	

অংক - ১

দৃশ্য - ১

[এ্যাকখান ধুধু জলা কোলা। খালি ঠাডা আর ফড়কুনি। মঞ্চে ঢোকপে তিন জোন ভূতুমবুড়ি]

ভূতুমবুড়ি-১: দ্যাহা অইবে কোন সোমায় আবার?
তহনো কি চলবে দেওই আর ধাবাড়?

ভূতুমবুড়ি-২: যহোন ধাবাড় ফড়কুনি শ্যাষ
যহোন যুদ্ধে মিল্যা যাইবে নতুন দ্যাশ।

ভূতুমবুড়ি ৩: তহনো সুরুজটা দিনের লগে খ্যালাইবে টাস।

ভূতুমবুড়ি-১: জাগাহান কই?

ভূতুমবুড়ি-২: চাইরোদিক ধুধু হেই ভূঁই।

ভূতুমবুড়ি-৩: হেহানেই মাহফেদরে দেখমু তুই মুই।

ভূতুমবুড়ি-১: এ্যাহোন তয় যাই।

ভূতুমবুড়ি-২: যেম্মে ডাক পাই।

ভূতুমবুড়ি-৩: পলাই পলাই।

সবাই এ্যাকলগে: দ্যাখতে দ্যাহায় সুন্দার
মৈদ্যে সব আন্ধার
দ্যাখতে এইসব ছিরি
কুয়ায় ম্যাঘে ঘুরি।

দৃশ্য-২

[ফৌজি আস্তানা। পিছন দিয়া ঘোন্টার আওয়াজ হুনায়। মঞ্চে ঢোকপে শাহেনশাহ দাদ হোসেন, শাহজাদা মালতুম, শাহজাদা গোলাম নবী ও লেনোছ মিয়া।]

শাহেনশাহ দাদ হোসেন: ঐ রক্তে মাহা মানুষটা কেডা কওতো? চেহারায় তো কয় ওর ধারে খবর আছে, আমাগো যুদ্ধের শ্যাষ খবর।

শাহজাদা মালতুম: এই তো হেই দুরদান্ত জওয়ান, ডাংকবাজ মর্দের মতো যে আইছিলো আউগাইয়া, আমারে রক্ষার চেষ্টায়। আও বন্ধু বুকটা মিলাই তোমার লগে। জওয়ান মর্দের মতো আউগাইয়া জানাও যুদ্ধের বয়ান তোমার বাদশার কানে।

ফৌজি জওয়ান: কি আর কমু শাহেনশাহ হেই বয়ান, দিশা হরা যায়নায় এ্যাকদোম কোন পক্ষ জেতে আর কোন পক্ষ হারে। ম্যাহামুরা মদন আলীরে বাবা, কী যে ওর কবজার জোর! আর জোর না থাকলে ক্যাম্মেইবা নামে জঙ্গে কাইজ্যায়, হেয়াও আহমনার লগে। চরভুলুয়ার কত্তো যে ফৌজি জওয়ান আনছে ওর দলে আল্লা মালুম। তয় কিনা টাহায় পাওয়া মাইয়ামানের আহ্লাদ কতকুন আর থাহে? হেইয়্যা দিয়া সোংসারের চাল জাগে না। আমাগো সরদারে ফৌজ মাহফেদ, নামে কামে দুনিয়ার সেরা, ভাইগ্যের দেবীরে হে তরোয়ালে নাচায়। আর হেয়া কি খালি তরোয়াল? আলীর জুলফিক্কার হের আতে। তরোয়াল ঘোরে তো রক্তের ধোয়ায় চাইরো দিক আন্ধার অইয়া যায়। আর হেই জুলফিক্কারের সামনে যহোন পরলো বেচারা মদন আলী, না অইলো কোনো কতা, না অইলো আতের মোছাহাবা। সোজা তরোয়ালহান নাইর গোড়াইদ্যা হাইন্দা মদনের দেহডারে ফালা দিয়া কপালের নিচ দিয়া বাইরাইয়া গেলো চোয়ালডারে দুই ভাগ কইর‍্যা। আর শ্যাষ হইলো মদনের বাদশাহ অওয়ার আউস।

দাদ হোসেন: মাশাল্লাহ! ভাই আমার মাহফেদ।

ফৌজি জওয়ান: শাহেনশাহ, হোনেন, এই বয়ান ওহানেই তামাম তো না। সাগরের যে পাইরদা ওডে লাল সুরুজের আলো হেই পাইরদাই আয় জানেন বড় ধাবার মুছিবাত সব। হেই কায়দয়াই দ্যাখলাম যেই দিকদিয়া পলাইলো মদনের ফৌজেরা সব, হেই দিক দিয়াই, বাপরে বাপ, উজাইতে শুরু হরলো নড়িয়ার জঙ্গের আউস-আলা আর এ্যাক বাহিনী। এ্যাতো ফৌজ ল্যাজা ঢাল এ্যাতো তরোয়াল- হেরাও কোম্মে যে পাইলো আল্লা মালুম।

দাদ হোসেন: আমার ফৌজি বীর মাহফেদ আর বানতেক তহন কি কাইপ্যা ওডলো ডরে?

ফৌজি জওয়ান: শাহেনশাহ হেরা কাপলো য্যামোন চইর‍্যা দ্যাখলে কাপে চিল, কিংবা খরগোশ দ্যাখলে কাপে সিংহ, শাহেনশাহ। কি কমু আহমনেরে, মোনে আইলো হেরা য্যানো দুইহান কামান যাগো গোলাবারুদ আচুক্কা দুইগুণ অইয়া গ্যালো, এই নতুন মোখালেফ দেইখ্যা। মোনে অইলো হেরা ঠিক করছে নাইবে দুশমনের রক্তে। কিংবা বানাইবে আর এ্যাকখান কারবাল্লা, শাহেনশাহ। আমার এই বয়ান শ্যাষ করতে বড় কষ্ট অইতে আছে, শাহেনশাহ, আমার গায়ের জখমগুলানের একটু বিহিত দরকার।

দাদ হোসেন: তুমি জওয়ান, য্যামোন যোগ্য তোমার আওয়াজ হেইরহমই যোগ্য তোমার জবান। তোমারে আমরা তাজিম জানাই। এই কে আছ! এই জওয়ানের জিন্যে কবিরাজ ডাইক্যা আনো। [জওয়ান একজনের লগে বাইর অইয়া গ্যালো। মঞ্চে ঢোকলো রসু মিয়া আর অংশু বাবু] কে ওহানে?

মালতুম: মাইন্যোবর জমিদার রসু মিয়া।

লেনোছ মিয়া: হের চেহারায় বোঝা যায় বড় কিছু ঘটছে। মোনে অইতেআছে আমরা অনুমানও করতে পারমু না এ্যামোন কিছুই উনি কইবেন।

রসু মিয়া: আল্লাহ আমার শাহেনশাহর হায়াত দারাজ করুন।

দাদ হোসেন: মাইন্যোবর রসু মিয়া, কোন যায়গা দিয়া আগমন?

রসু মিয়া: ফয়রাবাদ দিয়া আইলাম শাহেনশাহ, পুরো কওমের লান্নতের মতোন যেহানে দিনমান ওড়তে আলহে নড়িয়ার নিশান, আর মানুগুলানের বোহের মৈদ্যে তড়পাইতে আলহে হাহাকার, যেহানে নড়িয়ার নওয়াব খয়রাবাদের আমিরেরে আতে লইয়া চালাইতে আলহে খুন খারাবির রাইজ্যো, হেই ফয়রাবাদে আইজ বড় কিসমিতের দিন। আলীর জুলফিকার আতে লইয়া আহমনার মাহফেদ দ্যাহাইয়া দেছে খয়রাবাদের মোনাফেক আমিরেরে। খয়রাবাদের কয়রা দিয়া আইজ আমাগো নাজাতের দিন।

দাদ হোসেন: এ্যাতো বড় শান্তির খবরে আল্লার শুকরিয়া-

রসু মিয়া: এ্যাহোন নড়িয়ার নওয়াব সোমেন ছাগলের নাহান থুতনি লাড়ায় আর কয়- 'মোরা সন্ধি করমু- মোরা শান্তি চাই'। আমরাও দিছি কইয়া- 'এ্যাকখান লাশও গোরে বা চিতায় দ্যাওয়ার জিন্যে হাত দিবি না, যতকুনে খেতিপুরন না দেছো দশ আজার রুপার মোহর'।

দাদ হোসেন: কোনো মোনাফেকের জিন্যে খ্যামা নাই। যাও এ্যাহুনি খয়রাবাদের আমিরের মাতাডা ধর দিয়া হালাইয়্যা দ্যাওয়ার হুকুম দাও আর জানাইয়া দ্যাও খয়রাবাদের আমির আইজ হইতে আমার পালোয়ান মাহফেদ।

রসু মিয়া: জো হুকুম- শাহেনশাহ।

দাদ হোসেন: যা আরাইলো ঐ ব্যাডায় পাইলো তা আমার পালোয়ান মাহফেদ।

দৃশ্য - ৩

[ঠাডা আর ফড়কুনি। মঞ্চে ঢোকপে তিন ভূতুমবুড়ি]

ভূতুমবুড়ি-১: কোম্মে গ্যালহা বুইন?

ভূতুমবুড়ি-২: হুয়ারের মাতা কাটতে।

ভূতুমবুড়ি-৩: তুমি আলহা কই?

ভূতুমবুড়ি-১: এক নাইয়ার নয়া বউ কোলে লইয়া বাদামের ঠোংগা খালি খায় আর খায়। মুই কইলাম- 'মোরে দুগগা দ্যাও'। পাছামোডা বৌডায় মোহের উপর কইলো- 'দূর অ- কপালপোড়া ভূতুমবুড়ি- দূর অ'। ওর ভাতার অইছে কাডামি নাওয়ের আইলদার, রওয়ানা দেছে আল্যাহা চরের গঞ্জে। মুই হের মাতাডা খাই তিনফির। রওয়ানা মুই দিমুই আইজ আল্যাহার ঐ গঞ্জে। যাইয়া ধরমু ছৈল আমি উন্দুরের। উডমু যাইয়া কাডামিতে ঐ হুমুন্দির।

ভূতুমবুড়ি-২: যা, তোরে ধাবাড় এ্যকখান দেলাম আমি মাগনা
হেই ধাবাড়ে চইড়্যা দে তুই এ্যহোন রওয়ানা।

ভূতুমবুড়ি-১: যা পাইলাম শুকরিয়া।

ভূতুমবুড়ি-৩: লাগলে ধাবাড় মুই দেলাম আরো এ্যাকখান।

ভূতুমবুড়ি-১: ধাবাড়, পবন আর যা এ্যামোন আছে থাউক আমার। গঞ্জের নিশানের জিন্যে লাগবে যে হাওয়া, কাডামির নিশানে বাতাসের দিক বোজদে লাগবে যে হাওয়া- সব থাউক আমার জিম্মায়। নিশানগুলায় উল্ডাপাল্ডা হাওয়া দিয়া আমি নাইয়াডারে নাচামু। লাগলে ওর আগা-মুতাও ছুডামু। নয় সপ্তায় নয় ফির বোজবে ও মরন কারে কয়। বোঝবে ওর কাডামিতে আল্যাহার চরের পোথ কারে কয়। দ্যাহো তোমরা কি সব মুই আনছি।

ভূতুমবুড়ি-২: দ্যাহাও দ্যাহাও কি আনছো তুমি।

ভূতুমবুড়ি-১: এই দ্যাহো এক নাইয়ার বুড়া আঙ্গুল মরছে যে বাড়ির দিগ দিয়া রওয়ানা।

ভূতুমবুড়ি-৩: দ্যাও দ্যাও ঢোলের আওয়াজ দাও, ঐ আইছে মাহফেদ দ্যাখতে কি পাও?

সকলে: মোরা ভুতবুড়ি সব থাহি এ্যাকসাথ
ঘুরি ফিরি নাচি গাই দিয়া আতে আত
নাচি নাচি চক্করে তিন তিনা নয়
জাদু মোনতোর মোগো এইভাবে অয়। [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ আর বানতেক]

মাহফেদ: এ্যামোন সুন্দার আর আন্ধার এ্যাট্টা দিন আমি আর কোনোদিন দেহি নাই।

বানতেক: ফোরেছিয়া কদ্দূরের আর পোথ? আর এইসব কি দ্যখলাম আমি? ঠ্যানঠেইন্যা লাডির উপরে কাপুর পেন্দা এই সব কি চিজ? দুন্যইতে এইসব আবার কুম্মিদ্যা কি আইলো? এরা কি জেন্দা আদমজাতি? নাকি বেরমোদৈত্যের নাহান কিছু? এরা কি কতা কইলে হোনে আর উত্তর দ্যায়? ভাবেসাবে মোনে কয় এরা বুঝি আমারে চেনে। ঐ যে মোহের উপরে আঙ্গুল দিয়া দ্যাহায় আমারে। দ্যাহা যায় মাতারিগো জুইতের, আবার দেহি থুতনিতে দাড়ি। কি যে তেলেছমোতি সব, কি যে এ্যাহন করি।

মাহফেদ: পারলে কতা কও। কও- তোমরা কারা?

ভূতুমবুড়ি-১: খোশামদেদ মাহফেদ! খোশামদেদ গালামিশার আমিরসাইব!

ভূতুমবুড়ি-২: খোশামদেদ মাহফেদ! খোশামদেদ খয়রাবাদের আমির সাইব!

ভূতুমবুড়ি-৩: খোশামদেদ মাহফেদ! খোশামদেদ সাইব!
আইবে দিনের বাদশাহ তুমি জাইন্যা রাহো আইজ-।

বানতেক: দোস্ত, কি অইলো আহমনার? এ্যামোন কইর‍্যা কাপতে আছেন ক্যান? গায়েবের চিড়িয়ারা যা কইলো হেতে তো আরো কতা আলহে চাঙ্গা অইয়া ওডার। আসলেই কি আহমনার এ্যামোন কাপন লাগদে আছে। (ভুতুম বুড়িগো দিক চাইয়া) তোমরা আমার দোস্তরে যা হুনাইলা হেতে তো হে পুরা ক্ষ্যাত্তোরে পইর‍্যা গ্যাছে। দ্যাহো না ক্যামোন বিদিশা হের ভাব! আমারে তো তোমারা কিছুই কইলা না। থাকলে কিছু আমারেও হুনাইয়া দ্যাও। দেহি না, আমার ভাওডা ক্যামোন অয়।

ভূতুমবুড়ি-১: খোশামদেদ!

ভূতুম বুড়ি-২: খোশামদেদ!

ভূতুমবুড়ি-৩: খোশামদেদ!

ভূতুমবুড়ি-১: তোমার কতা কি কই এয়ার পিছে?
মাহফেদের তুমি উপরে আবার নিচে।

ভূতুমবুড়ি-২: দুঃখের একটু হুনায় হুনায় ভাব,
আসলে সুহের মহাসুহেরও বাপ।

ভূতুমবুড়ি-৩: তুমি যদিও না বাদশাহি নামদার,
আহালে আওলাদ বাদশাহ সব তোমার।

ভূতুমবুড়ি-১: খোশামদেদ মাহফেদ! খোশামদেদ বানতেক! খোশামদেদ সবাই।

মাহফেদ: হোনো সব বেহুদা কতার বুড়ি, কী কও এই সব উল্ডাপাল্ডা কতা দুই কুড়ি! গালামিশার আমির ছয়নাল মইর‍্যা গ্যাছে জানি। হে আমির আমি এই কারণে অইতে পারি। কিন্তু কও খয়রাবাদের আমির ক্যামনে অই আমি। হেই আস্তা মানুডার খবর না লইয়া কিসব উল্ডাপাল্ডা কতার ফুলঝুড়ি! আবার কও বাদশাহ বোলে আমি! কি সব আবোল তাবোল! এই সব উরাধুরা খবর পাইছো কোম্মে কও। না কইলে আমি কি করতে পারি হেয়া নড়িয়ার নবাব বোজলেও তোমরা এ্যাহোনো বোঝো নাই।

বানতেক: দ্যাখলেন তো দোস্ত, কি কান্ড! ক্যামোন ফ্যানার মতো মিলাইয়া গ্যালো এইসব আকামের ভান্ড।

মাহফেদ: ক্যামোন সব মিল্যা গ্যালো বাতাসে! বাতাসে না মিলাইলে মজা বুঝাইয়া দেতাম আরামছে।

বানতেক: আসলেই কি আমরা কিছু দেখছি? নাকি খালি ভাবছি সব হাবিজাবি য্যামোন ভাবে পাগল।

মাহফেদ : আহমনার পুষিপোনা সব বাদশাহ!

বানতেক: আর আহমনে নিজে বাদশাহ!

মাহফেদ: আরও খয়রাবাদের আমির। হোনলেন তো কতা কি সব কায়দার!

বানতেক: হ, এইয়াই তো কইয়া গ্যালো। কায়দার অউক বেকায়দার অউক এই কতাই তো হোনলাম। দ্যাহেন তো- ঐ আবার কে আইতে আছে। [মঞ্চে ঢোকপে রসু মিয়া আর অংশু বাবু]

রসু মিয়া: বাদশাহর খুশির পয়গাম নেন মাইন্যোবর মাহফেদ। আহ্মনার জয়ের খবরে বাদশাহর আনন্দের য্যানো থৈ নাই। আহ্মনার সাহসের হিম্মতের ঘটনা হোনতে হারা দিন য্যানো হের আর তিরাই মেডেনা। যে আইছে যুদ্ধের ময়দান দিয়া হের ধারেই খালি হোনে ক্যাম্মে যমের চালান কাইল গ্যাছে আহ্মনার আত দিয়া নড়িয়ার ফৌজেগো সব গলায়- বোহে- আর কইলজায় । এ্যাক এ্যাকজোনের বয়ান হোনে আর আহমানর তারিফে হে শব্দে খুইজ্যা পায় না।

অংশু বাবু: আমাগো পাডাইছে আহ্মনারে হের মোবারকবাদ দেতে। আর যা দ্যাওয়ার হেয়া সব জাহাপনা দেবে নিজ আতে। আমাগো আওয়ার উদ্দিশ্য খালি আহ্মানারে দরবারে ন্যাওয়ার আজমত।

রসু মিয়া: আর শাহেনশাহর ফরমান অইলো আহ্মনে এ্যাহোন হইতে খয়রাবাদের আমির। বাদশাহর এই পয়গামে মোবারক অউক আগমন আহমনার, মাইন্যোবর খয়রাবাদের আমির!

বানতেক: [নিজে নিজে] ওমা এয়া কি! শয়তানেও দেহি আইজ কাইল সত্যি কতা কয়!

মাহফেদ: খয়রাবাদের আমির তো এ্যাহোনো জ্যান্ত আদমি জানি। হের পদ-পাগড়ি আমার উপরে ক্যা?

অংশু মিয়া: হেই আমির যে আলহে হে এ্যাহোনো হোয়াস এই জগতেই নেয়। তয় নেবে না আর বেশী সোমায়। বাদশাহর এ্যমোনই ফরমান। নড়িয়ার নওয়াবের লগে তলে তলে মিল্যা হে এ্যতোদিন দিয়া গ্যাছে মদত-নছরত হেই সব কপালপোড়াগো যারা লাগাইছিল জঙ্গ বাদশাহর লগে। এই ষড়যন্ত্রের ফল অইলো তার গর্দান যাওয়ার বাদশাহি হুকুম।

মাহফেদ: [আর এ্যাক দিক চাইয়া] গালামিশার আর খয়রাবাদের আমিরি, দুইডাই লাইগ্যা গ্যালো এ্যতো তাড়াতাড়ি! তয় তো আর বাহি এ্যট্যাই! [রসু মিয়া ও অংশু বাবুর দিক চাইয়া] কষ্ট কইর‍্যা আইয়া এ্যামোন মোবারকবাদ দ্যাওয়ায় আহমনাগো কি শুকরিয়া জানাই কন। [বানতেকের দিকে চাইয়া] দোস্ত ! উমিদ লও, তোমারও আওলাদ অইবে বাদশাহ। দ্যাখতেই পাইতে আছো ভূতুমবুড়িগো কতা ফলতে আছে সব। খয়রাবাদের আমির আমার এইহানেইতো অওয়া শ্যাষ।

বানতেক: একিনডা ঘোনো অইলে হেই একিনই টাইন্যা নেবে আহ্মনারে বাদশাইর দিক। আমার মোনডায় এ্যামোনই কয়। তয় ব্যাপারডার মৈদ্যেএ্যাট্টা ভূতের করাবার থাকলেও থাকতে পারে। এই সব ভূতেরা ছোডোখাডো সত্যির

প্যাচে হালাইয়া বড় বড় যন্তোনার ঘোর উডায়। এডাও কতা মিছা না। [রসু মিয়া ও অংশু বাবুর দিক চাইয়া] ভাইরা, এদিক এট্টু হোনেন।

মাহফেদঃ দুইহান কতা এ্যহোনই ফইল্যা গ্যালো। বোঝা তো যায় বাদশাই পাওয়ার হেই বড় কতাডাও এই রহোমই ফইল্যা যাইবে। [রসু মিয়া ও অংশু বাবুর দিক চাইয়া] ভাইরা আহমনাগোরে অনেক ধৈন্যবাদ। [অন্য দিক চাইয়া] এই ভূত কায়দার বুড়িগো গায়েবি ইশারায় না অওয়ার কতা ভালো, না অওয়ার কতা মোনদো। মোনদোই যদি অইবে তো কওয়ার লগলগ এ্যামোন ফইল্যা যায় ক্যাম্নে? খয়রাবাদের আমির তো আমি অইয়াই গ্যালাম। আবার ভালোই যদি অইবে তো, যা এ্যাহোনো অয় নাই হেয়া অওয়ার কায়দা-কুল্লি মাতায় আইলেই আমার গায়ের পশমগুলা এরহোম খাড়াইয়া যায় ক্যা? কইলজাডা কাপতে কাপতে পাজরাসুদ্ধা লাড়াইয়া হালায় ক্যা? ডর-ভয় সব সোমায়ই যিডু হোমহে আয় হেয়ার চাইতে অনেক বেশি থাহে পিছে- চিন্তায় আর কল্পনায়। এ্যাট্টা জান খতমের কাম! মাতায় আনতে গ্যালেই তো চিন্তা-চেতনা সব থ অইয়া যায়। হে সোমায় আমার মৈদ্যে যিডু আমি থাহি হেয়ার মৈদ্যেরাজা বাদশাহর আর রেণুও থাহে না।

বানতেকঃ [রসু মিয়া আর অংশু বাবুর উদ্দিশ্যে] দ্যাহেন, আমার দোস্ত কি চিন্তায় জানো আইটকা গ্যাছে।

মাহফেদঃ অদেষ্টো যদি আমারে বাদশাহ বানাইবেই তয় হে ক্যা পারে না বানাইতে এই সব কইলজা হুগাইন্যা কাপাকাপি ছাড়া?

বানতেকঃ যে নতুন ইজ্জত আর দৌলতের জামা হের গায় আইজ ওঠছে হেয়া ক্যামোন জানি নতুন জামার নাহান এ্যাহোনো গায় ঠিক মতো লাগদে আছে না। লাগদে লাগদে দিন লাগবে।

মাহফেদঃ [অন্য দিক চাইয়া] দিনে দিনে যা আইবে আউক, যা অইবে অউক। কঠিন জটিল যা করার সব সোমায়ই ফয়ছালা করুক।

বানতেকঃ মোহতারেম মাহফেদ, আমাগো লগে আউগাইতে আহ্মনার মর্জি হউক।

মাহফেদঃ [বানতেকের উদ্দিশ্যে] মাফ কর দোস্ত আমার। আমার মাতার মৈদ্যে কি সব উল্ডাপাল্ডা জিনিসপত্তোর খাবি খাইতে আলহে। [অন্যদের উদ্দিশ্যে] মোহতারেমগণ, আহ্মনারা আমার জিন্যে অনেক তকলিফ লইছেন। আহমনাগো এই তকলিফ আমার চিরদিনে ভোলার সুজুগ নাই। চলেন, এবার আমরা সবাই বাদশাহর ধারে যাই। [বানতেকের উদ্দিশ্যে] দোস্ত, এট্টু ভাইব্যো আইজ যা-সব ঘটলো হেইসব লইয়া। পরে এ্যাকসোমায় এই সব লইয়া কি না কি করা যায়, নিরালায় তোমার লগে এট্টু ভাবতে চাই।

বানতেকঃ আহ্মনার লগে কতা মাইনি তো খুশিরই বারতা।

মাহফেদঃ তয় এই কতা থাকলো। এ্যাহোন চলেন আউগাই। [সবাই মঞ্চের বাইরে যায়]

দৃশ্য - ৪

[ফোরেছিয়ায় শাহীমহলের এ্যাক কামরা। মঞ্চে ঢোকপে দাদ হোসেন, মালতুম, গোলাম নবী, লেনোছ মিয়া ও খেদমতগারেরা]

দাদ হোসেনঃ খয়রাবাদের আমিরের গর্দানের কি খবর? যাগো এই কামে পাডাইলাম হেরা কি ফেরছে?

মালতুমঃ জাহাঁপনা, হেরা এ্যাহোনো ফেরে নায়। তয় জানডা দ্যাওয়ার সোমায় হের পাশে আলহে এ্যামোন এ্যাকজোনের লগে আমার কতা অইছে। হে কইলো মরণের সোমায় ঐ আমিরে নাহি হের সব অপরাধ স্বীকার কইর‍্যা অনেক মিনতি কইর‍্যা মাপ চাইছিলো। আহ্‌মনার রহোমের জিন্যে অনেক কাগুতি মিনতি করছে। শ্যাষ পর্যন্ত মরার সোমায় হে বোলে জমিদারের মতোনই মরছে। মোনে অইছে হারা জেন্দেগি বইয়া এ্যাট্টা জিনিসই শেখছে, আর হেডা অইলো কি রহোম মরতে অইবে।

দাদ হোসেনঃ দুঃখের বিষয় অইলো এ্যামোন কোনো ল্যাহাপড়া নাই যা পড়লে মুখ দেইখ্যা বোঝা যাইবে যে, মানের মোনের মৈদ্যে কি আছে। এই ব্যাডারে মোনে অইলহে এ্যামোন এ্যাকজোন যার উপরে আমি আস্থা রাখতে পারি। [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ, বানতেক, রসু মিয়া ও অংশু বাবু। পরের কতাডু মাহফেদের উদ্দিশ্যে] কাবেল মর্দ ভাই আমার, মাহফেদ! আমার এই ক্যাবোলও মোনে অইতেছিল যে তোমারে শুকরিয়া জানানের মতো আমার খ্যামোতাই নাই। আমার মোনে অইতে আছে তোমার এহছান আর কাবেলিয়াত আর এট্টু কোম অইলেই মোনে হয় ভালো অইতে। হেলে অন্তত আমার যোগ্যতায় আমি শুকরিয়াডু জানানের চেষ্টা হইর‍্যা দ্যাখতাম। এ্যাহোন খালি আমার এইডুই কওয়ার আছে যে, তুমি আমারে যা দেছো হেয়ার কোনো বিনিময় বা শুকরিয়ার যোগ্যতা আমার ধারে নাই।

মাহফেদঃ জাহাঁপনা, আমারে আহমনার খেদমতের যে সুজুগটু দেছেন হেই সুজুগটুই আমার জিন্যে এ্যাক বিশাল ইজ্জাত, বিশাল এনাম। আমাগো খেদমতটু তো আহমনার ঐ রহোম পাওনা যে রহোম পাওনা আল্লায় দিয়া রাখছে মাইয়াপোলার জিন্যে হেগো মাবাপের ধারে। এয়ার জিন্যে কোনো শুকরিয়ার বিষয়ই নাই। আহ্‌মনার আর আহ্‌মনার মহলের হেফাজতে আমি যিডু করণীয় হেয়ার চাইতে এট্টুও বেশি করতে পারি নায়।

দাদ হোসেন: আমার অন্তরের খোশামদেদ তোমারে। আমি সাইধ্যো অনুযায়ী চেষ্টা করতে আছি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনডারে এ্যাট্টা বটবৃক্ষের মতো এই মাডিতে লাগাইয়া যাইতে। [বানতেকের উদ্দিশ্যে] কাবেল সরদারে ফৌজ বানতেক, তোমার জিন্যেও আমার শুকরিয়া এট্টুও কোম না। তোমারেও আমি এই মাডিতে গাছের মতো হিহার দিয়া বাইর‍্যা ওডার ব্যবস্থা করতে চাই। আও, তোমার লগেও বুকটা এট্টু মিলাই।

বানতেক: আহ্‌মনার লাগাইন্যা এই গাছের সব ফল আহ্‌মনার।

দাদ হোসেন: তোমাগো দেইখ্যা আমার কি যে আনন্দ, হেয়া ক্যাম্মে বুঝামু কও। আনন্দে চউখ বাইয়া পানি নামতে আছে আটকাইতে পারতে আছি না। আমার শাহাজাদারা, আমার আমির-ওমরাহরা সবাই জানে যে আমার পরের বাদশাহ মালতুমের কারণ কুমারখালির রাজকাম দ্যাহার শাহাজাদা হিসাবে হের নাম আমি ঘোষণা দিয়া ফালাইছি। আর আইজ আমি সবাইর সামনে আরো জানাইতে চাই যে আমার ফরমানে পদ-পদবির ইজ্জত খালি আমার পুত্তুরের জিন্যেই শ্যাষ না। এ্যামোন ইজ্জাত কামেল মর্দ যে কেউরেই আমি দেতে চাই। [মাহফেদের উদ্দিশ্যে] তয় এ্যামোন ইজ্জাতের এ্যাক নতুন ঘোষণার আগে চল, আইজ আমরা সবাই মেহমান অইতে চাই আমাগো জানের জিম্মাদার মাহফেদের মহলে।

মাহফেদ: মহামহিম, যে কোনো বিরাম বিশ্রামের চাইতে আহ্‌মনার খেদমতেই আমার জানের আরাম। খবরডা আমারেই পেরথোম দেতে দেন আমার বেগম সাহেবের কাছে। আমার বিলকুল একিন আমার বেগম সাহেবের জইন্যো এ এ্যাক বিরাট আনন্দের খবর। আমারে খালি একটু আগে যাইতে এজাজত দেন।

দাদ হোসেন: মোহতারেম আমিরে খয়রাবাদ, তোমার এজাজত কবুল।

মাহফেদ: [নিজের উদ্দিশ্যে] কুমারখালীর রাজকামের শাহাজাদা! এই ঘোষণাহান তো আমারে এ্যাক কওয়া নামাইয়া দেলে। শাহাজাদা মাইনিই পরের বাদশা। হেলে আমি গ্যালাম কোম্মে? রাইতের তারার এই আলোডু- তুমিও সইর‍্যা যাও, না অয় আমার মোনের মৈদ্যের খায়েশ যদি কেউ দেইখ্যা হালায়! চউখ তুই নিজেও চাইস না আমার আতের দিক। তৌমো কামডা অইয়া যাউক। চউখ যা দ্যাহার সব দেহুক কামডা অইয়া গ্যালে হেইয়ার পর।

দাদ হোসেন: কাবেল মর্দ বানতেক, আমাগো মাহফেদ এ্যাক বাঘের মত যোদ্ধা। হের তারিফে দ্যাহো দুনিয়া ছয়লাব। আর এই তারিফে আমারও বুক জোড়া শান্তি। লও আমরা সবে হের মহলের দিক যাই। ওর চাইতে আপন আর এই মুল্লুকে কেডা আমার আছে কও।

দৃশ্য - ৫

[মাহফেদের মহলের এ্যাক কামরা। এ্যাকখান চিডি পড়তে পড়তে মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাফেদা]

বিবি মাফেদা: [চিডি পড়ায় ব্যস্ত] "ওগো লগে আমার দ্যাহা অইলো জীবনের কঠিন এক কামিয়াবির দিনে। আমি অনেক এলেমকালামের লোকেগো মারফত জানছি যে, ওরা অনেক কিছু জানে যা আম ইনসানের জানার আওতার অনেক বাইরে। যহোনি চাইলাম সওয়াল-জওয়াব কইর‍্যা আরও ভালোভাবে জানমু হেই সোমায়ই হেরা সব হাওয়ায় মিলাইয়া গ্যালো। যহোন খালি ভাবছি- 'এ কি হুনাইলো ওরা?'- এরই মৈদ্যে বাদশাহর তরফ দিয়া খবর আইলো আমারে খয়রাবাদের আমির বানান হইছে। এই গায়েবি জগতের বুড়িরাও আমারে খয়রাবাদের আমির বইল্লাই পেরথোম খোশামদেদ জানাইলহে। আর হেরা আরও জানাইলহে যে সোমায় আইবে যহোন আমি বাদশাও অমু, ইনশোয়াল্লাহ্। ভাবলাম বিষয়ডা তোমারে জানান উচিত। আমার সবইতো একই লগে তোমার। তাই আমারে গায়েব দিয়া যে ওয়াদা দেছে হে ওয়াদা হোনার আনন্দ তো লগ লগ তোমারেও পুছান উচিত। তয় এ সব এ্যাহোন বোহের মৈদ্যে চাইপ্যা রাখপা, কবানা কেউর ধারে।" [নিজের উদ্দিশ্যে] গালামিশার আমির! খয়রাবাদের আমির তো অইয়াই গ্যাছে। গায়েবের ওয়াদামতো বাদশাহও তোমার অইতেই অইবে। তয় আমার ভয় অয়, তোমার কইলজাডায় সাওস কোম। হেডা এ্যাতো রাহেরাছতো এ্যাক কইলজা যে অই কইলজা লইয়া এই কামে সোজা পোথে নামা কঠিন। তোমার সাধ আছে ঠিকই কিন্তু হেই সাধ পূরণের জিন্যে যে হিয়ালের স্বভাবটু লাগে হেইডু তোমার নাই। তুমি চাও তোমার সাধ যেন আলাউদ্দিনের চ্যারাগ দিয়া পূরণ অউক। তুমি বিশ্বাস ভাঙতে চাও না, আবার যে জায়গা তোমার না হেই জায়গায় ওঠতেও চাও। এয়া ক্যামনে অয়? আও তুমি, ত্বরায় এইহানে আও, তোমার সাধের শানপাত্থোরর অমু আমি। তোমার কানে ইচ্ছার মোন্তোর এট্টু এট্টু হইর‍্যা ঢালার জিন্যে আছি আমি, আমার জিব্বার জোরে আমি জাগাইয়া দিমু আমার দৈত্য-তাগোদ। তুমি দ্যাখপা সব গায়েবি ভয়ডর সর সর কইর‍্যা সইর‍্যা যাইবে। আর তুমি আমি পুইছ্যা যামু হেই সোনার আসনে যার ওয়াদা তুমি পাইছো। [মঞ্চে ঢোকপে এ্যাক খবরবাহক আর হেই খবরবাহকের উদ্দিশ্যে] কোনো নতুন খবর?

খবরবাহক: বাদশাহ আহ্মনার মহলে তাশরিফ লইবেন।

বিবি মাফেদা: এই খবর এই রহোম ঠান্ডা আওয়াজে কেউ দ্যায়? এই খবরের লফজ-আওয়াজ তো গরম থাকপে, পাগলের আওয়াজের মতো গরম। তোমার মনিব বাদশার লগে লগে আইতেছে তো?

খবরবাহক:: জে, মালকিন। আমির বাহাদুরও বাদশার লগে লগে আইতে আছেন। লগের একজন দৌড়ে আউগাইয়া আইয়া এই সংবাদ দেছে।

বিবি মাফেদা: এ্যাতো দৌড়ের তকলিফ সইয়া এ্যামোন খোশ খবর লইয়া যে আইছে হেরে সয়-শরবোত কিছু দেছো তো? [খবরবাহক মঞ্চের বাইরে গ্যালো] যে পক্ষীতে জানাইয়া গ্যালো বাদশাহ দাদ হোসেন আইজ আমার অতিথ, হের খালি গলাডাই কাউয়ার না, হের পুরা কামহানই কাউয়ার। আও যতো গায়েবি পেত্নীরা আছো, আও যতো মুদ্দার-খাওয়া গায়েবি অসুরেরা আছো। আও- আমার অবলা নাম ঘুচাইয়া বল যোগাও গায়। আমার পায়ের আঙ্গুল হইতে চুলের মাতা পর্যন্ত ঢুকাও জান খতমের বিষ। রক্তডারে জোমাইয়া দ্যাও, যাতে রক্তের মৈদ্য দিয়া এ্যাক ফোডা দয়া কিংবা রহোম না পুছায় আমার কইলজায়। যাতে এইসব অবলার পুতপুত নাক-চোহের পানি-পুনি যা আমার এরাদার কামহান হইতে আমারে আটকাইতে না পারে। জহরের প্যালা আতে যে সব গায়েবি অসুরেরা পিচাশেরা আছো, আও, মায়ের জাত হিসাবে আমার বোহের মৈদ্যে জোমা সবটু দুধ বাইর হইর‍্যা হেহানে ঢুকাও সব বিষের তরল। খুনের আছমানি আঞ্জামে যেইসব অশরীরী জাতেরা আছো, আও। দোজখের ধোয়ায় সব আন্ধার বানাইয়া দ্যাও, যাতে আমার ছুরির ফলাহানেও দ্যাখতে না পারে হেই জহোমহান যে জহোমহান আমি বানাইতে চাই বাদশাহ দাদ হোসেনের বোহের মাঝখানডায়, যাতে আসমানের ফেরেস্তারাও দ্যাখতে না পারে আর চিৎকার দিয়া কইতে না পারে- 'আরে আদম জাত, থাম -থাম'। [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ] আমার মহামহিম আমিরে গালামিশা, মোহতারেম আমিরে খয়রাবাদ। আর এয়ার চাইতে খাছ ইজ্জাতের শব্দও তো আইতে আছে আহমনার জিন্যে। আহমনার চিডি আমারে হেই খবর দিছে যা এই বেকুব বর্তমান জানে না, আর হেই ভবিষ্যৎ আমি ট্যার পাই এ্যাক্কারে এ্যাহোনের খায়।

মাহফেদ: আমার মহব্বতের বিবি, বাদশাহ দাদ হোসেন আইজ তোমার মহলের অতিথ।

বিবি মাফেদা: আর আমার মহল দিয়া কোন সোমায় রুখছত?

মাহফেদ: কাইলই তো- এ্যামোনডাই তো বাদশাহর আনজাম।

বিবি মাফেদা: না- রে জান আমার! কাইলগো হেই সুরুজ আর ওডবে না। [মাহফেদের দিক নিশুঢ়ভাবে চাইয়া] এ কী দশা কন! আহমনার চেহারাহান দেহি য্যানো বইয়ের পিষ্ঠা, আহমনার মোহের দিক চাইয়া দেহি আহমনার মোনের মৈদ্যের সব কথা বানান কইরা পইড়্যা হালান যায়! যে সোমায় এ্যাহোনো আয় নায় হেই সোমায়হানে পুছাইতে অইলে চেহারাহাইনদা এই সোমায়ডারে ঢাকতে অইবে। চোহে-মুহে-আতে-জিব্বায় সব জাগায় থাকপে চান্দের জোছনার নাহান খোশামদেদ। আরা সাপখানারে পোষতে অইবে এই সবের আড়ালে। মহামহিম

মেহমানের সবরহোম আদর-আব্বানে কেউর জিরাইবে না দুইহান পাও। বাহি কাম ছাইড়্যা দেবেন আমার আতে। আর এই এ্যাক রাইত জিম্মায় লইবে আমাগো জিন্দেগির বাহি রাইত আর দিন কয়ডার সমস্ত শাহি আঞ্জাম।

মাহফেদ: এই লইয়া আরো ভাবমু আমরা পরে।

বিবি মাফেদা: খালি এ্যাহোন যা দরকার হেয়া অইলো আহমনার চউখ দুগগা ঠিক করা। ওতে য্যানো অন্তরের কতা সব পইড়্যা হালান না যায়। চেহারায় উল্ডা কিছু থাকলে সব গোলমাইল অইয়া যাইবে। চেহার ঠিক করেন, বাহি যা করার আমার উপ্‌রে ছাইড়্যা দ্যান।

দৃশ্য - ৬

[মাহফেদের মহলের সামনের ধার। মঞ্চে ঢোকপে দাদ হোসেন, মালতুম, গোলাম নবী, বানতেক, লেনোছ মিয়া, মাজদাফ মিয়া, রসু মিয়া, অংশু বাবু ও খেদমতগারেরা।]

দাদ হোসেন: তোমরা যা-ই কও, এই মহলের জাগাডা বড়ই ওমদাহ। এ জাগার হাওয়াডা এ্যাতো তাজা, শরিলডা এ্যাক্কারে জুড়াইয়া যায়।

বানতেক: শাহেনশাহ, হে কতার পেরমান আহমনারে আতে আতে দিয়া দেতে পারি। ঐ যে পক্ষিগুলান বাসা বানাইছে ঐগুলান কৈলো হাওয়ার রুচিতে দুনিয়া সেরা। সুন্দার হাওয়া আর মিডা মিডা রৌদছাড়া দুন্যইতে ওরা বাসাই বান্ধে না। ওরাই সাক্ষি দ্যায় আহমনার কতাহানের তাহকিক কতোহানি। [মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাফেদা]

দাদ হোসেন: দ্যাহো সবাই, আমাগো আসল ম্যভজবান হাজির। [বিবি মাফেদার উদ্দিশ্যে] মহব্বত ভালোবাসা মাঝে মাঝে যন্তোনা অইয়া নামে। হেয়ার পরও আমরা হেয়ারে মহব্বতই কই। য্যামোন আইজগো আমি যে মহব্বত লইয়া তোমাগো দুয়ারে আইছি এয়া তোমাগো অনেক যন্তোনা দেবে আমি জানি, হেয়ার পরও এয়ারে মহব্বত না কইয়া তো তোমাগে উপায় নাই।

বিবি মাফেদা: জাহাঁপনা, আমরা যিডু যা করতে পারছি হেয়ার দুইগুনের দুইগুনও যদি আরে করতে পারতাম হেয়াও আহমেনার জিন্যে যিডু করার হেয়ার হোমান অইতে না। আহমনে আমাগো আগে যা দেছেন, হেয়ার লগে আইজ যে আজমত এনায়েত করছেন, এয়ার বিনিময়ে আহমনার জিন্যে হারা জিন্দেগী দোয়া মোনাজাতের চাইতে বেশি কিছু আমাগো দ্যাওয়ার নাই।

দাদ হোসেন: কিন্তু কই? আমাগো খয়রাবাদের আমির কই? আমরা হের পিছে পিছেই তো জোর কদম আইলাম। এরাদাতো আলহে হের আগে আইয়াই উডমু। কিন্তু ক্যামনে পারমু? মাহফেদের ঘোড়সওয়ারি কি আর আমাগো মতো? হে

ছাড়াও আমাগো আজমতের উদ্দিশ্যেই হের গতি ছিল আমাগো চাইতে অনেক বেশী, আর পুইছ্যাও গ্যালো আগে। যাউক হে কতা, বিবি মাফেদা, আইজ রাইতখান আমরা তোমার অতিথ।

বিবি মাফেদা: জাহাঁপনা, আমরা আহমনার চিরকালের খেদমতগার। এই খেদমতগারের মাল-দৌলত মানুষজন সবই আহমনার। আহমনার উকুমেই এগুলান সবের পাহারাদার আমরা। আবার আহমনার উকুমেই আহমনার কদম মোবারকে এই সব নিবেদনের জিন্যেই আমরা।

দাদ হোসেন: মোহতারিমা চল, আমাদের নিয়া চল তোমার সাহেব ম্যাজবানের ধারে। হের উপ্‌রে আমাগো অনেক ভালবাসা, অনেক মহব্বত- আর এই মহব্বতের লগে স্বাভাবিকভাবেই আছে মহব্বতের বখশিস।

দৃশ্য - ৭

মাহফেদ: কামডা করার লগলগই যদি শ্যাষ অইয়া যায় তয়তো ত্বরাতরি শ্যাষ কইর‍্যাই হালান যায়। জানহান খতম করার পর হেয়ার ফলাফল যদি এইডুই অইতো যে আমি বইয়া গেছি বাদাশাহি তখতে- আর হেয়ার পর এই দুন্যইতে না থাকতে যদি আর কোনো নতিজা- আর যা অওয়ার হেয়া যদি সব পর দুন্যইতেই অইতে- হেলে তো এ্যাক লহমায় তরোয়ালহান লইয়া আমি এ্যাহোনই যাইতাম আউগাইয়া। কিন্তু আমি তো জানি এয়ার নতিজা সব ধীরে ধীরে এই দুন্যইতেই পাইয়া যাইতে অয়। কামহান শ্যাষ করার লগলগই পাপের অন্তরহান ছ্যাচরা দিয়া পইড়্যা যায় টগবগা ত্যালের কড়ইতে, আর বে-এনতেহা ফোটতে থাহে হেই ত্যালের কড়ইতে। যে অসুরের শক্তি দিয়া ক্ষেতিডা করা অয় আর এ্যাকজনের উপরে, উপরওয়ালা হেই অসুরেরেই লাগাইয়া দেয় কামহান যে করে হেরে খাউবলাইয়া খাইতে। আর যারে লইয়া আমার এ্যাত্তো সব ভাবনা হ্যার উপরে আমার খোলাছা দুইরহোম ইমানদারির দায়। আমার ইমানদারির পেরথোম দায় অইলো এই কারণে যে একই লগে আমি হের আত্মীয় আর আমি হের পেরজা। এই কাম কোন আত্মীয়ে তো করতে পারেই না, কোনো পেরজায়ও করতে পারে না যদি হেডার মৈদ্যে ধম্মকম্ম কিছু থাহে। আর আমার ইমানদারির পরের দায় তো আরো বড়। ম্যাজবান যদি সত্যিকারে ম্যাজবান অয় তয় হের ইমানের দায় অইলো হে হের মেহমানেরে যে-কোনো শত্তুর-মোখালেফের আত দিয়া রক্ষা হরবে। হে ক্যাম্নে নিজের আতে ছুরি লয় হের মেহমানের বোহের মৈদ্যে বওয়াবার জিন্যে? আর হেই মেহমানও কি যে কেউ? হেই মেহমান অইলো বাদশাহ দাদ হোসেন। এ্যাতো ভালো মানুষ, পেরজাগো উপরে হের এ্যাতো রহোম ও দয়া যে, হের উপরে এ্যামোন বেইমানি কেউ করলে আল্লায় আছমাইনদা ফেরেস্তা পাডাইয়া দেবে হেই কপালপোড়ারে লান্নৎ দেতে। মায়ার মূর্তি আইয়া

ফেরেস্তারা বাতাসের মাতায় চাইরোদিক ছড়াইয়া পড়বে আর জগতের মানষেরে ডাইক্যা ডাইক্যা দ্যাহাইয়া কইবে- 'ও জগতের মানুষ, দ্যাহো, কি নিষ্ঠুর কাম করতে আছে তোমাগো মাহফেদ!' মানষেরা দ্যাখপে আর কানবে- মানষের চোহের পানিতে বাতাসের রাইজ্যো পর্যন্ত সমুদ্দুর অইয়া ওডবে। এ্যামোন এ্যাকখান জাহান্নামি কামের পক্ষে আমি কোন যুক্তিই খুইজ্যা পাই না। আছমান-জমিন খুইজ্যা দেহি এ্যাকখানই যুক্তি- 'আমার বাদশাহ অইতে আইবে'। খায়েশ এ্যামোন দুর্দান্ত অইলে খ্যান্নোৎটাও বড় দুর্দান্তই অয়। [মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাফেদা] কি খবর- কও দেহি।

বিবি মাফেদা: হের রাইতের খাবার তো পেরায় শ্যাষ। তয়, আহমনে আহমনার কামরাইদ্যা বাইরাইলেন ক্যা?

মাহফেদ: শাহেনশাহ আমার কতা জানতে চায় নায়?

বিবি মাফেদা: এডা কি জিগানের কিছু অইলো? আহমনে তো জানেনই যে হে এডা জানতে চাইবে।

মাহফেদ: আমরা এই কামে আর আউগামু না। আমাগো উপরে শাহেনশাহর অনেক রহোম-করোম। চাইরোদিগের আমির-ওমরাহরাও আমাগো অনেক ভালো দ্যাহে। আমি এই সুখ আর এই মজা লইয়াই বাচতে চাই।

বিবি মাফেদা: তয় কি যে আশার কতা হুনাইলহেন হেয়া মাতাল অইয়া হুনাইলহেন? হেই আশা আর সাধ কি ভাং খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ছেলে? হেই ভাঙের ঘুমে গোনে কি উইড্যা দ্যাখতেআছেন যে আশাগুলা চুয়াইয়া যাইয়া শরিলডা বড় কাহিল অইয়া পড়ছে? আহমনার প্রেম-মহব্বতের যা দশা আহমনার আশা-আহ্লাদেরর তো হেই দশা ছাড়া আর অওয়ার কি আছে? বোহের মৈদ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু বোহের মৈদ্যে বীরের কুয়ত খুইজ্যা পাইতে আছেন না- এইডাই অইলো আসোল কতা। মোনে মোনে হপ্পোন দ্যাখপেন মাতায় মুকুট লাগানের, আর কুয়াতের দিকে চাইয়া দ্যাখপেন যে বুড়া গরুর নাহান গায় জোর পাইতে আছেন না। তয় আর কি করার? হেই বিলইর নাহান বইয়া ঝিমাইতে অইবে আর দ্যাখতে অইবে ঐ ভাইগ্যের ছিহা কবে হেড়ে।

মাহফেদ: তোমার আল্লার দোয়াই, এই ঝাঝের কতাগুলান বন্ধ কর। আমার কুয়তে হে পর্যন্ত কোনো কুম্‌তি নাই যে পর্যন্ত কামহান কোনো মানষের কাম অয়। আমি আমার কুয়াত দিয়া এ্যামোন কিছু করতে চাই না যা মানষের কাম না।

বিবি মাফেদা: তয় কি বুজমু যে আহমনার মৈদ্যে যিডু মানু হেই মানুডায় আমারে ঐ খবরডা দেলহে না? ওডা দেলহে আহমনার মৈদ্যের কোনো জানোয়ারে? আহমনে যহোন ঐ খবরডা দেলহেন, তহোন ঐডা করার কুয়াতটুও আহমনে আহমনার মৈদ্যে ট্যার পাইলহেন। আর হে সোমায় আহমনে এ্যাকজোন খাডি কুয়ত-আলা মানু আলহেন। ঐডা করতে পারা হেই বীরের কুয়াতেরই পেরমান

দ্যায়। আরও বুইঝ্যা দ্যাহেন, হে সোমায় এডা লইয়া যহোন ভাবদে আলহেন তহনো আসমানি তরইফদা সুবিদার সোমায়ডা আইলহে না। এ্যাহোন দ্যাহেন আছমানি তরইফদা হেই সোমায়ডাই আইছে। আর এ্যাহোন হেই সোমায় আহমনার কাপাকাপি হেই আসমানি সুবিদা ফিরাইয়া দেতে আছে। আমি মায়ের জাত। আমি জানি বাচ্চারে দুধ খাওয়ানোর সোমায় বাচ্চার চেহারাডার দিক চাইয়া কি মায়াডা লাগে। তয় হেই আমিই যদি আকাঙ্ক্ষার লগে মোন মিলাইয়া আউগাইতাম কোনো কামে, আর হে কামের জিন্যে যদি ঐ রহোমের বাচ্চার মুইখদা দুধের বোটটা টাইন্যা উডাইয়া বাচ্চার মাতাডারে দ্যাওয়ালে টাক দিয়া ফাডাইয়া হালান লাগদে, তয় হেতেও পিছপাও অইতাম না।

মাহফেদ: যদি কামডা ঠিকমতো সারতে না পারি।

বিবি মাফেদা: আমরা কামডা ঠিকমতো সারতে পারমু না? আহমনার এইয়া লইয়া ভাবা লাগবে না। আহমনার যিডু করা লাগবে হিডু অইলো সাওস ও হিম্মতটারে আরেট্টু টানটান করা লাগবে। তীর মারার আগে ধনুহের রশি যেরহোম টানটান থাহে হেইরহোম টানটান। বাদশাহর হারাদিনের ধকল হেরে ঘুমের রাইজ্যে লইয়া যাইবে পলোহের মৈদ্যে। বাদশাহর খাছ রক্ষী দুইজোনেরে আমি মদে আর ভাঙে এ্যামোন কায়দা হইর‍্যা থুমু যে হেগো মাতায় কোনো কাম করবে না। ওরা মদে আর ভাঙে মরার নাহান যহোন ঘুমাইবে তহোন আহমনে আর আমি মিল্যা ঘুমন্ত দাদ হোসেনের উপরে ঐডু কাম করতে পারমু না বইল্যা আহমনার মোনে অয়? আমি তো বরং আরো সুবিদা দেহি যে আমরা যা করমু হেয়া ঐ খাছ রক্ষী দুইডার মাতায় বিনা ঝামেলায় চাপাইয়া দেতে পারমু।

মাহফেদ: আমি আল্লার কিড়া দিয়া কইতে পারি তোমার প্যাডে মাইয়া জন্মাবার উপায় নাই। তোমার ভাবনায় যে ত্যাজ আর হিম্মত হেতে ঐ প্যাডে পোলা ছাড়া কোনো মাইয়ার জাগা অইতেই পারে না। তোমার যা বুদ্ধি! আমরা ঐ রক্ষী দুইডার গায়ে রক্ত মাহাইয়া দিমু। ওগো ছোরা দিয়াই কামডা আদায় করমু- মানষে না ভাইব্যা যায় কই যে কামডা ওরাই করছে?

অংক - ২
দৃশ্য - ১

[একই জাগা- মাহফেদের দরবার। মঞ্চে ঢোকপে বানতেক ও ফেলায়েছ]

বানতেক: রাইতের কতোহানি অইলো, বাবা?

ফেলায়েছ: ঘড়ির আওয়াজ হুনি নায়, তয় চান তো দেহি পচ্চিমে আলছে।

বানতেক: চান পচ্চিমে আলা মাইনি তো বারোটা পার অইছে।

ফেলায়েছ: মোনে তো কয় আরো বেশি।

বানতেক: বাবা, ছোরাডা লগে লও। আছমানেও মোনে অইতেছে চ্যারাগের খরচ এট্টু কোমানের চেষ্টা চলতে আছে- বাত্তিগুলান সব নিভাইয়া দেছে। বাবা, ছোরাডা লগে লইছো তো? ঘুমডা এট্টু বেশি পাইছে, তৌমো আমি চাইনা ঘুমাইতে। ঘুমাইয়া যিডু পড়ছেলাম হেইয়ার মৈদ্যে যা দেখছি, আল্লা তুমি মাফ করো, হেয়া আমি আর মাতায় আনতে চাই না। বাবা, ছোরাডা আমার আতে দে। [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ, আর মশাল আতে হ্যার চাহোর] কে ওহানে?

মাহফেদ: আমি, নিজেগো মানুষ, ভয় নাই।

বানতেক: আহমনে এ্যাহোনো হজাগ? ঘুমান নাই? বাদশাহ তো ঘুমাইয়া গ্যাছে। বাদশাহরে বড় খোশতরবিয়তে দেখছি। আহমনার চাহোর-নফরদেরও উনি অনেক বড় এনাম-বখশিস দেছেন। এই হীরার হারহান আহমনার বিবি সাহেবের জিন্যে ওনার এনাম। ঘুমাইতে যাওয়ার আগে ওনার যে খোশতরবিয়ত দেখছি ওরহোম কোনো সোমায় দেখছি হইর‍্যা মনে পড়ে না।

মাহফেদ: আমার দুঃখ আমি ইচ্ছা থাকলেও হাজির থাইক্যা সবটু খেদমতের তদারকি করতে পারি নায়।

বানতেক: না, না, কোনো অসুবিদা অয় নাই। আমি অল্প এট্টু ঘুমেই হপ্পোনে ঐ ভূতুমবুড়িগুলারে আবার দেখছি।

মাহফেদ: আমি অবইশ্যো ওগো কতা আর ভাবদে আছি না। তয় অসোর সোমায় আহমনার লগে বিষয়ডা লইয়া আরো কিছু আলাপ করা যাইতে পারে।

বানতেক: আহমনার অসোরই আমার আসোর।

মাহফেদ: আহমনে আমার লগে থাকলে আমার চেষ্টা থাকপে আহমনার মর্তবা ধাপে ধাপে আউগাইয়া নেতে।

বানতেক: আহমনার বুদ্ধি-পরামিশ আমার জিন্যে নেয়ামত। তরক্কির পোথে এ্যাক ধাপ আউগাইতে আহমনার বুদ্ধি দিয়া মাহরুম অইতে আমি চাই না। আবার

একই লগে আমি এয়াও চাই না যে আমার মর্তবা লাভের চেষ্টায় আমার বাদশাহর রেজামুন্দিতে কোনো বাধা তৈরি অয়।

মাহফেদ: আহমনার কতা অনেক মূল্যবান আর ভালো। আবার কতা অইবো। দোয়া করি আহমনার ভালো ঘুম অউক।

বানতেক: শুকরিয়া। আহ্মনার জিন্যেও দোয়া।

মাহফেদ: [চাকরের উদ্দিশ্যে] তোমার মালকিনরে যাইয়া কও, আমার শরবৎ তৈয়ার অইলে য্যানো ডাক দ্যায়। আর হেয়ারপর তুমি যাইয়া ঘুমাও। [চাকর চইল্যা যায়] আমার চোহের সামনে এডা কি এ্যাট্টা ছোরা? এর হাতলটা দেহি আমার আতের দিকই চাইয়া রইছে। আও, আমার ছোরা, আমার আতে আও। আরে, আমি তোমারে দ্যাখতে আছি অথচ ধরতে পারতে আছি না! আরে তুমি কি খালি এ্যাক দ্যাহার ছোরা, ধরার না? নাকি তুমি আমার মোনের মৈদ্যের ছোরা বাইরে আইয়া খাড়াইয়া রইছো? নাহ, তোমারে তো খালি ধান্‌রা মোনে অয় না। মোনে তো অয় আমার নিজের ছোরার খাপের মৈদ্য দিয়া বাইর হরার ছোরাডার চাইতেও সত্যিকার ছোরা তুমি। তুমি দেহি দ্যাহাইয়া দেতে আছো আমি কোন পোথে যামু। আমি কি সত্যিই ধানরা দ্যাখতে আছি? নাকি আমার নাক-কান-আত-পাও সবের চাইতে তুমিই বেশি সজাগ দেইখ্যা তুমি আমার চোহেরে যা দ্যাহাইতে আছো ওরা হেয়া আমলে আনতে পারতে আছে না। আমি তো আমার চোহের সীমানাইদ্যা তোমারে সরাইতে পারতে আছি না। আমি সরাইতে পরতে আছি না তোমার ফলা, তোমার হাতল, তোমার গায়েমাহা রক্ত- আমি কিছুই তো আমার চোহের সামনে দিয়া সরাইতে পারতে আছি না! নাহ্ নাহ্ এহানে কোনো ছোরা নাই। এয়া সব আমার জাহান্নামি ভাবনার ফল। হারা দুনিয়া ঘুমাইতেআছে আর হেই সুজুগে সব পিচাশী ভূতপেত্নি মানুগুলানেরে উল্ডাপাল্ডা হপ্পোনে তাবাইয়া মারতে আছে। ভূতুমবুড়ি আর পেত্নীগুলানে হেগো নাখোদা দ্যাবদারে পেসসাদ দিয়া মোনে কয় খুশি হরতে আছে। ঐ সব পেসসাদের জোরে অইলেও, মাডি তুমি তোমার কান বন্দো রাহো, আমার পায়ের শব্দ তুমি হুইন্যো না। মাডি তুমি মনে রাইখ্যো না আপমার পাওগুলান কোন্‌দিক দিয়া কোন্‌দিক যাইতে আছে। আর মাডি তুমি চিৎকার দিয়া দুনিয়াডারে জানাইয়া দিয়োনা যে আমি কোন দিক্ যাইতে আছি। আরে দুত্তোরি, আমি দেহি খালি কতা কইতেআছি, আর কতা কইতেআছি! আরে কতা যত গরম অয়, কাম অতো ঠান্ডা অয়। [ঘোন্‌টা বাজার আওয়াজ] ও, ঐ যে ঘোন্‌টা বাজদেআছে, ঐ যে আমারে বোলায়। আমি যাই, শাহেনশাহ, আহমনে কি হোনতে পাইতেআছেন ঐ যে ঘোন্টা বাজদেআছে- আহমনার আজরাইলে যে ঘোন্‌টা বাজাইয়া দেছে- আহমনে কি হোনতে পাইতে আছেন?

দৃশ্য- ২

[মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাফেদা]

বিবি মাফেদা: যা ওগোরে মাতাল বানাইয়া দেছে, হেইয়াই আমারে পুরা আজদাহা বানাইয়া দেছে; যা ওগো বোহের মৈদ্যে পানির তিরা মিডাইয়া দেছে, হেইয়াই আমার বোহের মৈদ্যে পুরা আগুন জ্বালাইয়া দেছে। কিসের য্যানো শব্দ অইলো। যাউক কিছু না! এ্যাট্টা প্যাচায় ডাকতেআছে। প্যাচাডায় মোনে কয় বাদশাহর আখেরি ঘোনটাডা বাজাইয়া দিয়া গ্যালো। মাহফেদ তো ঐ কামডাই করতে গ্যাছে। মাহফেদের পোথে কোনো বাধাই আমি রাহি নায়। বাদশাহর কামরার দরজা খোলা। দেহরক্ষী মদে আর ভাঙে এ্যামোন বুদ অইয়া রইছে যে হেরা এ্যাহোন নিজেরাই জ্যাতা না মরা বোঝা দায়।

মাহফেদ: কে ওহানে? কিসের আওয়াজ!

বিবি মাফেদা: হায়রে! দেহরক্ষীরা কি মরণ ঘুইমদা জাইগ্যা ওডলো? মাহফেদ কি কামিয়াব অইলো না? কামডা করতে যাইয়া না পারা মাইনি তো মহাবিপদ! না, না। আমি রক্ষীগো ছোরা জাগামতোই তো রাইখ্যা আইলাম। মাহফেদ হে ছোরা না পাইয়া পারেই না। বাদশাহরে তো দেখছি পুরা ঘুম। দ্যাখতে এ্যাক্কারে আমার বাপজানের মতোন মোনে অইতে আলহে। ঐ যে! আমার স্বামী আইছে!! [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ]

মাহফেদ: কামডা আমি কইর‍্যা আইছি। শব্দ হোনছো না এ্যাট্টা?

বিবি মাফেদা: প্যাচার এ্যাট্টা ডাক হুনছি। ঝিঝি পোকের আওয়াজ হুনছি। এই ক্যাবোল কতা কইতে আলহা তুমিই তো?

মাহফেদ: কোন সোমায়?

বিবি মাফেদা: এই ক্যাবোল।

মাহফেদ: নামার সোমায়?

মাহফেদ: আচ্ছা, হোনো। দ্বিতীয় কামরায় ঘুমায় কেডা?

বিবি মাফেদা: শাহজাদা গোলাম নবী।

মাহফেদ: মায়া লাগার মতোন এ্যাক ছবি।

বিবি মাফেদা: মায়া লাগার ছবি! কি সব আবুল-মার্কা কতা কইতে আছেন!

মাহফেদ: এ্যাকজোন ঘুমের মৈদ্যে য্যানো খলখলাইয়া আইস্যা ওডলো। আর এ্যাকজোন চিল্লাইয়া ওডলো- 'খুন- খুন'। মনে অইলো এ্যাকজোন আর এ্যাকজোনরে জাগাইয়া দেছে। আমি খাড়াইলাম, দেহি কি করে। তয় হেরা কি জানো দোয়া হইর‍্যা আবার ঘুমাইয়া পড়লো।

বিবি মাফেদা: ওরা দুইজন এ্যাকসাথে ঘুমাইন্যা।

মাহফেদ: এ্যাকজোনে কইলো- 'আল্লাহ্ রহোম কর'। আর এ্যাকজোনে কইলো 'আমিন'। মোনে অইলো হেরা দেইখ্যা হালাইছে আমার খুনী হাত। আর হেই অবস্থায় হেরা যহোন দোয়ার লগে কইলো 'আমিন', আমি দ্যাখলাম আমার মুখ আইটকা আইছে, আমি 'আমিন' কইতে পারলাম না।

বিবি মাফেদা: কী সব উল্ডাপাল্ডা জিনিস তোমার মাতায় আইটকা যাইতে আছে।

মাহফেদ: কিন্তু কও দেহি, আমার মুখটা আইটকা গ্যালো ক্যা? আমি 'আমিন' কইতে পাল্লাম না ক্যা? 'আল্লাহ, তুমি রক্ষা করো'- দোয়ায় 'আমিন' কইতে পারা তো আমারই সবচাইতে জরুরি আলহে।

বিবি মাফেদা: আরে কি সব উল্ডাপাল্ডা জিনিস দিয়া মাতাডারে লাড়াইয়া লইছেন? আহমনে কি পাগল অইয়া যাইতে চান?

মাহফেদ: আামার মোনে অইলো দূর দিয়া একটা আওয়াজ আইলো- 'আর ঘুমাইয়ো না, মাহফেদ ঘুমরে খুন করতে আছে'। হায়রে ঘুম, মাছুম বাচ্চার মতো ঘুম! যেই ঘুম হারাদিনের গতরখাডা এ্যাট্টা মানষেরে শান্তির রাইজ্যে লইয়া যায়, যেই ঘুম বোহের মৈদ্যে অশান্তি লইয়া ছটফট করা এ্যাট্টা মানষেরে শান্তির রাইজ্যে লইয়া যায়, যেই ঘুম দুনিয়ায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দুইডা দানের এ্যাকটা- হেই ঘুমরে আমি খুন করছি!!

বিবি মাফেদা: আরে আহমনে কীসব উল্ডাপাল্ডা কইয়া যাইতে আছেন!

মাহফেদ: হ, সত্যি কতা! আওয়াজটা য্যানো বাড়ি বাড়ি যাইয়া কইতে লাগলো- 'তোমরা আর ঘুমাইয়ো না। গালামিশার আমির ঘুমরে খুন করছে। আর হেই কারণে খয়রাবাদের আমিরের চক্ষের সব ঘুম চইল্যা গ্যাছে। তোমাগো চক্ষের ঘুমও চইল্যা যাইতে দ্যাও- তোমরাও আর ঘুমাইয়ো না।'

বিবি মাফেদা: কেডা চিল্লাইছে? আহমনে সব ভুয়া হোনছেন। মোহতারেম আমির। আহমনে আহমনার পালোয়ান জীবনডারে ভাইংগাচুইর‍্যা এয়া কি সব আধাপাগোইল্যা কতাবারতা শুরু হরছেন? যান, এট্টু পানি লইয়া যাইয়া আহমনার আতের ঐ সব দাগদোগ ধুইয়া হালান। আর ছোরাডা এহানে লইয়া আইছেন ক্যা? আরে এডা তো ঘুমাইন্যা রক্ষী দুইডার ধারে থাকপে। যান, যান এডার এট্টু রক্তো-রোক্তো ওগো গায় মাইখ্যা এডা ঐ জায়গায় থুইয়া আয়েন।

মাহফেদ: না, না, আমি আর যামু না। যা করছি হেইয়ার দিক চাইতে আমি আর পারমু না।

বিবি মাফেদা: কোনো কাম করতে যাইয়া এ্যামোন পুতুপুতুও আহমনে! দেন, ছোরাডা আমাড্ডে দেন। এ্যাট্টা মরা মানু আর এ্যাট্টা ঘুমাইন্যা মানু কি এ্যাট্টা ছবির চাইতে বেশি কিছু? যে পোলাপানে ভূতের ছবি দেইখ্যা ভয় পায় আহমনে তো দেহি হেয়ার চাইতেও ডরপাদগুরা। আমি যাইতে আছি। আমি যদি দেহি হের গা দিয়া এ্যাহোনো বাইরাইতে আছে রক্ত, তয় হেই রক্ত আমি রক্ষীগুলার নাকমুহে

মাইখ্যা থুইয়া আমু। যাতে কামডা হেরা করছে বইল্যা আরও শক্তভাবে বোঝা যায়।

মাহফেদ: ঐ শব্দডা কোতায় অইতেআছে? এ কি যে অইলো! এ্যাতোড়ু শব্দ কোনো জাগায় অইলেই আমি এই রহোম আঁইতকা উডি! আরে, এ আমার ক্যামোন রক্তেমাহা হাত। আমার চউখ আমার এ্যামোন আত বরদাশত করতে পারতে আছে না। সাগরের সব পানি দিয়াও কি আতের এই দাগ আমি উডাইতে পারমু? না, পারমু না। আরো উল্ডা আমার মোনে অয় আমার আমার আতের এই লাল সাগরের তামাম নীল পানিডারে লাল বানাইয়া দেবে- রক্ত বানাইয়া দেবে। [মঞ্চে ঢোকপে- বিবি মাফেদা]

বিবি মাফেদা: দ্যাহেন, আমার আতেও এ্যাহোন আহমনার আতের রঙ। কই, আমি তো হেয়া লইয়া আহমনার কায়দায় ডরপাদগুরার নাহান চিল্লাইয়া মারতেআছি না। [বাইরে কয়রা লাড়ার জোর শব্দ] বাড়ির দক্ষিণ দিকটায় তোরণে এ্যাট্টা ডাহাডাহির শব্দ পাওয়া যাইতে আছে। লন, আমরা আমাগো কামরায় যাই। এট্টু পানি দিয়া আয়েন এয়া সব ধুইয়া হালাই। দ্যাখছেন কত সোজা এ্যাকখান কাম! আহমনার চেহারাডায় অতো ছটফট ভাব ক্যা? চেহারাডা এট্টু ঠিক করেন। [জোরে কয়রা লাড়ার আওয়াজ] দ্যাহেন, বাইরের বড় দরজায় কয়রা লাড়ার শব্দডা আরো বাড়লো মোনে অইতে আছে। লন, আমরা রাইতের পোশাকটা গায় দিয়া লই। যদি বাইর অওয়া লাগে তয় মানের সামনে তো বুঝান লাগবে যে আমরা ঘুমে গোনে উইড্যা আইছি। আর দ্যাহেন, আহমনে ঐ ঘোরের মৈদ্যেইদ্যা বাইরায়েন। আহমনারে দ্যাখলে এট্টুও স্বাভাবিক মোনে অইতে আছে না।

মাহফেদ: স্বাভাবিক অইয়া আমি কি কামহান করছি হেয়া বোঝার চাইতে চিরকাল ঘোরের মৈদ্যে থাকতে পারলে আমার অনেক ভালো অইতে! [তোরণে অনেক আওয়াজ] কর্, তোরা আরও আওয়াজ কর্। সবচাইতে ভালো অয় যদি এই আওয়াজ দিয়া তোরা শাহেনশাহ দাদ হোসেনরে হজাগ কইর‍্যা হালাইতে পারোস!

দৃশ্য- ৩

দারোয়ান: মালুম অয়, এ্যাট্টা কয়রা লাড়ার আওয়াজইতো অইতেআছে! জাহান্নামের দরজায় দারোয়ান অওয়া মাইনি তো অইলো চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বুইড়্যা অইয়া যাওয়া। [কয়ড়া লাড়ানের জোর আওয়াজ] লাড়াও, লাড়াও, জোরে লাড়াও। শয়তান আহুরামজাদার কোনো চ্যালা আইছে মোনে কয়, জাহান্নামে ঢোকপে হইর‍্যা। এডা মোনে কয় এ্যাক জমিওয়ালা, বেশি পাওয়ার আশায় গলায় দড়ি দেছে দেইখ্যা কপালে জাহান্নাম অইছে, আও, আও। লগে গামছা-গুঞ্জিগুলান সব আনছো তো? এজাগায় কৈলো অনেক গরম, অনেক ঘাম, মোছপাআনে কি

দিয়া? [কয়রা লাড়ার আওয়াজ] আবারও আওয়াজ? এইডা আবার কোন্ শয়তানের চ্যালা? মোনে অয় এইডা কোনো চুয়াবালি মৌলবি যে কেতাবের তাবির আর তাফছির সব একফির দেতে এই দিক দিয়া, আর সুবিদামতো ঘুরাইয়া পরের ফির দেতে উল্ডা দিক দিয়া। আছমানি কতার এ্যাতো তাবির-তাফছির দ্যাওয়ার পরও হের নামে ল্যাহা অইছে দোজখ। আও, আও, দোজখ খোলতে আছি, তুমিও আও। [কয়রার আবার জোর আওয়াজ] আবার কেডা? এইডা মোনে কয় কোনে বাঘেরাইট্যা দর্জি। গোপালগইঞ্জা বাবুর পায়জামা বানাইতে দ্যাওয়া কাপুইরদা ওবোরাডু মাইর‍্যা দেছে দেইখ্যা কপালে দোজখ ল্যাহা অইছে। আও, আও, বাবা দরজিওয়ালা, কাপুর ইস্ত্রি দ্যাওয়ায় লোয়ার তাওয়াডু এ জাগায় তুমি সুন্দার গরম হরতে পারবা, আও। [কয়রার আরো আওয়াজ] ওরে আল্লাহ, এয়া কি আল্লাহ তোমার বাপের বয়সেও থামবে না? আইতে আছি তো! এ্যাহোন এ্যাতো গরজ, তাহার দরজা খোলার পর তো দুইডা টাহা বখশিসও ঠিকমতো দেবানানে। [মঞ্চে ঢোকপে মাজদাফ ও লেনোছ মিয়া]

মাজদাফ: ঐ মিয়া, রাইতে ঘুমাইতে যাইতে যাইতে অনেক দেরি অইছে, না? আর হেই জিন্যেই ওঠতে এ্যাতো দেরি?

দারোয়ান: হুজুর, কাইল তো এট্টু খানাপিনা আলহে। রাওয়ার দুই বাগ পর্যন্ত তো হেইতেই গ্যাছে। আর বোজেনই পিনাডা এট্টু বেশি অইলে তিনহান সোমেস্যা আইয়া খাড়ায়।

মাজদাফ: তিনহান কি কি সোমেস্যা?

দারোয়ান: বিবি মরিয়মের কিড়া যদি ভুল কই, হুজুর। তিনহান সোমেস্যা অইলো গিয়া এ্যাক নোম্বোরে নাকখানা লাল অইয়া ফুইল্যা যাওয়ার মতো ভাব অয়, দুই নোম্বেরে ঘুমে চৌখ খোলতে না পারার মতো অবস্থা অয়, আর তিন নোম্বোরে পেশাবের বেগ খালি আইতেই থাহে আর আইতেই থাহে। হুজুর, এই সুরা-শরাবের বড় যন্তোণাডা অইলো এডায় খায়েশটা জাগায় আবার লগলগ খায়েশটারে পাছরাইয়া মাইর‍্যা হালায়। এই সুরা-শরাবে খায়েশটা জাগায়, কিন্তু খায়েশটা মিডাইতে গ্যালে দ্যাহা যায় মর্দামিতে কোনো জোরই পাওয়া যায় না। হেই জিন্যেইতো হুজুর, এয়া এট্টু বেশি গলায় ঢালা মাইনি অইলো খায়েশের লগে এ্যাট্টা মশকরা। এডা খায়েশটারে জাগাইয়া আবার ঘুম পড়াইয়া দ্যায়, এডা বাঁচায় আবার লগলগ মাইর‍্যা হালায়- এডায় আশাডা জাগাইয়া লগলগ আশাডারে টাইন্যা লইয়া যায়। হুজুর, শ্যাষ কতা অইলো এডায় নাগোরের ঘুমের গর্তে হালাইয়া থুইয়া চইল্যা যায়।

মাজদাফ: কাইল রাইতের ঘুম তোমারে হেই কায়দায় আখেরি ঠ্যালাডা দিয়া গর্তে হালাইয়া থুইয়া গ্যাছে?

দারোয়ান: এ্যাক্কারে ঠিক কতা, হুজুর। তয় আমি কৈলো অল্পের মৈদ্যেই ঠ্যালাডা উল্ডাইয়া ওরে দিয়া দিছি। দ্যাহেন সোমায়ের আগেই এই গর্তে গুইন্দা উইড্যা খাড়াইয়া গেছি।

মাজদাফ: তোমার মনিবেরে কি ওঠতে দ্যাখলা? [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ]

লেনোছ মিয়া: সালাম, হুজুর, সালাম।

মাহফেদ: ওয়া আলাইকুম সালাম।

মাজদাফ: শাহেনশাহ কি ওডলেন?

মাহফেদ: না, এ্যাহোনো ওডেননায়।

মাজদাফ: শাহেনশাহর উকুম আলহে- আমি সোমায়মতো য্যানো আইয়া আজির অই। আমার সোমায় এট্টু বেশিও অইয়া গ্যাছে।

মাহফেদ: লন্, আমি আহমনারে শাহেনশাহর কামরায় লইয়া যাই।

মাজদাফ: আমি জানি আহমনারে কষ্ট দেতে আছি। আবার এডাও জানি শাহেনশাহর ধারে পুছাইয়া দ্যাওয়ার এ কষ্টে আহমনার আনন্দও আছে।

মাদাফেদ: যে মিন্নাতে আনন্দ থাহে হে মিন্নাত কষ্ট আরো দূর হরে। এই যে, এইডাই শাহেনশাহের কামরার দরজা। [মাজদাফ মঞ্চের বাইরে যায়]

মাজদাফ: বেয়াদবি অইলেও বাদশাহরে জাগানের জিন্যে আমার ডাকই দিতে অইবে, কারন এইডাই আমার দায়িত্ব।

লেনোছ মিয়া: শাহেনশাহ কি এহাইনদা আইজই রুখছত লইবেন?

মাহফেদ: শাহেনশাহর রোজনামায় এ্যমোনডাই মুসাবিদা আছে বইল্যা আমি জানি।

লেনেছ মিয়া: রাইতটায় বড় ঝড়-ধাবাড় গ্যাছে। আমরা যে ঘরে আলহাম হে ঘরে চিমনির চুঙাডা ধাবাড়ে ভাইঙ্গা পইড়্যা গ্যাছে। মানষেরে বলাবলি করতে হোনলাম, রাইতে বোলে হেরা এ্যাকটানা কান্দনের আওয়াজ হোনছে অনেকখুন। অনেক গোর্দাগুর্দি আর বরদোয়ারার চিল্লাচিল্লি বোলেও হোনা গ্যাছে ম্যালা। এ্যাট্টা প্যাঁচায় ডাকছে হারা রাইত। কেউ কেউ তো এয়াও কয় যে হারা দুন্যইডা মোনে অইছে জ্বরের মৈদ্যে কোহাইছে আর কাপছে হারা রাইত।

মাহফেদ: আসলেই রাইতটা বড় আউলা-ঝাউলা এ্যাকটা রাইত আলহে।

লোনেছ মিয়া: আমার জীবনে এ রহোম রাইত দেখছি বইল্যা আর মোনে পড়ে না। [আবার ঢোকপে মাজদাফ]

মাজদাফ: আল্লারে , খাইছেরে, এ আমি কি দেখছি! আমি যা দেখছি হেয়া মোহে কওয়ারও না আর মোনে আনারও না।

মাহফেদ ও লেনোছ মিয়া: কী অইছে? মাজদাফ মিয়া, কী অইছে কন।

মাজদাফ: এয়ার চাইতে মারাত্মক আর কিছু অওয়ার নাই। দুনিয়ার সবচাইতে বর্বর খুন অইছে আইজ এইহানে। শাহেনশাহ খুন অইছেন, খুন।

মাহাদেফ: কী কন? শাহেনশাহ খুন!

লোনেছ মিঞা: আহমনে কইতে আছেন, বাদশাহ দাদ হোসেন খুন?

মাজদাফ: যান, চউখ দুইডারে মাডি দিয়া যাইয়া নিজেই দ্যাহেন। আমারে আর কিছু জিগাইয়েন না। নিজে দ্যাহেন- আর হেইয়ার পর নিজেই কন কী দ্যাখছেন। [মঞ্চের বাইরে যায় মাহফেদ ও লেনোছ মিয়া] দুন্যাইর মানু সব মরোইন্যা ঘুম দিয়া ওডো। মহলের নাকাড়াডা যদ্দুর পারো লাড়াও। খুন অইছে খুন। বেইমানের আতে খুন। বানতেক, গোলাম নবী, মাখতুম সবাই ওডেন, আল্লারাস্তে ওডেন। মরনের শায়মানা গায়ে গোনে হালাইয়া থুইয়া ওডেন। উইড্যা কেয়ামতের ছবি দ্যাহেন। লাগলে কয়বোরে গোনে বেরমোদৈত্য অইয়া উইড্যা কেয়ামতের ছবি দ্যাহেন। [মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাফেদা]

বিবি মাফেদা: আল্লা কি অইলো? এ্যাতো শোরগোল ক্যা? এ্যামোন পাগলা ঘোনটা বাজাইয়া সবের ঘুম ভাঙাইতে আছে, কী অইলো?

মাজদাফ: মোহতারেমা বিবি মাফেদা, যা অইছে হেয়া আহমনার কানে বরদাশত করার মতো ঘটনা না। কোনো মায়ের জাতের কানে এই খবর দেলে হের উস ঠিক রাহা কঠিন আছে। [মঞ্চে ঢোকপে বানতেক] বানতেক, মোহতারাম বানতেক, আমাগো শাহেনশাহ খুন অইছে, খুন।

বিবি মাফেদা: ও আল্লা, এ কি হুনাইলা! আমার মহলে বাদশাহ খুন!

বানতেক: বাদশাহ খুন! এয়া আহমনে কী কন! মাজদাফ মিয়া আহমনে কি কন? আহমনে ভুল কইছেন। এয়া অইতে পারে না, মাজদাফ মিয়া এয়া অইতে পারেনা। [মঞ্চে ফির‍্যা আয় মাহফেদ ও লেনোছ মিয়া]

মাহফেদ: এই কেয়ামতের এ্যাক ঘোন্টা আগেও যদি আমার মউয়াত আইতো ভাবতাম জীবনডা বড় ভালো কাডাইছি। এইয়া দেইখ্যা হেয়ারপর বাইচ্যা থাহার মাইনি কি? আর কোনো মাইনি নাই। এ্যাহোন আমি চতুর্দিক যা দ্যাখতে আছি সব মোনে অইতেছে পোলা পানের খ্যালার ঝুনঝুনি আর আইচা-বাডি। দুন্যইদ্যা সব মানুজোন আর হেয়ার সব মানমর্তবা, প্রেম-মহব্বত সব এ্যাক লহমায় নাই অইয়া গ্যাছে বইল্যা মোনে অইতে আছে। মোনে অইতেছে শরাবটু চুমুক দিয়া টাইন্যা লইয়া খালি বোতলডা কেডা য্যানো পাক্কা মাইর‍্যা হালাইয়া থুইয়া গ্যাছে। দুনিয়ায় এ্যাহোন ঢোল পিডাইয়া জানানের মতো আছে খালি কান্দন আর নেয়াস।

গোলাম নবী: কি অইছে?

মাহফেদ: যা অইছে সব আহমনারই অইছে। কষ্ট যে আহমনে এ্যাহোনো জানেন না কি অইছে। আহমনার রক্তের ধারা যে জায়গা দিয়া আওয়ার হেই জাগার রক্তের চলাচল বনদো অইয়া গ্যাছে।

মাজদাফ: আহমনার আব্বাজান শাহেনশাহ দাদ হোসেন খুন অইছেন- খুন!

মালতুম: কে করতে পারে আমার বাবারে খুন!

লেনোছ মিয়া: মোনে তো অইতেআছে হের দেহরক্ষীরাই এই কাম করছে। হেগো আতে, নাহেমুহে রক্তের দাগ, হেগো ছোরা রক্তে মাহা। রক্তমাহা ছোরা আমরা বাদশাহর বালিশের ধারেই পাইছি। ওগো চেহারায় দেখছি ক্যামোন আউলা ঝাউলা ভাব। কোনো মানুষের জীবনই মোনে অয় ওগো আতে নিরাপদ অইতে পারে না।

মাহফেদ: আমি আমার রাগ সামলাইতে পারি নায়। ঐ হারামজাদা দুইডারে আমি খতম কইর‍্যা দিছি।

মাজদাফ: এইডা কি করলেন?

মাহফেদ: আরে কইয়েন না। ঐ রহোম নেমোকহারামের দিক চাইয়া মাতাডা ঠান্ডা রাহে ক্যামনে? শাহেনশাহর উপ্‌রে আমার ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসার কতা তো আহমনরা জানেন। ঐ ভালোবাসায় অন্ধ অইয়াই আমি পিরতিশোধ লইয়া হালাইছি্। কাজির যুক্তিতক্কো আর আদালতি বিচার এই সবের জিন্যে বার চাইতে আমি পারি নায়। দ্যাহেন কি রহোম পইড়্যা রইছে আমার বাদশাহ! হের রুপার মতো গায়ের চামড়া কী রহোম রক্তে জড়াজড়ি অইয়া রাইছে। হের গায়ের জহোমহান মনে অইতেছিল এ্যাকখান শান্ত জমিনে এ্যাকখান নির্দোষ চ্যালা, যে চ্যালা দিয়া ঢোকছে খোদ আজরাইল। আর হেই দৃশ্যের পাশে যহোন দ্যাখলাম এই নেমোকহারাম শয়তান দুইডা রক্তমাহা দেহ লইয়া মদের ঘোরে হুইয়া রইছে, তহোন ক্যাম্নে পারি আমি ঐ দুইডারে আছ্‌তা থুইয়া ঐ জাগাইদ্যা বাইরাইয়া আইতে? বাদশাহর জিন্যে আমার মহব্বত হেই সুজুগ আমারে দ্যায় নায়।

বিবি মাফেদা: তোমরা কেউ আমারে ধর! আমি পইড়্যা যাইতে আছি।

মাজদাফ: এই তোমরা মোহতারেমারে ধর।

মালতুম: [গোলাম নবীর উদ্দিশ্যে] আমরা চুপ রইছি ক্যা? যা অইছে হেয়ার সব কতাও আমাগো, হেয়ার সব কান্দনও আমাগো। হেয়ার পরও আমরা চুপ ক্যা?

গোলাম নবী: [মালতুমের উদ্দিশ্যে] এ্যামোন এ্যাক মহল যেহানে কেউ জানে না মউয়াত কোন্ কোনাকাঞ্চি আর ঘুপটিদ্যা বাইরায়, হেহানে মোরা কি কমু? চল, হেয়ার চাইতে এই জাহান্নামি মহল দিয়া মোরা তরতরি পালাই। এ্যাহোন মোগো কানলে চলবে না।

মালতুম: আমাগো কান্দন এ্যাতো বড় আর ভারী যে আমাগো অন্তরের এই ভাঙ্গা পাডাতোনে এ্যাহোনই হেয়ার লইড়্যা ওডার সুযোগ নাই।

বানতেক: মোহতারেমা বিবি মাফেদারে তোমরা ধর। [বিবি মাহফেদারে ধরাধরি কইর‍্যা লইয়া যায়] আমাগো খোলাম্যালা যিডু আড়ালে আশ্রয়ে না নেতে পারা পর্যন্ত বিপদ কাটছে বইল্যা কওয়া যায় না হেইডু নিরাপদ জাগায় নেতে পারার পর আমাগো এ্যাক জায়গায় বইয়া এই ঘটনা লইয়া আগাপাছতলা কতাবারতা কইতে অইবে। এই মুহূর্তে ভয় আর সন্দেহ আমাগো পুরো ঝাহাইয়া লইছে।

আল্লায় আমাগো রক্ষা করুক। আল্লাহর নাম লইয়াই এই বেইমানির বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে নামতে চাই।

মাজদেফ: আমারও এইডাই ইচ্ছা।

সবাই: তয় সবাইই এই কায়দায় আউগাই।

মাহফেদ: হ, আমাগো বিপদে হিম্মত-ওয়ালা মানষের মাতো এ্যাহোন কাম করতে অইবে। পরে আমরা এ্যাকলগে বমু ঠিক করমু কি করা যায়।

সবাই: আমরাও এইডাই কইতে চাই। [মালতুম ও গোলাম নবী ছাড়া সবাই মঞ্চের বাইরে যায়]

মালতুম: তুমি কী হরতে চাও? আমার মোনে কয় এগো লগে মিল্যা আমাগো কোনো লাভ নাই। দ্যাহানের জিন্যে কান্দা বেশ সোজা কাম। এরা হেডা খুব ভাল পারতে আছে। আমি শাহবাজমুল্লুকের বাইরে বাঘারপুরের দিক রওয়ানা দেতে চাই।

গোলাম নবী: আমিও পালাইতে চাই, তয় এ্যাক দিক না। আমি যাইতে চাই চরভুলুয়ার দিক। কোনো শিকারী আমাগো দুইজনরে যাতে এ্যাক জাগায় না পায় হেইডাই এ্যাহোন চিন্তায় আনা উচিত। যে যত রক্তে যতো আপন হে-ই ততো রক্তখেকো অইয়া ওঠতে আছে, কেউরে বিশ্বাস নাই।

মালতুম: ওগো জানখতম করা তীর এ্যাহোনো আমাগো দিক ছোড়ে নায়, ঠিক। তয় ছোড়তে কতকুন? সুতরাং চলো আমরা ঘোড়া ছুডাই। এগো ধাইরদা বিদায় লওয়ার কিছু আছে বইল্যা আমার মোনে অয় না। ভাগাই ভালো, যেহেতু এগো দরদে-মহব্বতে আমাগো কোনো ভাগ আছে বইল্যা আমার আর মোনে অয় না।

দৃশ্য - ৪

এ্যাকজোন বুড়া: বয়স তো তিনকুড়ি দশ বছ্ছোর অইলো। এই তিন কুড়ি দশ বছছোরে উল্ডাপাল্ডা সোমায় আার ঘটনা এ্যাক্কেবারে কোম দেহি নায়। তয় কাইলগো রাইতের নাহান বেসামাল ভয়ের রাইত আমার জীবনে আর দেহি নায়।

রসু মিয়া: চাচা মিয়া, কতাডা ঠিকই কইছেন। এ কতা তো বুড়াবুড়িরা কয়ই যে জমিনে উল্ডাপাল্ডা কিছু অইতে গ্যালে হেয়ার লইগ্যা ভয়ের নিশান আল্লায় আছমানে দ্যাহাইয়া দ্যায়। দ্যাহেন আল্লায় কি রহোম দ্যাহাইতে আছে। ঘড়িতে কয় যে এ্যাহোন পুরা দিন আর জমিনে দ্যাহেন রাইতের ব্যারাগোরা ভাইঙ্গা সুরুজটা মোডে বাইরাইতেই পারতে আছে না। দ্যাহেন আল্লায় কৈলো বুজাইতে আছে যে এ্যমোন এ্যট্টা কিছু অইছে যাতে হয় দিন লজ্জা পাইয়া মুখ দ্যাহাইতে আছে না, নয় রাইতের মাইরধইর খাইয়া দিনডায় কোনহানে পলাইয়া রইছে।

বুড়া: ঐ খুনডায় দিনদুন্যইতে যে কি নামবে হেয়া আল্লায় দ্যাহাইতে আছে। গত মোঙ্গোলবার দেখছি এ্যাকটা চিল ওড়তে ওড়তে যহোন পুরা বিমান ধরছে, হেই সোময় হেই জায়গায় যাইয়া এ্যাট্টা প্যাচায় চিলডারে মাইর‍্যা হালাইছে।

রসু মিয়া: বাদশাহ দাদ হোসেনের আরব দেশি তাজীর মতো ঘোড়াগুলান দড়ি হির‍্যা ক্যামোন ছেরহের নাহান অইয়া গ্যাছে। মোনে কয় ঘোড়াগুলানেই য্যানো হারা দ্যাশের বেইমান মানুষগুলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাইম্যা গ্যাছে।

বুড়া: হোনলাম ঘোড়াগুলান বোলে পাগোলের নাহান অইয়া এ্যাট্টায় আর এ্যাট্টার লগে কামড়াকামড়ি পর্যন্ত শুরু হরছে।

রসু মিয়া: সত্যি কতা। এ্যামোন দৃশ্য আমি জীবনে দেহি নায়। [মাজদাফের আগমন] এই যে জমিদার মাজদাফ মিয়া অইতে আছেন। হুজুর, দুনিয়ার খবরাদি কন দেহি, এট্টু হুনি।

মাজদাফ: হোনবা আর কি? দ্যাখতেই তো পাইতে আছো।

রসু মিয়া: এ্যাহোন পর্যন্ত কি ঠিক মতো জানা গ্যাছে যে এই কপালপোড়া কামডা করছে কেডা?

মাজদাফ: ক্যা, ঐ শয়তান দুইডায়, যে দুইডারে আমির মাহফেদ খতম করছে।

রসু মিয়া: কী মর্মান্তিক! এইয়া হইর‍্যা ওরা কি যে পাইতে চাইলহে আল্লা মালুম।

মাজদাফ: আসলে তো ওরা করে নায়। কেউ টাহা দিয়া ওগোরে দিয়া করাইছে। শাহজাদা মালতুম আর গোলাম নবী পরদিন ব্যান হইতেই পলাইন্যা দেইখ্যা মানষে তো কওয়া-বলা করতে আছে যে কামডা শাহজাদারাই করাইছে।

রসু মিয়া: কী সব উল্ডা পাল্ডা কতা! এ্যামোন রহোম কি কোনো খায়েশ অইতে পারে যা দিয়া কোনো মানুষ হের নিজের জীবনের রক্ত আয় যে নাড়ী দিয়া হেই নাড়ির গোরাইদ্যা কাইড্যা হালাইবে? এ্যাহোন যা অবস্থা বাদশাহর দায়িত্ব মোনে কয় আমির মাহফেদেরই ন্যাওয়া লাগবে, না?

মাজদাফ: হের নাম তো ঘোষণাই অইয়া গ্যাছে। খালি হেয়া না, ছুলতানী মসজিদে খুতবায় পরের জুমায় হের নামও কওয়া অইবে।
রসু মিয়া: বাদশাহ দাদ হোসেনের লাশের দাফন কাফনের কদ্দুর কি?
মাজদাফ: লাশ দাফনের জিন্যে বাদশাই গোরস্থান খোশবাগে ন্যাওয়া অইছে। হেহানে হের বাপদাদার পাশে হের জিন্যেও জাগা রাহা আছে।
রসু মিয়া: আহমনে ছুলতানি মসজিদের হেই খুতবায় থাকপেন?
মাজদাফ: না জনাব, আমার এট্টু ফয়রাবাদ যাওয়া লাগবে।
রসু মিয়া: আমি তয় মসজিদে থাহার নেয়াইত করি, না কি কন?
মাজদাফ: খুবই ভালো কতা, আহমনে থাহেন। সব সুসার মতো অউক। আমাগো নতুন জামা পুরান জামার মতোই ঠিক মতো গায়ে লাগুক, দোয়া করি।
রসু মিয়া : [বুড়ার উদ্দিশ্যে] বিদায় , বাবা।
বুড়া: আল্লায় আহমনাগো রহোম করুন। আল্লায় রহোম করুক ঐ সব মানুষেরে যারা মোনদোরে ভালো বানাবার চেষ্টা হরে, যারা শত্তুরেরে দোস্ত বানাইতে চেষ্টা হরে।

অংক ৩

দৃশ্য-১

[ফোরেছিয়ার শাহীমহল, মঞ্চে ঢোকপে বানতেক]

বানতেক: তোমার তো এ্যাহোন সবই অইলো। ভূতুমবুড়িরা যা যা কইছিলো- শাহবাজ মুল্লুকের বাদশাহ, খয়রাবাদ ও গালামিশার আমির সবই তো তুমি অইলা। তয় আমার মোনে কয় বাদশাহ অওয়ার জিন্যে তুমি বড় হারামজাদা কায়দার চক্রান্ত এ্যকখান করছো। অবইশ্যো বুড়িরা যা কইলহে হেতে বাদশাহ তুমি অইলেও তোমার পোলাপানের কেউ এই লাইনে জাগা পাইবে না। বরং ঐ লাইন আমার। আগামী বাদশাগো বাবা আমি। আর হেইয়ার পর হইতে বাদশাহর পুত্রগো বাদশা অওয়ার লোমফা ধারা। বুড়িরা যা কইছে হেয়া যদি সত্যিই অয়- তোমার বেলায় সত্যি যে অইয়া গ্যাছে হেয়া তো দ্যাহাই যায়- তয় আমার এ্যামোন আশা হরতে দোষ কোতায়? তয় যাউক এ সব লইয়া এ্যাহোন চুপ থাহাই ভাল। [বাদশাহর দরবারে আওয়ার বাজনা, মঞ্চে ঢোকপে বাদশাহর পোশাকে মাহফেদ, রানীর পোশাকে বিবি মাফেদা, জমিদার লেনোছ মিয়া ও রসু মিয়া]
মাহফেদ: আইজ এই দরবারের মেহমানে আজম আমার দোস্ত মোহতারেম বানতেক।

বিবি মাফেদা: মেহমানে আজম মোহতারেম বানতেক না থাকলে আমাগো এ মজলিসে এ্যাট্টা বড় ফাক থাইক্যা যাইতো।

মাহফেদ: বেগম সাহেবা ভালো কতা মনে হরছেন। সবাইরে আমরা এহানে দাওয়াত জানাইতে চাই- আইজ রাইতে আহমনাগো সম্মানে আমি আমার শাহী মহলে ছোডখাডো এ্যাট্টা মেহমানদারির আঞ্জাম দেতে চাই। আহমনাগো সবাইর তশরিফ আমাগো অন্তরের আরজু।

বানতেক: জাহাঁপনা, আহমনার হুকুমই আমার দায়িত্ব। আর হেই দায়িত্ব পালনই আহমনার আমার রেশতার বান্ধোন।

মাহফেদ: আহমনে কি আইজ বিয়ালে ঘোড় সওয়ারে বাইরাইবেন কোনো?

বানতেক: জে, জাহাঁপনা।

মাহফেদ: আহমনার লগে এট্টু বইতে চাইলহাম। আহমনার পরামিশ আমার সব সোময় কিমিয়াত ও খাইরিয়াত মোন অইছে। যাউক আইজ না অয়, কাইল এট্টু বইলাম। আহমনে কি অনেক দূরে কোতাও যাইবেন?

বানতেক: এইতো, বিয়ালে যাইয়া রাইতে আহমনার মেহমানদারিতে ফির‍্যা আওয়ার সোমায়ের মৈদ্যে যদ্দুর যাওয়া যায়।

মাহফেদ: দ্যাহেন, রাইতের আয়োজন কোনোভাবে আহমনারে বাদ দিয়া কিন্তু অইবে না।

বানতেক: জাহাঁপনা কোন রহোম গড় হাজিরা অইবে না, ইনশোয়াল্লাহ।

মাহফেদ: হোনলাম আতে রক্তের দাগ লইয়া আমাগো শাহজাদারা এ্যাকজোন বাঘারপুর আর এ্যাকজোন চরভুলুয়ায় যাইয়া ওঠছে। তয় হেহানে হেরা কয়নায় যে কি কাম হেরা কইর‍্যা গ্যাছে। বরং হেহানে হেরা নতুন গাল-গপ্পো বানাইয়া অনেক কইছে। যাউক এয়া ছাড়া ও রাষ্টের আরো কতা আছে কাইল এক জাগায় নিরিবিলি অইয়া কমু। তো ঠিক আছে। ঘোড়া তৈয়ার কইর‍্যা আহমনার এনতেজারে রাহা অইছে মোনে কয়। ফেলায়েছও কি আহমনার লগে যাইতে আছে?

বানতেক: জে , জাহাঁপনা। এবার তাইলে রওয়ানা দেলাম।

মাহফেদ: তো ঠিক আছে। দোয়া করি ঘোড়াগুলান তেজী পায়ে বিয়াইল্যা ঘোরাঘুরিডা মজাদার করতে সাহাইয্যো করুক। খোদা হাফেজ। [বানতেক মঞ্চের বাইরে যায়] সন্ধা সাতটা পর্যন্ত আহমনারা যে যার মতো মশগুল থাহেন। আহমনাগো লগে বিয়ালে এ্যাট্টা সুন্দর সোমায়ের আঞ্জামে আমিও বিদায় নেতে চাই। কাজেই সন্ধা পর্যন্ত সবাইরে বিদায়। [একজন খেদমতগার বাদে সবাই মঞ্চের বাইরে যায়, খেদমতগারের উদ্দিশ্যে] বাইরে কি কিছু মানু আমার এন্তেজারে?

খেদমতগার: জে জাহাঁপনা, মহলের দরওয়াজার বাইরে কিছু মানুষ আহমনার এন্তেজারে আছে।

মাহফেদ: ওগো এহানে লইয়া আও। [খেদমতগার বাইরে যায়] এই বাদশাই কিছুই না, যদি না ব্যবস্থাডা কায়েমি অয়। আমাগো বড়ো ভয় অইলো বানতেক। বানতেকের দরাজদিল ইসানিয়াত আর সিংহের মতো ভয়-না-পাওয়া কইলজা আমার বড় ডরের জায়গা। এইয়াই শ্যাষ না। বানতেকের দূরদর্শী বুদ্ধি হের সাহস আর পালোয়ানের মতো শক্তিরে যে খ্যামোতায় চালায় হেই বুদ্ধিও আমার জিন্যে এ্যাক ডরের জায়গা। এই তল্লাটে আমার ভয়ের কেউ থাকলে হেয়া এই একমাত্র বানতেক। রোমের বাদশাহ সিজারের বুদ্ধি আর ইনসানিয়াতের সামনে আন্তোনির অবস্থা য্যামোন আলহে, বানতেকের হোমহে আমার অবস্থাও হেইরহোম। বানতেক হেই ভাইগ্যো-কওয়া ভগিনীগো লগে যহোন এট্টু রাগ অইয়া কতা শুরু হরলো ওম্মে হেরা ভাইগ্যোডা টাইন্যা দেলে বানতেকের দিক। হেরা পুরা পয়গামের কায়দায় কইলো- 'তুমি রাজা অবা না, তয় তুমি অবা রাজাগো বাপ আর রাজাগো বাবেগো বাপ। তয় আর আমার জিন্যে থাকলেডা কি? আমি আটকুরা বাদশাহর নাহান এ্যাট্টা রাজমুকুট মাতায় ধইর‍্যা বইয়া রইছি। ক্যামোন বেশ্যা জুইতের এ্যাক রাজমুকুট- যেডার আওলাদ ফরজোনদো সব আর এ্যাক মানষের সোংসারে। মাইনি অইলো গিয়া আমি এই সব পাপ তাপ সব করছি বানতেকের মাইয়া পোলার জিন্যে! বানতেকের পোলার জিন্যে আমি বাদশাহ দাদ হোসেনেরে খুন করছি! আমার নিরিবিলির শান্তির গায়ে আগুন দিছি বানতেকের পোলার জিন্যে! মরনের পরেও যে পরম দোস্তরে আমার লগে লইয়া থাহা লাগবে হেই পরম-আত্মারে আমি শয়তানের আতে আওলাত দিয়া দিছি বানতেকের পোলার জিন্যে! বানতেকের পোলা আর হেইয়ার পোলাগো রাজা বানানের জিন্যে আমার এ্যাতো খায়েশ! না কপালে যা আছে অইবে, লাগলে কপালের লগে যুদ্ধ হরমু- তৌমো এয়া আমি অইতে দিমু না। কে? কে ওহানে? [খেদমতগার দুই ভাড়াইট্যা খুনী লইয়া মঞ্চে ঢোকপে। খেদমতগারের উদ্দিশ্যে] যাও, আমি না বোলান পর্যন্ত দরজার বাইরে অপেক্ষা কর। [খুনীর উদ্দিশ্যে] গতকাইল তোমাগো লগে কতা অইলহে, তাই না?

খুনী-১: জে জাহাঁপনা।

মাহফেদ: কও দেহি, আমার কতাগুলান কি ভাইব্যা দ্যাখলা? এ্যাহোন কি মোনের মৈদ্যে একিন আইছে যে তোমাগো বদনছিবের কারণ আমি না, ঐ কারণ পুরাপুরিই বানতেক? আমিতো পেরমান দ্যাহাইলাম। দ্যাহাইলাম কি কায়দায় ভুয়া দিয়া তোমাগো মরনের পারে নিয়া ছাড়ছেলে বানতেক। যে পেরমানাদি দ্যাহাইলাম হেতে কোনো গাধার ধারেও আর অস্পষ্ট থাহে না যে এই কাম পুরাডাই বানতেক করছে।

খুনী-১: আহমনে আমাগো পুরা বিষয়ডাই জানাইছেন।

মাহফেদ: ঐ কতাগুলানের পরের কতা যেডা আইজ তোমাগো লগে কইতে চাই হেডা অইলো আমি জানতে চাই তোমরা মানুষের চাইতে উপ্‌রের কোন ফেরেস্তা জাতীয় কিছু কিনা যারা এ্যামোন কোনো কিছুতেই কোনো বদলা ন্যাওয়ার কতা ভাবে না? কোরান হাদিসের এলেম তোমাগোরে এ্যামোন কোনো পর্যায়ে লইয়া গ্যাছে কিনা যে তোমরা এই কাম যে করছে- যে তোমাগো কয়বোরের পাড়ে লইয়া গ্যাছে আর তোমাগো আহলে-আওলাদগো খয়রাতের ঝুলি কান্ধে দিয়া দেছে- হের উপরে বদলা লওয়া তো দুরে থাউক, আরো বরং আল্লাহর ধারে ফরিয়াদ করতে আছো যে আল্লায় য্যানো হেরে হেদায়েত দ্যায়?

খুনী-১: না, জাহাঁপনা। মোরা রক্ত মাংসের মানুষ, ফেরেস্তাও না, সাধুও না।

মাহফেদ: হ, জীবজন্তু লইয়া জ্ঞানের কতাবারতা-বিবরণ যে কেতাবে থাহে হেহানে মানের নামে যে বয়ান আছে হেই তোবের বয়ান-মোতাবেক তোমরাও যে মানু হেতে সন্দেহ নাই। নেড়ি কুত্তা, কেডি কুত্তা, খেদি কুত্তা, বিলাতি কুত্তা সবই যে-রহোম কুত্তার মৈদ্যে ধরা অয়, হেই-রহোমই সব মানুই মানু। তয় কতা অইলো সব মানু মানু অইলেও মানে মানেই আবার তফাৎও ম্যালা। মানের হেইসব তফাতের কেসেমের মৈদ্যে তোমাগো তবকা কোন জাগায় নির্ধারণ করবা হেডা তোমাগো ব্যাপার। তোমরা যদি মান-ইজ্জাত ওয়ালা তবকায় নিজেগো দ্যাখতে চাও হেলে কও- তোমাগো এ্যাট্টা কাম আমি দেতে চাই- যে কাম তোমাগো ইজ্জাতও ফিরাইয়া দেবে, তোমার শত্তুরের বিনাশও ঘডাইবে আর আমার কইলজার ধারে তোমাগো জাগাও অইবে। এই কামে তোমাগো শত্তুর দূর অইবে। আমারও।

খুনী -২: জাহাঁপনা, লাতি-গুতা খাইয়া জীবনে এ্যামোন জাগায় পুছছি যে, হেয়ার পিরতিশোধে এ্যাট্টা গুতা দেতে পারলে আমি হে সুজুগ কামে লাগাইতে কইলজা আতে লইয়া খাড়া।

খুনী-১: আর জাহাঁপনা, মুই ওর চাইতেও দুরগাইত্যা। বদনছিবের বারি খাইতে খাইতে এ্যামোন খানাখন্দের মধ্যে পইর‍্যা আছি যে এ জাগাইদ্যা এট্টু উপরে উঠতে পরানডা যদি আতে লইয়া আউগান লাগে হেতেও মুই রাজি।

মাহফেদ: তোমরা দুইজনেই জানো বানতেক তোমাগো আদত শত্তুর।

খুনী-২: জে, জাহাঁপনা।

মাহফেদ: বানতেক আমারও জানের শত্তুর। এ্যামোন শত্তুর যে ওর লওয়া পেরতেকটা হোয়াস আমার জানের উপরে এ্যাহ্যাট্টা কোপের নাহান। তয় তোমারা তো জানোই, আমি ইচ্ছা হরলে আমার বাদশাই উকুম দিয়াই ওর জানডা আমি লইয়া হালাইতে পারি। কিন্তু আমি হেয়া লমু না। কারণ আমির-ওমরাগো মৈদ্যে কয়েকজোন আছে যারা ওরও দোস্ত, আর আমারও দোস্ত। ওর জানডা ঐভাবে

খতম করলে ঐ দোস্তরা আমারে ভুল বুঝবে। আমি বরং চাই আমি বানতেকরে মারমু আবার ওর মরার জিন্যে আমি কানমু। এই জিন্যেই আমি তোমাগো ধারে সাহাইয্যো চাই।

খুনী-২: আহমনে যে-রহোম চান আমরা হেই রহোম করতেই নাইম্যা যাইতে রাজি।

খুনী-১: হেতে যদি আমাগো জানও যায়....

মাহফেদ: তোমাগো সরিলের ত্যাজ ও কুয়াত তোমাগো চেহারায় বোঝা যায়। তোমাগো জান সহজে যাইবে না- ভয় নাই। এ্যাক ঘোন্টার মৈদ্যে তোমাগো আমি নিখুতভাবে জানামু কোন জাগায় কোন বরাবর তোমাগো ওত পাততে অইবে। কামহান কিন্তু আইজ রাইতেই সাবাড় করা লাগবে, এবং কামহান সাবাড় করতে অইবে আমার শাহী মহল দিয়া দূরে কোতাও। কাম সাবাড়ের ব্যাপারে কোন শক-শোবা কৈলো রাহা যাইবে না, কোনো দাগ-পেরমান বা লেংগুরের বিষ রাহা যাইবেনা। লগে হের পোলা ফেলায়েছ থাকপে। খতম কৈলো এ্যাকলগে দুই জোনরেই করতে অইবে। যাও পুরা ব্যাপারডা লইয়া আবার ভাবো। যদি খাছ এরাদা লইতে পারো তয় খাছ এরাদা লইয়া আবার আও।

খুনী-২: জাহাঁপনা আমাগো এরাদায় কোনো খাদ নাই। হেই এরাদার জিন্যে আমাগো আর ভাবার দরকার নাই।

মাহফেদ: ঠিক আছে। তোমরা এই ঘরের আশেপাশেই থাহো। আমি তোমাগো আবার ডাক পাডামু। [খুনীরা বাইরে যায়] কম্ম সাবাড়। বানতেক, তোমার আত্মারামের স্বর্গে যাওয়ার যদি ইচ্ছা থাহে তয় হের রওয়ানার জায়-যোগাড় তোমার আইজই কৈলো করা লাগবে।

দৃশ্য-২

[শাহী মহলের আর এ্যাক কামরা। মঞ্চে থাকপে বিবি মাফেদা ও এ্যাকজোন খেদমতগার]

বিবি মাফেদা: বানতেক কি দরবার দিয়া চইল্যা গ্যাছে?

খেদমতগার: জে, মআরানী। তয় শিগগিরই আবার ফির‍্যা আইবে।

বিবি মাফেদা: বাদশাহরে কও আমার হের লগে এট্টু কতা আছে।

বিবি মাফেদা: যহন চাওয়াডুরে আতে পাইয়া দেহি যে, হে পাওয়ায় শান্তিডু আরো কোমছে তহোন বুঝি পাওয়া অয় নায় কিছুই বরং এই চাওয়ার পিছে আরাইছি সব। মাইর‍্যা হালাইয়া যহোন দেহি বাচার বিপদ আরো বাড়াইয়া হালাইছি তহোন বুঝি ওনারে না মাইর‍্যা বরং নিজের মইর‍্যা যাওয়াই ভালো আলহে। [মঞ্চে আইবে মাহফেদ] জাহাঁপনা, কেমন আছেন? আহমনে ক্যান এ্যালহা এ্যালহা থাহেন আর

আহমনার লগে খালি থাকতে দেন আহমনার কইলজা-কামড়াইন্যা ভাবনাগুলানরে? ঐ ভাবনাগুলানের তো উচিত আলহে যাগো উপ্‌রে এই ভাবনা হেগো লগেই এই দুন্যইদ্যা বিদায় লওয়া। যে ভাবনার কোনো দাওয়াই নাই, আমাগো মাতাগুলানরে আমরা হেই ভাবনা খাওয়াই ক্যা? যা এ্যাকফির অইয়া যায় হেয়া কি আর না-অওয়া বানান যায়?

মাহফেদ: আমারা হাপটারে খোঁচা দিছি খালি, মারতে পারি নায়। এ্যাহোন হেই হাপ ফনা জাগাইয়া আরো আড়ি লইয়া আমাগো দিক আউগাইতে আছে। আমরা এ্যাহোন হেই বিষের ছোবলের বোগোলে আরো বড় বিপদে। যে ভয় লইয়া এ্যাহোন আমরা ওক্তের খাবার খাইতে বই, যে রক্ত-হুগাইয়-যাওয়া হপ্পোনের ভয় লইয়া আমরা এ্যাহোন ঘুমাইতে যাই, হেই ভয় আরো গাঢ়ো অইয়া আমাগো মগজে নামার আগে এই আছমান জমিন ভাইঙ্গা পড়ুক, আমরা হেইয়ার মৈদ্যে শ্যাষ অইয়া যাই- খতম অইয়া যাই, হেইয়াই মোনে অয় এ্যাহোন আমাগো জিন্যে সবচাইতে ভালো। আমাগো শান্তির আশায় যাগো আমরা সত্যিকারের শান্তির দ্যাশে পাডাইয়া দিছি, বাইচ্যা থাহার এই যন্তোনার চাইতে হেগো দ্যাশে যাইয়া পোছতে পারলেই মোনে হয় ভালো অইতে। বাদশাহ দাদ হোসেন এ্যাহোন কয়বোরে। জীবনের জ্বর-যন্তোনা সব শ্যাষ কইর‍্যা এ্যাহোন সুন্দার ঘুমায়। দুনিয়ার জঘইন্যোতম ষড়যন্ত্র হের উপরে করা অইছে। কিন্তু হেতে হের কি অইছে? দুনিয়ার কোনো তরোয়াল, কোনো বিষ, কোনো কোন্দলের জের হেরে আর কোনদিন ছুইতেও পারবে না।

বিবি মাফেদা: জাহাঁপনা, এট্টু শান্ত অন। চেহারাডা দিয়া যন্তোনার দাগ এট্টু সরান। রাইতে আহমনার আইজ অনেক মেহমান। হেগো সামনে এই চেহারায় আহমনে যাইতে পারেন না।

মাহফেদ: বেগম আমার, আমারও তো হেইয়া-ই চেষ্টা। আর তোমাগো ধারেও তো আমার হেই অনুরোধ। আর মনে রাইখ্যো বানতেকের লগে কিন্তু আমাগো নজরে আর কতায় সব জাগায় যদেষ্টো দোস্তের মতো অইতে অইবে। যতকুন আমরা হের ব্যাপারে পুরা ব্যবস্থা না করতে পারতে আছি অতকুন পর্যন্ত কতার তারিফ আর নজরেরর দোস্তালি দিয়াই নিজেগো হেফাজত করতে অইবে। আমাগো চেহারা দিয়া অন্তরডা ঢাইক্যা রাখতে পারা ছাড়া এ্যাহোনো আর কোনো বুদ্ধি নাই।

বিবি মাফেদা: এইয়া লইয়া আহমনে চিন্তা কইর‍্যেন না।

মাহফেদ: বেগম আমার, আমার মাতাডারে ভয় আর চিন্তার বিউচ্ছায় ছাইয়া হালাইতে আছে। তুমি তো জানো, বানতেক আর হের পুত্তুর ফেলায়েছ, দুইজনই এ্যাহোনো জীবিত ।

বিবি মাফেদা: তো কি অইছে? এ্যাহোনো জীবিত মাইনি তো আর এই না যে হেরা কোনোদিন মরবে না।

মাহফেদ: বেগম, তোমার কতায় তো সান্তনা আছে। তোমার কতাই ঠিক যে, ছুরি-তরোয়াল হেগো গায় বইবে না হ্যামোন তো আর না। তয় এ কতা কওয়ার পর তো তোমার চেহারাডা এট্টু উজ্জ্বল অইয়া ওডার কতা। তুমি জাইন্যা রাহো, আইজ রাইতে কোনো বিরান মসছিদের খুপড়ি দিয়া বাদুরগুলান বাইর অওয়ার আগে, আইজ রাইতে শহরের মানুষগুলান ঘুমাইতে যাওয়ার আগে এ্যাকখান মারাত্মক ঘটনা ঘটবে।

বিবি মাফেদা: কি ঘটবে কন না?

মাহফেদ: হেই কতা জানতে চাইয়ো না। যহোন অইয়া যাইবে তহোন শুকরিয়া জানাইয়ো। দোয়া কর এই রাইত নামুক, এই রাইত দিনের চউখদুগগা ঠান্ডা আতে বুজাইয়া দিউক, হেয়ারপর জল্লাদি আতে আত-পাও-মাতা ছিন্নভিন্ন কইর‍্যা খতম কইর‍্যা দিউক হেই কুলাঙ্গারের হায়াত যা আমার হায়াতটারে চব্বিশটা ঘোন্‌টা ভয়ে সাদা ফ্যাহাইস্যা বানাইয়া রাহে। দিনের আলো তুমি জোমতে জোমতে আন্ধার অইয়া যাও, পক্ষিরা তোমরা তোমাগো বাসায় ফির‍্যা যাও, আর হেইয়ার পর নামতে দ্যাও রাইতের রক্তচোষা বাদুর আর পেত্নীগুলানরে - দ্যাহো হেরা আইজ রাইতে কি করে। তুমি আমার কতায় তানরা পইর‍্যা গ্যালা? দ্যাহো, কাম খারাপ এ্যাট্টা শুরু হরলে আখেরে আরো খারাপ দিয়াই হেডারে তামাদি করা লাগে। এতে তানরা পড়ার কিছু নাই। এইডাই নিয়ম। চলো, এ্যাহোন রাইতের আয়োজনে যাই।

দৃশ্য - ৩

[ফোরেছিয়া শাহী মহল দিয়া দূরে এ্যাট্টা বাগান। বাগান দিয়া ছোট্ট রাস্তা এ্যাট্টা শাহীমহলের দিক গ্যাছে।]

খুনী-১: কিন্তু তোমারে কেডায় পাডাইলো আমাগো দলের মৈদ্যে ঢোকতে?

খুনী-৩: মাহফেদ।

খুনী-২: [খুনী-১ এর উদ্দিশ্যে] আমরা হেরে সন্ধে না হরি। হে তো আমাগো ঠিক ঠিক কোম্মে কি করা লাগবে হেইয়ারই পোথঘাট বাতাইয়া দেতে আছে। মাহফেদ তো এই রহোম এ্যাকজোন পাডাইবে বইল্যাই কইলহে।

খুনী-১: ঠিক আছে আমাগো লগেই থাহো। পচ্চিম আহাশে এ্যাহোনো এট্টু হলোক আছে। দূরে ঘোরতে যাওয়া ঘোড়-সওয়ারেরা এই সোমায়ই ফেরার জিন্যে ফূর্তির জোরে ধাবড়ায় হেগো ঘোড়াগুলান। আর হেইডাই আমাগো কামের মোক্ষম সোমায়।

খুনী -৩: ঐ ট্যার পাইতে আছো? ঘোড়ার খুরের শব্দ।
বানতেক: [মঞ্চের বাইরে] কেউ আছো? আমাগো এ্যাট্টা বাত্তি-মশাল কিছু এ্যাট্টা দ্যাও তো।
খুনী-২: অন্য মেহমানরা তো আগেই শাহীমহলে ঢুইক্যা গ্যাছে।
খুনী-১: এইবার ঠিক হে-ই আইতেছে। হে সওয়ারিতে এট্টু দুরেই যায়।
খুনী-৩: আওয়ার সোমায় এই রাস্তাইদ্যাই আয়। আর মহলের মৈদ্যের এই রাস্তায় ঘোড়াইদ্যা নাইম্যা আটতে আটতেই যায়। [মঞ্চে ঢোকপে বানতেক ও ফেলায়েছ]
খুনী-২: ঐ যে এ্যাট্টা বাত্তি! ঐ যে...!
খুনী-৩: এইডাই হে।
খুনী-১: সইমতো লাগাইয়ো-
বানতেক: আইজ রাইতে এট্টু দেওই দেওই অইবে মনে অইতেছে।
খুনী-১: লাগাও, লাগাও, সইমতো লাগাও [এ্যাকজোন মশালডার উপ্‌রে আঘাত করে অন্যরা বানতেকের উপরে]
বানতেক: বেইমানি, বেইমানি। ফোলায়েছ পলাও, পলাও। তুমি এয়ার পিরতিশোধ লইয়ো! ঐ গোলামের বাচ্চার বেইমানি! [বানতেক মারা যায়, ফেলায়েছ পলাইয়া যায়]
খুনী ৩: কোপ দিয়া মশালডা নিভাইলে কেডা?
খুনী-১: ক্যা, মশালডা নিভানডাই কি ঠিক আলহে না?
খুনী-৩: এ্যাকজোন মরছে। পোলাডায় তো পলাইছে!
খুনী-২: কামের বড় অর্ধেক তো সমাধা।
খুনী-১: যাউক, যিডু পারছি হিডু যাইয়া কই।

দৃশ্য-৪

[শাহী মহলের এ্যাকটা কামরা। ম্যাজবানির খাবার সাজাইয়া রাহা।
মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ, বিবি মাফেদা, রসু মিয়া, লেনোছ মিয়া,
আমির-ওমরাহরা ও খেদমতগারেরা]

মাহফেদ: দয়া কইর‍্যা আহমনারা আহমানগো মর্যাদার তবকা অনুযায়ী বয়েন। আহমনাগো আমার অন্তরের মোবারকবাদ।

আমির-ওমরাগণ: জাহাঁপনারে অশেষ ধৈন্যোবাদ।

মাহফেদ: আমি আহমনাগো পাশে আইজগো এই আয়োজনে খেদমতআর ইসাবে আছি। মহারানীও আহমনাগো পাশেই থাকপে। হে-ও ঠিক সোমায়ে আহমনাগো মোবারকবাদ জানাইবে।

বিবি মাফেদা: শুকরিয়া মাইন্যোবর মেহমানগণ, আহমনারা আমাগো এই আয়োজন ধৈন্য করছেন। আহমানগো সবাইরে অন্তরের মোবারকবাদ।

[মঞ্চে ঢোকপে খুনী-১]

মাহফেদ: [বিবি মাফেদার উদ্দিশ্যে] দ্যাহো, মেহমানরা তোমারে আন্তরিক শুকরিয়া জানাইতে আছে। আমার খুশি যে মেহমান আর মেজবান সবাইই বেজায় আন্তরিক। [মেহমানেগো উদ্দিশ্যে] আমি আহমনাগো সাথে আছি। সবাই মজা করেন- এইডাই আমার এই আয়োজনের বিলকুল চাওয়া। [দরজার গিয়া খুনী -১ এর উদ্দ্যেশ্যে] আরে, তোমার নাকমুহে দেহি রক্ত!

খুনী: বোজদেই পারতে আছেন এডা বানতেকের রক্ত।

মাহফেদ: যাউক রক্তডা বানতেকের রগের মধ্যে না থাইক্যা তোমার মোহে ওঠছে- এডা খারাপ না। হেরে কি পারছো দুন্যইদ্যা সরাইয়া দেতে?

খুনী :এ্যাক্কারে গলাহান দুই ভাগ, আমার নিজের আতে।

মাহফেদ: আমার রাইজ্যে গলাকাডাগো মৈদ্যে তাইলে তুমিই সেরা। তয় ফেলায়েছের গলাডা যে কাটছে হে-ও একই রহোম সেরা। আর হেডাও যদি তুমিই কাইড্যা থাহো তয় তোমার লগে দুন্যইতে তুলনায় আর কেউ নাই।

খুনী: জাহাঁপনা, ফেলায়েছের গলা কাডা যায় নায়, হে পলাইছে।

মাহফেদ: তয় আর আমার ডরে জিব্বা হুগাইয়া যাওয়ার শ্যাষ অইলো কোতায়? ঐডা শ্যাষ অইলে ঝামেলার শ্যাষ অইতো। আমার বাদশাইডা মার্বেল পাথরের নাহান শক্ত মোজাইক অইয়া যাইতো। কিন্তু এ্যাহোন তো হেই আগের মতোনই আতঙ্কের খুপড়ির মৈদ্যে আইটক্যা রইলাম। বানতেকই বরং যাইতে পারলো নিরাপদ জাগায়।

খুনী: তা জাহাপনা ঠিক কইছেন। বানতেক এ্যাহোন কুড়িডা কোপ গায়ে লইয়া যে গর্তের মৈদ্যে পইড়্যা রইছে হেডা পুরা নিরাপদ এক গর্ত। হেহানে আর কোনো মরনের ডর নাই।

মাহফেদ: যাউক, তৌমো তোমারে ধৈন্যবাদ। ত্যাজওয়ালা ডাঙ্গোর হাপটা ঐ গর্তে নিকাশ অইছে। আর যে ছাওডা- হেডার হয়তো এ্যাহোনো বিষদাত গজায় নায়। তয় সোমায়মতো হেডারও গজাইবে বিষদাতের ভয়ঙ্কর ছোবল। তুমি এ্যাহোন যাও। কাইল আবার কতা অইবে।

বিবি মাফেদা: আরে আহমনে কোতায় গ্যালেন!। খাবার দ্যাওয়া অইয়া গ্যাছে। আহমনে বিসমিল্লাহ কইয়া শুরু কইর‍্যা দেবেন, হেয়া আহমনারেই খুইজ্যা পাওয়া যাইতে আছে না। এ রহোমের খাইতে বওয়া আর খাবার দোহানে বইয়া কিন্যা খাওয়ার মৈদ্যে তফাৎটা কি? নিজের ঘরে বইয়া খাইলেও মানে এয়ার চাইতে বেশি আন্তরিকতা পায়। মেহমান খাইতে বওয়াইয়া নিজে উইড্যা আর এ্যাক জাগায় গ্যালে কি ভাবে মানষে? মেজবানের আন্তরিক কতা-বারতাডুই তো মেহমানেগো খাবারের আসল মজা, এডুও তুমি বোঝ না?

মাহফেদ: মোহতারেমা বেগম, তোমার মনে করাইয়া দ্যাওয়ায় অনেক শুকরিয়া। সবাইর জইন্যো দোয়া করি আমাগো মেহমানদারি সবাইর খোশ তরবিয়াত এনায়েত করুক। সবাইর খিদা বাড়াইতে সাহাইয্যো করুক।

লোনেছ মিয়া: জাহাপনা দয়া কইর‍্যা যদি আমাগো লগে বইতেন!

মাহফেদ: আমার খোশনছিব আমার রাইজ্যের তামাম মানীগুনি আমির-ওমরাহগণ আইজ আমার এই ছাদের তলে একত্র অইছে। এ্যাকমাত্র গরহাজির দ্যাখতে আছি মোহতারাম বানতেক। হের দেলে মোনে কয় আমাগো লইগ্যা রহোম খুব কোম, না অইলে এই দিনে আমার এই মজলিসে হে না থাইক্যা ক্যাম্নে পারে? জানি না কি কারনে হের এই দেরি বা গরহাজিরা। [বেরমোদৈত্য চেহারায় বানতেক আইয়া মাহফেদের নিজের জিন্যে রাহা চেয়ারে বইলো] যে কারনেই অউকনা ক্যানো হেই কারোনের লইগ্যা দুঃখ পাওয়ার চাইতে আমি বেশি দুঃখ পাইতে আাছি এই কারণে যে হে আমার এই মজলিসে আইলো না।

রসু মিয়া: না আইয়া তো হে ওয়াদা ভঙ্গ করলো। যাউক আমরা চাই হের কতা ভুইল্যা আহমনে আমাগো লগে যোগ দেন।

মাহফেদ: চেয়ার তো দ্যাহা যাইতে আছে এ্যাট্টাও খালি নাই।

লোনেছ মিয়া: এ্যাকখান মাত্র আহমানার জইন্যো খালি, জাহাপনা।

মাহফেদ: হেহান কই?

লোনেছ মিয়া: এই তো জাহাপনা। কিন্তু জাহাপনা আহমনারে এ্যামোন বিদিশা লাগদে আছে ক্যা?

মাহফেদ: আহমনাগো মৈদ্যে কেডা এ্যামোন জাদু দিয়া আমার লগে তামসা করতে আছে? কন তো।

আমির-ওমরাহগণ: জাহাপনা, এয়া আহমনে কি কইতেছেন?

মাহফেদ: [বেরমোদৈত্য বানতেকের উদ্দিশ্যে] তুমি কোনো কায়দায়ই কইতে পারো না যে এই কাম আমি করছি। তোমার রক্তে ভেজা চুল আমার সামনে এই রহোম ঝুলাইয়ো না।

রসু মিয়া: মাইন্যোবর মেহমানগন, ওডেন। জাহাপনার তরবিয়াত ঠিক নাই মোনে অইতে আছে।

বিবি মাফেদা: মাইন্যোবর মেহমানগন, জাহাপনার তরবিয়াতে এই রহোম এট্টু সোমেস্যা আছে, এবং এই সোমেস্যা হের ছোডোকাল হইতেই আছে। আহমনাগো অনুরোধ করি, আহমনারা নিজ নিজ আসনে ছাইড়্যা উইড্ডেন না। হের বিদিশা অবস্থাডা মাত্র কয়েক দোন্ডেই কাইড্যা যাইবে। আহমনারা বিষয়ডায় বেশি গুরুত্ব দিলেই বরং হের এই বিদিশা ভাব কাটতে সোমায়ডা এট্টু বেশি লাইগ্যা যাইবে। তাই আহমানারা দয়া কইর‍্যা এট্টু খামোশ থাহেন। [মাহফেদের উদ্দিশ্যে রাগের সাথে] তুমি কি মানু নাই?

মাহফেদ: ক্যা, আমি তো মানুই আছি, অনেক সাহসী এ্যাক মানুষ। যা দ্যাখলে ভুতেরও পিলৈ চইমকা যাইবে হেইয়ার দিক চাইয়া ঠিক থাহার মতোন সাহসী এ্যাক মানুষ।

বিবি মাফেদা: কি সব উল্ডাপাল্ডা কতা! তুমি যা দ্যাখছো ওয়া সব ছবি, ভুয়া। তোমার মোনের মৈদ্যের ভয় বইয়া বইয়া এইসব ছবি আকছে। এরা হেই বাতাসে ভাসা ছোরার নাহানই আর এ্যাক ছবি, যে ছোরা তুমি কইছেলা যে তোমারে লইয়া গ্যালহে বাদশাহর দিক। শীতকালে বুড়ি দাদী-নানীরা চুলার পাশে বইয়া হের নাতিনগো যে সব কেরছা হুনায় এয়া সব হেই রহোমের ভুয়া কেরছা-কাহিনি আর ভুয়া গপ্পো। তোমারে লইয়া আমার লজ্জা অইতে আছে। এ্যাকটা খালি কেদারার দিক চাইয়া তোমার চেহারা-নাকমুখ বারবার এই রহোম উল্ডাইয়া পাল্ডাইয়া যাইতে আছে ক্যা?

মাহফেদ: তুমিই একটু চাইয়া দ্যাহো না? দ্যাহো না ঐ কেদারায় কি দ্যাহা যায়? [বেরমোদৈত্য বানতেকের দিক চাইয়া] তুই কি বোজঝো? তোরে আমি ডরাই? খালি মাতা ঘুরাইতে আছোস ক্যান? পারলে কতা ক? কয়বোরের মৈদ্যে যা থুই সব যদি এই রহোম উইড্যা আয় তয় তো মইর‍্যা গ্যালে আর কয়বোরে থোয়া যাইবে না, হগুন দিয়া খাওয়াইয়া হালাইতে অইবে [বেরমোদৈত্য বানতেক চইল্যা যায়]।

বিবি মাফেদা: আরে আহমনে দেহি পুরা ডরপাদগুরার এ্যাকজোন। হুদা জাগায় কি দেইখ্যা উল্ডাপাল্ডা কইতে আছেন।

মাহফেদ: আমি এই জগায় খাড়াইয়া আছি এইয়া যে-রহোম সত্যি হেই রহোম সত্যি আমি যা দেখছি হেই দৃশ্য।

বিবি মাফেদা: ছি, ছি, আহমনারে লইয়া এয়া কি লজ্জার মৈদ্যে পড়লাম!

মাহফেদ: খুনাখুনি রক্তারক্তি এই দুন্যইতে কোনো নতুন কেরছা না। আইনকানুন বানাইয়া এই সব যে বন্দো হরা অইছে বা কোমাইয়া আনা অইছে এইয়াই বরং হালের কতা, নতুন কতা। আগের যুগে খুন হরতে মাইনি অইলো আজগাই এ্যাট্টা বাড়ি দিয়া মানের ঘিলুডা বাইর হইর‍্যা হালাইতে, মানুডা খতম অইয়া যাইতে। মানু খতম তো হে খুনের কাহিনিও খতম। কিন্তু এ্যাহোন এয়া যে কি যুগ আইলো! মানু খতম অইলেও খুনের কেরছা খতম অয় না। হে আবার কয়বোরে গোনে উইড্যা আয়। উইড্যা আওয়া হেই মানের গায় দ্যাহা যায় কুড়ি হান বিশাল বিশাল জহোম বেরমোদৈত্যের নাহান চাইয়া রইছে। জহোম-আলা হেই বেরমোদৈত্যরা আমরা যারা এ্যাহোনো জ্যাতা হেগো কেদারায় গোনে উডাইয়া দিয়া বইয়া পড়ে। খুন এ্যাহোন এ্যামোন আজগাই বেরমোদৈত্য কারবার অইয়া ওঠছে।

বিবি মাফেদা: বাদশাহ নামদার, আহমনার আমির ওমরারা আহমনার অপেক্ষায় রইছে।

মাহফেদ: ও, আমি তো ভুইল্যাই গেছিলাম। বুজুর্গ দোস্তগণ, আহমনারা আমারে নিয়া ভাববেন না। আমার এট্টু বৌতির সমস্যা আছে যা আমার হামছায়ার মানুষেরা সবাই জানে। আয়েন আমরা খানা পিনা শুরু হরি। আহমনাগো লগেই আমি বইতে আছি। এই, এই দিগে আমারে এট্টু শরাব দ্যাও, শরাবের প্যালা দ্যাও। এই যে, শুরু করেন সবাই। আমি আহমনাগো সবাইর জিন্যে দোয়া করি। যে বানতেক নাই হের জিন্যেও দোয়া করি। সবাইর ভাল তরবিয়াতের দোয়াসহ শুরু করছি।

আমির-ওমরাহগণ: আমরাও আহমনারে জানাইতে আছি আমাগো ইমানদারির ওয়াদা আর উকুম তামিলের ওয়াদা।

মাহফেদ: [বেরমোদৈত্য বানতেকের দিক চাইয়া] দূর হ! আমার চোক্ষের সামনে দিয়া দুর হ। জমিন তোরে গাইর‍্যা নিউক। আরে জানি, তোর আড়ের মৈদ্যে মজ্জা নাই, তোর রক্ত ঠান্ডা, তোর ঐ চউখ লড়লে চরলেও ওতে তুই দ্যাহোস না- কারণ তুই জ্যাতা না, তুই মরা।

বিবি মাফেদা: মাইন্যোবর আমির-ওমরাহগণ, আহমনারা কিছু মনে কইরেন না। ওনার বৌতির সোমেস্যার কারনে এ্যামোনডা মাঝে মাঝে অয়। তয় কিনা অইজ এ্যামোনডা অইয়া আমাগো পুরা আনন্দডা মাডি বানাইয়া দেলো।

মাহফেদ: [বেরমোদৈত্য বানতেকের দিক চাইয়া] তুই কি মনে হরছোস? আমার সাওস কোন্ মানুষটার চাইতে কোম? আয়, রাশিয়ার ভাল্লুক অইয়া আয়,

নেপালের গন্ডার অইয়া আয়, সুন্দরবনের বাঘ অইয়া আয়, এই বেরমোদৈত্যের চেহারা ছাড়া তুই যে-রহোম মোনে কয় হেই রহোম অইয়া আয়। দ্যাখ, আমি তোরে কি হরি! না অয়, পারলে আবার জ্যাতা অইয়া আয়। দুন্যইর যেহানে ইচ্ছা তরোয়াল লইয়া আইয়া খাড়া, আর আমারে বোলা, দ্যাখ হে জাগায় আমি এট্টুও কাপি নাহি। দূর হ, বেরমোদৈত্য য্যানো কোতার? [বেরমোদৈত্য চইল্যা যায়] বেরমোদৈত্য নাই! এ্যাহোন আমি আবার যে রহোম আলহাম হেই রহোম মানু। বুজুর্গ আমির-ওমরাহগণ, দয়া কইর‍্যা আহমনারা বসেন।

বিবি মাফেদা: [মাফাফেদের উদ্দিশ্যে] আহমনে সব আয়োজন আবার মাডি বানাইয়া দেলেন! কি সুন্দার আয়োজনডা আমাগো সব হযবরল বানাইয়া দেলেন।

মাহফেদ: ঐ সব জিনিসের পক্ষে কি সোম্ভব যে হেরা আমাগো পিলৈ না কাপাইয়া আশ্বিন মাসের ম্যাঘের নাহান উইড়্যা যাইবে? আর তোমরা এ্যামোন ভাব লইতে আছো যে তোমরা ভয় পাওনা, আর আমার চেহারাছুরাতই খালি ভয়ে সব ফ্যাহাইস্যা অইয়া যায়।

রসু মিয়া: জাহাপনা কোন্ সব জিনিসের কতা কইতে আছেন?

বিবি মাফেদা: মাইন্যোবর আমির, দয়া কইর‍্যা আহমনারা জাহাপনার সাথে কথ কইয়েন না। এতে ওনার বৌতির ভাব আরো খারাপ অইবে। আমরা বরং সবাই বিদায় লই। বিদায় যেভাবে মর্যাদার তবকা অনুসারে লওয়া নিয়ম, হেয়াও না অয় বাদ দেন।

লেনোছ মিয়া: বিদায়! আহমনে হের খ্যাদমোতাদির ব্যবস্থা নেন।

বিবি মাফেদা: সবাইরে বিদায়! [আমির ওমরাহরা মঞ্চের বাইরে যায়]

মাহফেদ: এয়া কি কায়দা শুরু অইলো দুন্যইতে! যে খুন অইছে হে চায় রক্ত, যে খুন করছে হের রক্ত। বান্ধাইন্যা কয়বোরের ইট-পাথর সব লইড়্যা-চইর‍্যা খইয়া পড়া শুরু হরছে। গাছেরা কতা কওয়া শুরু হরছে। দৈয়োল, কাউয়া, বক সবে নানান কায়দায় কইয়া দেতে আছে কেডা কোম্মে কারে খুন হরছে। ও আল্লাহ, এয়া কি শুরু অইলো দুন্যইতে! রাইত কতোহানি অইলো?

বিবি মাফেদা: রাইত তো প্রায় দিনের ধারাদার।

মাহফেদ: আচ্ছা কি মোনে অয় তোমার? মাজদাফ আমাগো শাহী দাওয়াতে আইলো না ক্যা?

বিবি মাফেদা: হেরে কি দাওয়াত দ্যাওয়া অইলহে?

মাহফেদ: আমি হোনলাম হে আইতে অস্বীকার করছে। তয় আমি হেরে আবার খবর দিমু। আমির ওমরাহগো এ্যামোন কোনো ঘর নাই যেহানে চাকর-নফর ইসাবে আমার কোনো চর নাই। কাইল অবইশ্যো আমি হেই গায়েবি ভগিনীগো লগে এট্টু দ্যাহা হরতে যামু। হেগোডেড গোনে আরো কিছু খবর পাওয়া দরকার। আমার সুবিধার জিন্যে কোনো ব্যাপারেই আর আমার বিবেক করলে চলবে না।

আমি রক্তের মৈদ্যে নামছি, এই রক্ত আমি আর না চাইলেও এই রক্ত দিয়া ফেরার আর আমার উপায় নাই। আমার মাতায় এ্যাহোন আরো কঠিন সব চিন্তা ঘোরতে আছে। হেই চিন্তা মতো আমার আউগাইতে অইবে, হেয়ার উপরে বিবেক চালাইলে আমার চলবে না।

বিবি মাফেদা: আহমনার স্বভাব-চরিত্র আর চিন্তা-ভাবনা সবই আরো এট্টু নিপাইন্যালি অওয়া দরকার। সবকিছুতে উত্তেজনাডু আরো এট্টু কোমান দরকার আর হেয়ার জিন্যে আহমনার এট্টু বিরাম আর বিশ্রাম দরকার।

মাহফেদ: লও দেহি, এট্টু ঘুমাইতে পারি কিনা। তুমি চিন্তা হইর‍্যো না, আমি এই কামে নতুন দেইখ্যাই খালি আমার এই সব হাবিজাবি বিদিশা-বৌতির ব্যামো দ্যাহা যাইতেআছে। পুরান অইলে সব ঠিক অইয়া যাইবে।

দৃশ্য - ৫

[এ্যাকখান জলা কোলা। ঠাডা আর ফড়কুনি। তিনজন ভূতুমবুড়ি হেগো সর্দারনী চুয়াবালির ধারে হাজির]

ভূতুমবুড়ি ১: ওমা, আমাগো সর্দারনী চুয়াবালি, আহমনে এ্যামোন রাগ ক্যা?

চুয়াবালি : ঐ মাগিরা, তোগো উপ্‌রে আমার মেজাজ খারাপ করার কারন নাই বইল্যা তোগো মোনে অয়? মাহাফেদেরে ধানরা দ্যাহাইয়্যা মরনের কারবারের মৈদ্যে ঢুকাইতে তোরা আমারে থুইয়া ক্যাম্নে এ্যালহারা গেলি? আমাগো ধানরামি আর বানরামির খেইল যে কি হেয়া গোয়ারডারে বুঝাইতে তোরা আমারে এ্যাকফিরও না বোলাইয়া পারলি ক্যাম্নে? তোগো তেলেছমাতি যে ও মাতায় লইছে হেয়া কি মোনে হরছো তোগো কাবেলিয়াতের জিন্যে? মোডেও না। ওয়া সব ও মাতায় লইছে ওর নিজের ধান্ধা হাছিলের জিন্যে। যাউক যা হরছো তো হরছো। এ্যাহোন যদি দুরুস্ত অইতে চাও হেইলে কাইল কেলিভ্যানে আমার লগে দ্যাহা হরবি আগুইন্যা গাঙের তলায়। হেইয়ার পাড়ে মাহফেদও আইবে হের বাহি তকদিরডু জানতে। তোমাগো ড্যাগডেগচি তাবিজ তুমার মোনতের-ছোনতোর সব লইয়া তৈয়ার থাকপা। আমি এই রাইতে হের তকদিরের বাহিড়ুর বারোটা বাজাইতে যা লাগে সব কইর‍্যা রাখমু। চান্দের গোড়ায় ঘোনো কুয়া যিড়ু জোমছে হেইডু মাডিতে পড়ার আগে আমার আনা লাগবে আগুইল্যা। হেই কুয়া নিজাইয়া হেইয়া দিয়া বাইর হরা লাগবে ভুতের বুদ্ধির কায়কারবার সব। হেই সব কায়কারবারই টাইন্যা নেবে মাহফেদেরে হের মরনের দিক। হেই কারবারে পইর‍্যা হে আর চাইবে না ভাইগ্যের দিক। করবেনা মরনেরে পরোয়া, আর আশার কুয়াশা দ্যাখপে আউগাইয়া যাইতে আছে জ্ঞানবুদ্ধি, মান-ইজ্জতের চেনা রাইজ্যের সব সীমানা ছাড়াইয়া। [চুয়াবালি মঞ্চের বাইরে যায়]

ভূতুমবুড়ি: লও বুইনেরা আমার, দৌড়াই জোরে এট্টু। আমাগো সর্দারনী আইয়া পড়বে এই এ্যাখখুনি।

দৃশ্য -৬

[শাহবাজ মুল্লুকের এ্যক জাগা। লেনোছ মিয়া ও এক জমিদার]

লেনোছ মিয়া: কতা আহমনার আর আমারতা তো মিল্যাই গ্যাছে। এইয়াদ্যাই আহমনে বাহিডা বুইজ্যা লইতে পারেন। আমার কতা অইলো, দিন-দুইন্যই হঠাৎ মারাত্মক রহোম উল্ডাইয়া পাল্ডাইয়া গ্যাছে। আমরা বাইরদা বাইরদা যা জানি হেয়া অইলো- মাহফেদ বাদশাহ দাদ হোসেনের মরনে অনেক কষ্ট পাইছে, অনেক মাতম করছে। যাই অউক দ্যাশের বাদশাহ গ্যালো মইর‍্যা। দ্যাশরে আপদ-বিপদে দ্যাহার আর এ্যাক সাহসী বীর বানতেক রাইতে মহলে ফেরতে দেরি হরায় অইলো খুন। খালি খুন অইছেই বা কই ক্যা? কতা তো এই রহোম ছড়াইছে যে, নিজের পোলা ফেলায়েছ হেরে খুন হরছে আর খুন কইর‍্যা দ্যাশ দিয়া ভাগজে। এ্যামোনডাই তো মানষে কয়। তয়, অবস্থা যা অইছে হেতে মানষে আর রাইত বিয়াইলে চলতে ফেরতে পারবে না। পোলা ফেলায়েছ মারে হের বাপেরে, ওদিগে পোলা মালতুম আর গোলাম নবী খুন হরে হের বাপ দাদ হোসেনেরে। দিন দুন্যইর এ কি দশা শুরু অইলো? এই সব ঘটনাই নতুন বাদশাহ মাহফেদরে বোলে যারপরনাই পেরেশান কইর‍্যা দেছে। রাগে ক্ষোভে বাদশাহ মাহফেদ বাদশাহর হেই কুলাঙ্গার রক্ষী দুইডারে নিজের আতে খতম হইর‍্যা দেছে - যে দুইডায় রাজারে খুন হইর‍্যা নিজেরা মদ খাইয়া ঘুমাইয়া আলহে। কিছুদিন তো মানষে এইয়াই কইছে যে, মাহফেদ য্যামোন বীর কামডাও ত্যামোনই করছে বইল্যাই তো মোনে অয়। বাদশাহ মাহফেদ এই সব অনাচার আর বোলে সইয্যো করবে না। দাদ হোসেনের পোলা দুইডারে যদি হে আতে পায় হেলে বুঝাইয়া দেবে বাপেরে ক্যাম্নে খুন হরে। একই দশা বোলে অইবে বানতেকের পোলা ফেলায়েছের। আল্লাহ না করুক মাহফেদের আতে কেউ না পড়ুক। তয় এই সব লইয়া আর কতা না কই। মাজদাফ কি এট্টু কইয়া আর বাদশাহ মাহফেদের দাওয়াতে না যাইয়া এ্যাহোন বোলে বাদাশাহর নাখোশের মৈদ্যে পইড়্যা দুরবস্থায় আছে। জনাব আহমনে কি জানেন, মাজদাফের বাড়িডু কোন জাগায়?

জমিদার: দাদ হোসেনের পোলা হের বাপের রাইজ্যে জবরদহোল অইয়া যাওয়ার পর এ্যাহোন বাঘারপুর যাইয়া আশ্রয় লইছে। বাঘারপুরের নওয়াব আলী মর্দ হেরে অনেক তাজিম তরবিয়াতের সাথে হের নবাবি দরবারে জাগা গেছে। বাঘারপুরে হে বোলে এ্যামোন সুন্দার আছে যে মোনেই অয় না হে কোনো রাইজ্যো-হারা শাহজাদা। মাজদাফও গেছে হেই নবাবেরে অনুরোধ করতে যাতে হে অস্ত্রশস্ত্র

আর ফৌজ দিয়া শাহজাদারে সাহায্য করে, আর নড়িয়ার আমির-সহ সেহারদুলের মতো পালোয়ানও যাতে নামে শাহাজাদার সাহাইয্যে। আর এগো সাহাইয্যে শাহাজাদা যদি আবার ফির‍্যা পায় হের রাইজ্যে শাহবাজমুল্লুক, তয় হয়তো আবার আমাগো শুরু অইবে শান্তির জীবন। হেয়ার পর আর হয়তো আমাগো শাহী দাওয়াতের মেজবানিতে খুন আর ভূতের ভয় থাকপে না, রাইত-বিয়ালে আটতে-চলতে আর খুনের ভয় থাকপে না, কিংবা রাইতের ঘুমের মৈদ্যে বেরমোদৈত্যরা আইয়া আর ভেংচি দেবে না। হুনছি এইসব খবর বোলে মাহফেদের ধারেও পোছছে আর হে এ্যাহোন যুদ্ধের জিন্যে তৈয়ার অইতে আছে।

লেনোছ মিয়া: মাজদাফরে কি বাদশায় খবর দিয়া পাডাইলহে?

জমিদার: হ, মানু দিয়া ডাইক্যা পাডাইলহে। কিন্তু মাজদাফ বাপের পোর নাহান সোজা কইয়া দেছে- 'আমি যামু না'। বাদশাহর যে দূত এত্তেলা লইয়া গ্যালহে এই উত্তার পাইয়া হে-ও বোলে কইয়া গ্যাছে- 'তুমি যা কইলা, হেয়ার জিন্যে তোমার এক দিন পস্তান লাগবে'।

লেনোছ মিয়া: হেই হুমকিতেই মোনে কয় মাজদাফও দ্যাশ ছাইড়্যা বাঘারপুরে নবাবের দরবারে যাইয়া পোছছে। দোয়া হরি মাজদাফ পৌছার আগেই কোনো ফেরেস্তায় এই সংবাদ বাঘারপুরের নবাব দরবারে পুছাইয়া দিউক যে হেগো চেষ্টায়ই আমরা মুক্তি পামু এই জাহান্নামি বাদশাইর আত হইতে।

জমিদার: আমারও এই একই দোয়া।

অংক-৪

দৃশ্য-১

[ফোরেছিয়ায় এ্যাক বাড়ি। মাঝখানে এ্যাকটা ডেগচি আগুনের উপরে রাহা। ঠাডা-ফড়কুনি চলতে আছে। এয়ার মৈদ্যে মঞ্চে ঢোকপে তিন ভূতুমবুড়ি]

ভূতুমবুড়ি-১: ফারহাফুরহি বিলৈডায় তিনফির ডাকলো মিউ।

ভূতুমবুড়ি-২: তিন ফিরের পরও এ্যাকফির আমার কচুবনের হুয়ারে ডাকলো হুঁউ।

ভুতুমবুড়ি-৩: না ব্যাডা, না মাতারি, বান্দরমুইক্যা শয়তানডায় কইতে লাগলো জোরে জোরে- 'সোমায় যায়- সোমায় যায়'।

ভূতুমবুড়ি-১: ডেকচির চাইরদিক ঘোরো
জোরে জোরে ফিক্কা মারো
বিষমাহা নাড়িভুড়ি সব
আরো জোরে মারো খপাখপ।

চুয়াবালি: কোলাব্যাঙের হেই বিষখানি
ঢালছে যা মাসাবুধি জানি
পাথরের নিচে চাপা খাইয়া
মারো জোরে আতে লইয়া লইয়া।

তিনভূত সবাই: এক দুই যন্তোনা বাইড়্যা অউক তিনগুণ
যন্তোনায় ফুডুক দুনিয়ার মানুগুন।

ভূতুমবুড়ি-২: হাপের কাডা কাডা খন্ড
মারো জোরে দেইখ্যা এই ভান্ড
আরজিনার চউখ দুই জোড়া
কোলাব্যাঙের আঙ্গুল পোড়া
বাদুরের রোমা এ্যাক তোড়া
কুত্তার জিব্বার গোড়া
ঢালো সব দেইখ্যা এই ভান্ড
দ্যাহো ভবে ঘডে যে কি কান্ড।

সবাই: এক দুই যন্তোনা বাইড়্যা অউক তিনগুণ
যন্তোনায় ফুডুক দুনিয়ার মানুগুন।

ভূতুমবুড়ি-৩: ঝোলডারে বানাও আরে ঘোনো
কি কি আরো দেতে অবে হোনো
ড্রাগনের চামড়ার খোসা
নেকড়ের দাত যা না পোষা

পেত্নির হুগাইন্যা লাশ
ধুতরার বিষ লতার আশ
ছাগলের পিত্ত আর বুদবইদ্যার ডাল
কাইড্যা রাখছে যা একাদশীর কাল
চায়নাগো নাক আর মগেগো ওড
বেশ্যার প্যাডে দ্যায় যে পোলায় খোড
যে পোলারে জন্মেই গলা টিপ্যা মারে
আঙ্গুল সহ মারো হের আতটারে
এই সব দিয়া ঝোল হরো আরো ঘোনো
ভালো ঝোলে ভালো জাদু ইয়াদ রাহো য্যানো।

সবাই: এক দুই যন্তোনা বাইড়্যা অউক তিনগুণ
যন্তোনায় ফুড়ুক দুনিয়ার মানুগুন।

ভূতুমবুড়ি-২: বান্দরের রক্ত দিয়া করলে ঝোল ঠান্ডা
তোমার আতে পাইয়া গ্যালা জাদুগরের ঝান্ডা [মঞ্চে ঢোকপে চুয়াবালি আর নতুন তিন ভূতুমবুড়ি একত্রে]

চুয়াবালি: তোমরা যা করছো খুবই ভালো
এনাম তোমরা পাবাও জমকালো
এবার- আত ধইর‍্যা গোল অইয়া শুরু হরো নাচ
চাওয়া মতো অইয়া যাইবে তোমার কাজের কাজ। [এ্যাকটা মিউজিক বাজবে আর হেয়ার মৈদ্যে চুয়াবালি আর নতুন ভূতুমবুড়ি মঞ্চের বাইরে যাইবে]

ভূতুমবুড়ি-২:আমার বুড়া আঙ্গুলে খোচা দিয়া দিয়া
কান্ধে যার শুনি চড়ছে হে পড়ছে আইয়া
তালা খুইল্যা দ্যাও
খোচা খাও তো আও [মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ]

মাহফেদ: ও আন্ধারে চরুইন্যা রাইত্যা বুড়িরা, ক্যামোন আছো সবাই? কি হরতে আছো?

সবাই: করি এ্যাকখান কাম নাই যার নাম।

মাহফেদ: গায়েবি কতা কওয়ার তোমাগো যে পেশা হে গায়েব তোমরা ভালো বা মোনদো যে পোথেই জানো না ক্যানো যে পোথে হেই পেশার বরাতে আমি তোমাগো ধারে কিছু কতা জানতে চাই। তোমার হেই গায়েবের মর্ম যাই অউক, হেয়ার মর্মে যদি ধাবাড় উইড্যা মছছিদের মিনার ভাইঙ্গাও হালায়, হেতে যদি সাগোরে তুফান উইড্যা জাহাজগুলান সব তলাইয়াও যায়, হেতে যদি দুন্যইর ধানপান সব মাডিতে হোপাট অইয়াও যায়, হেতে কিল্লার দ্যাওয়াল ভাইঙ্গা

সেপাই-দারোয়ানরা যদি সব মইর‍্যাও যায়- তৌমো আমার সওয়ালগুলানের বিপরীতে তোমাগো জবাবে হেই গায়েবের মর্ম আমি জানতে চাই।

ভূতুমবুড়ি-১: কর তোমার সওয়াল।

ভূতুমবুড়ি-২: জানতে কি চাও হুনি।

ভূতুমবুড়ি-৩: আমরা সব সওয়ালের দিমু জওয়াব

ভূতুমবুড়ি-১: উত্তারগুলান কি মোরাই দিমু? নাকি আমাগো বুজুর্গ মনিবের মুখ দিয়া হোনবা?

মাহফেদ: বোলাও তয় হেরেই, হের মুখ দিয়াই হুনি।

ভূতুমবুড়ি: হেই হুয়ারের রক্ত আইন্যা দ্যাও
যে খাইছে হের নয়ডা নিজের ছাও
আরো লাগবে ফাসিতে মরার চর্বি
এই সব আইন্যা এই আগুনে ধরবি।

সবাই: আহমনারা সব আয়েন ধাইয়া আয়েন
মাহফেদের সওয়ালগুলার জওয়াব দিয়া যায়েন। [ঠাডার শব্দ। পেরথোম ছায়াভূত- আতওয়ালা এ্যকটা মাথা]

মাহফেদ: কও, গায়েবের কুতদরতে কও।

ভূতুমবুড়ি-১ : হে জানে তুমি কি জানতে চাও
কান ওনাইয়া হোনো আর চুপ কইর‍্যা রও।

ছায়াভূত-১: মাহফেদ, মাহফেদ, মাজদাফ খালি ভয়
ফয়রাবাদের আমিররেও খেয়াল দিতে অয়।

মাহফেদ: তুমি যেই অও, তোমার হুশিয়ারি আমি আমলে নেলাম। তয়, আরো একটু কতা।

ভূতুমবুড়ি-১: না না তোমার উকুমের দাস অইয়া হে কিছু কইবে না। আর এ্যাকজোন আছে, হেড্ডে হোনো। [ঠাডার আওয়াজের লগে নামে ছায়াভূত যার চেহারা অইলো এ্যকটা রক্তমাহা শিশু]

ছায়াভূত-২: মাহফেদ, মাহফেদ, মাহফেদ।

মাহফেদ: আরে হুনছি তো! আমার তিনডা কান থাকলে সব কয়ডাই তোমার কতা হোনার কামে লাগাইয়া দেতাম।

ছায়াভূত-২: রক্তারক্তিতে হও তুমি আরো গোঁয়ার
তোমারে মারার খ্যামোতা নাই কোনো পোলার
মাতারিগো জন্ম-পোথে জন্ম অইছে যার।

মাহফেদ: তয় মাজদাফ, তুমি বাইচ্যা থাকলেই বা আমার ভয় কি? হেয়ার পরও আমি আমার পোথ পরিস্কার রাখতে চাই। আমার ভাইগ্যো গোনা বুইনেগো সব ওয়াদা শক্ত রাখতে চাই। কাজেই মাজদাফ, তোমারে বাচতে দ্যাওয়া যাইবে না।

তোমারে মারলে আমার ভয়ডা আরো এট্টু কোমবে আর বাইরে ঠাডা-ফড়কুনি যা থাউক আমার ঘুমডা আরো এট্টু সহজ অইবে। [ঠাডার আওয়াজের লগে নামে ছায়াভূত-৩ যার চেহারা অইলো এ্যকটা শিশু যার মাতায় এ্যাট্টা গাছ] এইডা কি? দ্যাহায় য্যানো রাজকুমার আবার দেহি গাছ।

সবাই: চুপ কইর‍্যা হোনো, কতা নাই কোনো।

ছায়াভূত-৩: সিংহের মতো হিংস্র অও নাই কোনো ডর
তোমারে পারবেনা মারতে এ্যামোনই আমাগো বর
যতকুনে বারুইয়ার বন পারবে না আইতে দানসেনারগড়।

মাহফেদ: হেইডা তো কোনো দিন অইতেই পারে না। কেডা পারে এ্যাট্টা আস্তা বন আডাইয়া আইন্যা আমার বিরুদ্ধে খাড়া হরতে? আহ কি সুন্দর গায়েবি খবর। আমার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র হইর‍্যা কামিয়াব অইতে পারবে না যতকুনে না বারুইয়ার বন খাড়াইয়া উইড্যা আডা শুরু হরবে দানসেনার গড়ের দিক। মাহফেদের হায়াত অইবে হের আল্লাহর দ্যাওয়া হায়াত। হেয়ার আগে মাহফেদরে কেউ মারতে পারবে না। তোমাগো ধারে এ্যাট্টা জিনিস জানার খুব ইচ্ছা। কও তো, বানতেকের পোলারা কি এই দ্যাশের বাদশাহ অইবে কোনো কালে?

সবাই: আর কিছু জানতে চাইও না।

মাহফেদ: আমার খুব জানতে সাধ। এইডু না কইলে তোমাগো উপ্‌রে আল্লার লান্নৎ। কও তো দেহি এই ডেকচি মাডির নিচে তলাইয়া যাইতে আছে ক্যা? আর এই সব বাজখাই সব গানের আওয়াজের মাইনিডা কি?

ভূতুমবুড়ি-১: দ্যাহাও।

ভূতুমবুড়ি-২: দ্যাহাও।

ভূতুমবুড়ি-৩: দ্যাহাও।

সবাই: দ্যাহাও হেরে চোহে, হের বুকটা ভাসুক দুঃখে
ছায়ার রূপে দ্যাহাও কারা রাজা ঐ পক্ষে। [আষ্টোজোন রাজার এ্যাকটা শোভাযাত্রা যার শ্যাষ জোনের আতে এ্যাকখান আয়না। আর সবাইর পিছে বানতেক]

মাহফেদ: আরে তোর লগে তো বানতেকের চেহারার অনেক মিল মোনে অইতে আছে। নির্মূলি তুই গোল্লায় যা। তোর মাতায় মুকুট দেইখ্যা আমার চউখ দুইডা পুইড়্যা যাইতে চায়। আরে দোসরা যারে দ্যাখতে আছি হের মাতায় তো পুরা সোনার মুকুট আর চেহারায় হে-ও তো বানতেকেরেই মতো। তেসরা জনও তো একই রহোম। খানহি মাগিরা এ-গুলান কি দ্যাহাইতে আছে? চৌথাজোনও আলাদ রহোম না। ও আল্লাহ! কেয়ামত পর্যন্ত রাজা কি সব বানতেক ছিলছিলার? আমি আর দেখমু না। ঐ শ্যাষজোনের আতে দেহি আবার এ্যাট্টা আয়না। হেয়ার মৈদ্যে দ্যাহা যায় আরো অনেহেরে। হেয়ার কয়জোনের আতে আবার দুইডা তিনডা

হইর‍্যা রাজদন্ড। কী ভিরমি খাওয়ার জিনিসপত্তোর দ্যাখলাম! আর যা দেখছি হেয়া যে সব দস্তুরমতো সত্যি হেয়া বুঝাবার জিন্যে এই তো দ্যাখতে আছি বানতেকের রক্তমাহা দেহ আমার দিক চাইয়া আসতে আছে। ঐ মাগীরা, এয়া সব সত্যি?

ভূতুমবুড়ি-১: হ, সত্যি তো, তা কি অইছে?

মাহফেদ ক্যা থ অইয়া খাড়াইছে
আও বুইনেরা বানাই ওরে চাঙ্গা
নাচে গানে ওর মোন অউক রাঙ্গা। [গানের আওয়াজের আর নাচের মৈদ্য দিয়া ভূতুমবুড়িরা অদৃশ্য]

মাহফেদ: গ্যালো কই? নাই অইয়া গ্যালো? আমার পুন্‌জিগায় এই দিন খানেখারাবির এ্যাক দিন অইয়া গাইত্যা থাউক। বাইরে কে? ভিতরে আও?

লেনোছ মিয়া: বলেন জাহাপনা কি খ্যাদমোত করতে পারি?

মাহফেদ: আহমনে কি গায়েবি রাইজ্যের মহিলা কয়ডারে দ্যাখলেন?

লেনোছ মিয়া: না জাহাপনা।

মাহফেদ: হেরা আহমানর পাইশদাই গ্যালো না?

লেনোছ মিয়া: না জাহাপনা, এ্যামোন কেউ আমার পাইশদা যায় নায়।

মাহফেদ: এই খানে-খারাইপ্যা মাগিরা যে বাতাসে ভর দিয়া দৌড়ায় হেই বাতাসের পর্যন্ত কুড়ি অউক। আর যে-গুলানে এই মাগিগো বিশ্বাস করে হ্যাগো কপালে হারা জীবন করোল্লা ভাজা ল্যাহা অউক। আমি হোনলাম কয়ডা ঘোড়া ধাওয়াইয়া আইতে আছে। কারা আইছে?

লেনোছ মিয়া: দুইজন মানু আইছে এই খবর লইয়া যে মাজদাফ বাঘারপুর ভাগজে।

মাহফেদ: বাঘারপুরে ভাগজে?

লেনোছ মিয়া: জে, জাহাপনা।

মাহফেদ: [নিজে নিজে কতা] সোমায়, তুমি আমার চাইতে আউগাইয়া গ্যালা দেইখ্যা কামডা আমি করতে পারলাম না। আসলে এরাদাগুলানের লগে তাল রাইখ্যা কামগুলান যহোন আউগাইতে পারে না তহোন এই অবস্থাই অয়। এ্যাহোন হইতে খেয়াল রাখতে অইবে। এরাদা মোনের মৈদ্যে পয়দা অওয়ার লগা লগ কামহানও আতের মৈদ্যে পয়দা হইর‍্যা হালাইতে অইবে। ভাবনাগুলানরে কামিয়াবির মুকুট পরাইতে অইলে 'যেই ভাবা হেই করা'- এই কায়দায় আউগাইতে অইবে। এরাদা হরলাম মাজদাফের কিল্লা আর মহল আমি আক্রমন করমু। ফয়রাবাদও বাদ দিমুনা। পোলা মাইয়া বউ বাচ্চা যা পামু কচুর নাহান কাইড্যা হালামু। এফির আর বোগদার নাহান না কইর‍্যাই কইর‍্যা হালাইছির মতো ভাব লমু না। এরাদাডা মোনের মৈদ্যে ঠান্ডা আওয়ার আগেই কামহান কইর‍্যা হালাইতে অইবে। খানেখারাইপ্যা মাগিগুলার কতা আর হোনতে যামু না।

[লেনোছ মিয়ার উদ্দিশ্যে] কারা আইছে কইলেন? হেরা কই? আমারে হেগো ধারে লইয়া লন।

দৃশ্য-২

[ফয়রাবাদ, মাজদাফের কিল্লার মৈদ্যে এ্যাকটা কামরা। মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাজদেফা, হের ছেলে আর রসু মিয়া]

বিবি মাজদেফা: হের দ্যাশ দিয়া পলাইয়া যাওয়ার বেনায়ডাই তো বোঝলাম না।

রসু মিয়া: ধৈর্য ধরেন, ভাবি ছাহেব ধৈর্য ধরেন।

বিবি মাজদেফা: ধৈর্য হে তো ধরলো না মোডেও। পাগলের নাহান অইয়া গ্যালো পলানের জিন্যে। আহমনে বিশ্বাস ঘাতক না অইয়াও এই রহোম আচরণ করলে মানুষ আহমনারে সন্ধে করবেই।

রসু মিয়া: আহমনে তো আর নিশ্চিত না যে হের ভয়ই হেরে পলাইতে কইছে, নাকি হের অনেক পোড়খাওয়া বুদ্ধি হেরে পলাইতে কইছে।

বিবি মাজদেফা: হ, ভালোই কইছেন। বউ-মাইয়া-পোলা, ঘরবাড়ি থুইয়া পলান কি সুন্দার বুদ্ধির কাম, তাই না? আসল কতা আমাগো জিন্যে মায়াবাসনা নাই দেইখ্যাই হে পলাইতে পারছে। এই জগতে এ্যামোনকি এ্যাট্টা মুরহা বা কাউয়াও হের ছাওর পাশে বইয়া শত্তুর মোখালেফের লগে লড়াই করে, ছাওরে বিপদে হালাইয়া ভাইগ্যা যায় না। আর হের দ্যাখলাম নিজের পরানডাই সব। আমাগো জিন্যে বাসনার 'ব'-ও দেলডার মৈদ্যে নাই। এয়ার মৈদ্যে আহমনে সুবুদ্ধি কি দ্যাখলেন আমি বুঝি না।

রসু মিয়া: ভাবি ছাহেব, ধৈর্য ধরেন। আহমনার স্বামী, আমি যদ্দুর জানি অনেক ভালো মানুষ, অনেক বিচক্ষণ মানুষ। সোমায়ের খোড হের চাইতে ভালো বোঝে এ্যামোন মানু আমি কোম দেখছি। ভাবী আমার বড় খারাপ সোমায়ের মৈদ্যে দিয়া যাইতে আছি। বিশ্বাসঘাতকের তকমা আমাগো গায় ওঠতে এ্যাহোন কোনো কারণ লাগে না। আমরা ভয় পাই, তয় কি ভয় পাই হেয়া জানি না। সাগরের ঝড়ের মৈদ্যে অথৈ পানিতে উল্ডিপাল্ডি খাইতে আছি কিন্তু জানি না কোন্ দিগে যাইতেছি। ভাবি ছাহেব, এ্যাহোন আমি উডমু, তয় অল্প সোমায়ের মৈদ্যেই আবার এই যায়গায় আমু। ঘটনা খারাপের দিক যাইতে যাইতে এ্যাক সোমায় আবার উল্ডা পথে ভালোর দিগ যাইতে শুরু হরে। ভাবি ছাহেব, আল্লাহ আহমনার উপরে রহোম করুন।

বিবি মাজদেফা: এই পোলাপান এ্যাহোন বাপ থাকতেও বাপ-হারা।

রসু মিয়া: আমি এই যাগায় যতকুন থাকমু আহমনার হাছরত অতকুন বাড়তেই থাকপে। হেই জিন্যেও আমার ওডা দরকার। আমি উডি, ভাবি।

বিবি মাজদেফা: বাবারে, তোর বাপে মইর‍্যা গ্যাছে। এ্যাহোন চিন্তা কর, কি হরবি আর কিভাবে বাচবি।

ছেলে: য্যামোন পক্কিরা বাচে, মা!

বিবি মাজদেফা: পোকছোক মাশামাছি খাইয়া পক্কির নাহান বাচপি, না বাবা?

ছেলে: যা পাই হেইয়া খামু, মা।

বিবি মাজদেফা: পক্কিগো নাহান তুইও ভয় পাবি না জাল কিংবা পাতা ফান্দ?

ছেলে: ক্যা ভয় পামু মা? এ্যামোন অসহায় পাখির জিন্যে কেডা ফান্দ পাতে? আর মা, তুমি ভয় পাইয়ো না। আমার বাবা এ্যাহোনো মরে নাই।

বিবি মাজদেফা: বাবা, হে আর নাই। বাপ, তুই ক্যামনে চলবি?

ছেলে: স্বামী ছাড়া তুমি য্যামনে চলবা।

বিবি মাজদেফা: আমার পক্ষে তো বাবা লাগলে এক কুড়ি স্বামীও কেনা সম্ভব।

ছেলে: কেনবা কি ব্যাচার জিন্যে, মা?

বিবি মাজদেফা: বাবা, তুই কতায় তো পাহা আছোস। কামে কদ্দুর অও, আল্লা্য় জানে।

ছেলে: আমার বাপে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে, মা?

বিবি মাজদেফা: তোর আর আমার লগে অন্তত ...

ছেলে: বিশ্বাসঘাতক কি মা?

বিবি মাজদেফা: যে কিড়া দিয়া মিথ্যা কতা কয়।

ছেলে: সব বিশ্বাসঘাতকই কি এই এ্যাক কাম করে মা?

বিবি মাজদেফা: হ ,বাবা, যে এই কাম করে হে-ই বিশ্বাসঘাক। আর এ্যামোন সব বিশ্বাসঘাতকের ফাঁসি অওয়া উচিত।

ছেলে: যে কিড়া দিয়া মিথ্যা কতা কয় হেরই ফাসি অওয়া উচিত?

বিবি মাজদেফা: হ, বাবা।

ছেলে: কেডা দেবে এই ফাঁসি?

বিবি মাজদেফা: কেন? সৎ মানুষেরা।

ছেলে: তয় তো কিড়া দিয়া মিথ্যা কতা কওয়া মানষেরা সব বোগদা। মিথ্যা কয় না এ্যামোন মানুষ আর কয়ডা? হেই কয়ডায় ক্যাম্নে এ্যতোগুলান মানষেরে ফাঁসি দ্যায়?

বিবি মাজদেফা: আল্লাহ য্যানো আমার এই বান্দোরডার সহায় অয়। এ্যাহোন ক দেহি বাবা, তোর বাবারে ছাড়া তোর ক্যামনে চলবে?

ছেলে: আমার বাপ মরলে তুমি কানতা । আর তুমি না কানলে বুঝি আমার নতুন বাপের তুমি খোঁজ পাইছো।

বিবি মাজদেফা: বান্দোরডায় কতা কয় কি রহোম দ্যাহো। [মঞ্চে ঢোকপে এ্যাকজোন খবরবাহক]

খবরবাহক: বুইন, আল্লাহ আহমনার সহায় হন। আহমনে আমারে চেনেন না, তয় আমি জানি আহমনে অনেক ইজ্জতওয়ালা ঘরের এ্যাকজন আওরাত। আমি আশংকা করতে আছি আহমনার উপর এ্যাকটা বড় মুছিবত নামতে যাইতে আছে। আহমনে আমার মতো এ্যাকজোন নাদান এর কতা হোনলে আমি কমু আহমনে যতো তারাতারি পারেন আহমনার মাইয়াপোলা লইয়া এই জাগাইদ্যা পলান। আমি জানি আহমানারে এ্যাহোন ভয় দ্যাহান অনেক নির্দয় এ্যাকটা কাম, তয় আমি যা জানি হেতে আহমনারে সাবধান না করা অইবে আরো নির্দয় এ্যাক কাম। আল্লাহ আহমনাগো রক্ষা করেন। আমার আর এই জাগায় দেরি হরা ঠিক অইবে না।

বিবি মাজদেফা: ও মাবুদ, এ্যাহোন আমি কোনদিক যাই? আমি জীবনে কেউর খেতি হরি নায়। কিন্তু এ্যাহোন মোনে অইতে আছে আমরা এ্যামোন এ্যাট্টা দুন্যইতে বাস করতে আছি যেহানে অপরের খেতি হরাই অইলো ভালো কাম। আর পরের উপকার করলে এ্যাহোন পোথে পোথে বিপদ। পরের উপকার করা এ্যাহোন হারামির শ্যাষ ঘাট। তয় আর মাতারিগো নাহান ক্যান নিজের সাফাই গাইতে গিয়া কইতেছি যে আমরা তো কেউর খেতি হরি নায়? ওমা ঐ শয়তানের চেহারার মানুষগুলান কারা?

খুনী: তোমার ভাতারে কই?

বিবি মাজদেফা: আমার বিশ্বাস হে এ্যামোন কোনো নাপাক জাগায় নাই যেহানে তোমার মতো শয়তান ঢোকতে পারে।

খুনী: হে এ্যাক বিশ্বাসঘাতক।

ছেলে: ঐ দাড়কাউয়া, তুই মিথ্যা কইতে আছোস।

খুনী: এই পুজলাডা, তুই কইলি কি? [ছুরি দিয়া খুনের উদ্দিশ্যে আঘাত] বিশ্বাস ঘাতকের ছাও।

ছেলে: মা, ওরা আমারে মাইর‍্যা হালাইছে, তুমি পলাও- তুমি পলাও--- [বিবি মাজদেফা দৌড়াইয়া পলায় আর তার পিছে খুনিরা দৌড়াইতে থাহে]

দৃশ্য-৩

[মঞ্চে ঢোকপে মালতুম ও মাজদাফ]

মালতুম: লন, আমরা কোনো বিরানভূমিতে যাইয়া কাইন্দা কাইন্দা বুকটারে আইলহা হরি।

মাজদাফ: না না বরং লন আমরা আবার আতে তরোয়াল উডাই আর এই মুছিবাতের কালে জন্মভূমির পাশে খাড়াই। আমাগো জন্মভূমিতে আইজ পেরেতকটা সূর্য ওডে নতুন বিধবাগো চিৎকারে, নতুন এতিমেগো চিৎকারে।

দুঃখের গোঙ্গানিতে হেহানে আছমান পর্যন্ত ছাইয়া গ্যাছে। আছমানের দিক চাইলেও আইজ দ্যাহা যায় আমার জন্মভূমির দুঃখের আর যন্ত্রণার ম্যাঘ।

মালতুম: যে সব দুঃখের যন্তোনার কাহিনি হোনলাম হে সবের জিন্যে আমার কান্দন ছাড়া আর কি করার আছে? আর যিডু সোমায় অইলে আমি কিছু করতে পারমু বইল্যা বিশ্বাস করি আমার এ্যাহোনগো কান্দন হিড়ুর জিন্যেও। এই জালেম যার নাম লইলেও জিব্বায় ফোসকা পরবে বইল্যা মনে হয় হেরে এ্যাকসোমায় মানষে জানতে সৎ আর সাহসী এ্যাক পালোয়ান হিসাবে। এ্যাক সোমায় আহমনেও হেরে অনেক ভালো পাইতেন। এ্যাহোনো হে আহমানার কোনো খেতি হরে নায়। আমার মতো ছাওয়াল পাওয়াল এ্যাকটারে বিপদে হালাইয়া আহমনে হেড্ডে গোনে ভালো এনাম পাইতে পারেন। আমার মতোন এ্যাট্টা ভ্যাড়ারে জবোই দিয়া এ্যাকজোন রাগী দেবতারে যদি তুষ্ট হরা যায় হেলে তো হেডা বুদ্ধিমানেরই কাম অয়, নাকি?

মাজদাফ: আমি বেইমান না।

মালতুম: কিন্তু বাদশাহ মাহফেদ তো বেইমান। আর বাদশাহর উকুমে এ্যামোন বেইমানি এ্যাকজোন ভালো মানুষের পক্ষেও করা সোম্ভব। আমারে মাফ করবেন। আমার ভয়ের অনুমান তো আর আহমনার সততার স্বভাব বদলাইয়া দেবে না। ফেরেশতাগো সরদার আজাজীল শয়তান অইয়া গ্যালেও ফেরেশতা কইলে এ্যাহোনো ফেরেশতাই বুঝায়, আজাজিলরে বুজায় না। পাপের চেহারা মোনাফেকির বিনামায় ন্যাকের মতোন দ্যাহাইলেও ন্যাকের চেহারায় ন্যাকের নূরই থাহে।

মাজদাফ: আমি আশা আরাইলাম না।

মালতুম: আহমনে হয়তো আমার সন্দেহের কারণে আহমনার আশা হারাইছেন। আহমনে বউ পোলা মাইয়া এ্যামোন বিপদে হালাইয়া হ্যাগো এজাজাত না লইয়া পলাইলেন ক্যামনে, কন তো। আমি অনুরোধ করি আমার সন্দেহ আহমনার প্রতি আমার অসম্মান মনে কইরেন না। বরং আমার নিরাপত্তার জিন্যো এই সন্দেহ আমার জিন্যে আহমনে দরকারী মনে করেন। আমার অনুমান যাই অউক হেয়া আহমনার অসততার পেরমান না।

মাজদাফ: বেচারা জন্মভূমি তোমার রক্ত বন্ধের মিছিলে কেউ নাই। জালেম মাহফেদ, তুমি তোমার রাহাজানির রাজত্ব আরো শক্ত হইর‍্যা কায়েম করো। কারণ, এই রাইজ্যে এ্যামোন ন্যাককার কেউ নাই যে তোমার বিরুদ্ধে খাড়াইবে। তোমার খুনরাহাজানির ফল আরো মিডা অউক। তোমার গদির আর কোনো ভয় নাই। [মালতুমের উদ্দিশ্যে] বিদায়, শাহজাদা। তয় শাহজাদা মনে রাইখ্যেন আহমনে যাই ভাবেন না কেন, মাহফেদের রাইজ্যের সব সম্পদ কিংবা এই

পুবদেশের বেবাক রাইজ্যের সব সম্পদ দিয়াও আমি মাজদাফেরে বেইমান বানান যাইবে না।

মালতুম: মাইন্যোবর মাজদাফ, কষ্ট নিয়েন না। আমার এই কতাগুলান খালি আহমনার উপরে আমার সন্দেহের ফসল না। আমি জানি আমার দ্যাশ নির্মম জুলুমের ঘানির নিচে দিন দিন পচতে আছে। হের চোহের পানি ঝরতে আছে। হের গায়ের রক্ত ঝরতে আছে। পেরতেকটা নতুন দিন এর গায়ে নতুন কিছু জহোম যোগ করতে আছে। আমি জানি আমার দ্যাশের আমজনতাই না খালি, এই বাঘারপুরের নবাবও আমারে অনেক ফৌজ দিয়া সাহাইয্যো করবে যদি আমি আমার অধিকার আদায়ের জিন্যে মাহফেদের বিরুদ্ধে নামি। কিন্তু আমার ভয় অইলো আমার অধিকার আদায় অইলে, মাহফেদের বাদশাইর খতম অইলে দ্যাশটা এ্যাক জালেমের আত দিয়া আর এ্যাক জালেমের আতে না পড়ে। আমার তো ভয় অয় এ্যাহোন দ্যাশ যে জুলুমের মৈদ্যে আছে মাহফেদের পরে যে আইবে হের আতে দ্যাশের জুলুম ভোগান্তি আরো চরমে ওডবে।

মাজদাফ: আহমনে কার কতা কইতে আছেন?

মালতুম: আমি আমার নিজের কতা কইতে আছি। আমার জানা মতে এই আমার মৈদ্যে এ্যামোন পাপ নাই যা বাসা বান্ধে নায়। আমার হেই পাপ যহোন উদাম অইয়া নামবে হে সোমায় তো এই মাহফেদেগোই বরং দুধে ধোয়া মনে অইবে। এই দ্যাশ হে সোমায় ভাববে মাহফেদই তো আলহে কৈতোরের নাহান সাদা।

মাজদাফ: জাহান্নামের জগতেও এ্যামোন কোনো শয়তান নাই যে মাহফেদের চাইতে কু-কামে আউগাইয়া থাকতে পারে।

মালতুম: আমি জানি মাহফেদের কুকামের খৈত্যান অনেক লোমফা। হে রক্তচোষা, হে মিথ্যুক, হে মোনাফেক, হে মাগিবাজ, হে হিংসুইট্যা- এ্যাক কতায় মানের খারাপ চরিত্রের পেরায় সবই হের আছে। তয় কিনা নাম দিয়া মাহফেদের কুকামের সংখ্যার সীমানা দ্যাওয়া যায়। আমার বদ খাছলতের সীমানাও নাই, থৈও নাই। আহমানার বৌ-মাইয়া-মা-মাসী-ঝি-আয়া সবে মিল্যাও আমার কাচা চামড়ার খায়েশে সীমানা টানতে পারবে না। আমি আমার খামখেয়ালির আউশ পুরাইতে এ্যামোন কাম নাই যা করতে পিছপা অমু। এ্যাহোন আহমনে অবশ্যই মানবেন। যে আমার দ্যাশ চালানের জিন্যে আমার চাইতে মাহফেদই ভালো।

মাজদাফ: কারো স্বভাবে বেহদ খামখেয়ালি মানেই অইলো জুলুমের স্বভাব এ্যামোন এ্যাক খেয়ালের আউস পুরাইতেই খালি অইছিলো আমার দ্যাশের সিংহাসনসহ এ্যামোন অনেক দ্যাশের সিংহাসন। হেয়ার পরও আমি কমু আহমনার মুকুট আহমনের মাতায় পরতে দোমোনদশায় পইরেন না। আহমনে যে খায়েশের কতা কইলেন নিজের মহলে এইডা পূরণ করা কোনো ব্যাপারই না। দ্যাশ জুইর‍্যা অনেক আওরাত আছে যারা বাদশাহর সাধের আয়োজনে নিজেরে

তুইল্যা দিতে খোশনছিবই ভাববে। আহমনে বরং হেগো খায়েশের সীমা পূরণ করতে পারবেন না বইল্যাই আমার মোনে কয়।

মালতুম: আমারে আহমনে এ্যাহোনো বোজেন নায়। আমার মৈদ্যে কি এ্যাকখান লোভ যে আস্তানা গাড়ছে হেয়া আহমনে জানে না। আমি যদি বাদশাহ অইতো জমিদারগো মাইর‍্যা হেগো জমি-জায়গির সরাসরি আমার বানামু। হেগো ধন-রত্ন-মহল সব আমার বানামু। আরো পাওয়ার আকাঙ্খা অইবে আমার খিদা বাড়ানোর আচার। ভালোগো লগে বিবাদ বাজাইয়া হেগো শ্যাষ করা অইবে আমার আসল কাম।

মাজদাফ: কাচা চামড়ার খায়েশের চাইতে তুলনায় ধনদৌলতের লোভ অবশ্য অনেক বড় সোমেস্যা। কাচা চামড়ার খায়েশ বা সোজা বাংলায় মাগিবাজির সোমেস্যাডা অনেকটা মৌসুমি এ্যাট্টা ব্যাপার। জীবনের বসন্ত যে কয়দিন ঐ কয়দিনের। কিন্তু লোভ নামের পরের সোমেস্যাডার এ্যাক্কেবারেই বে-এনতেহা হায়াত। আবার অনেক বাদশার বিরুদ্ধে জনতার ক্ষেইপ্যা যাওয়ার ইতিহাসের গোড়ায়ও দ্যাহা যায় এই সোমেস্যা। হেয়ার পরও আমি কই আহমনার দোমোনদশা কাডান। শাহবাজ মুল্লুকের সম্পদ যিডু আছে হিডু আহমনার আহাই পূরনের জিন্যে যথেষ্ট বইল্যা আমার মোনে অয়। ফলে আহমনার এই দুই সোমেস্যা বেশি বড় না যদি এয়ার বিপরীতে আহমানর গুনগুলার জোর কিছু বেশি থাহে।

মালতুম: আমার তো এই সবই আছে, গুণের তো কিছুই নাই। যে সব গুণ না অইলে বাদশাহ শব্দডাই অয় না, য্যামোন ইনসাফ, হক কতা, উদারতা, ক্ষমা, বিনয়, পালোয়ানি, ইনসানিয়াত, এসতেকামত এয়ার কিছুই আমার নাই। বরঞ্চ এ সবের উল্ডা পাপগুলান সব আমার আছে। যা আহমনে দ্যাখতেই পাইতে আছেন। আহমনে বুইঝ্যা লন, আমি গদিতে গেলে শান্তির সবডু দোজখে পাডামু। দুন্যইর সব মিলমিশ ছুইড্যা যাইবে আর হাঙ্গাডা দুন্যই ঠাডার মতো গইরজা ওডবে।

মাজদাফ: ও আমার অভাগা দ্যাশ, মুল্লুক শাহবাজ!

মালতুম: শাহবাজ মুল্লুকের বাদশাহ ইসাবে যে-রহোম যে-রহোম কইলাম ঐ রহোম এ্যাকজোন উপযুক্ত অইলে কন, আমি রাজি আছি।

মাজদাফ: এই রহোম এ্যকজোন শাহবাজ মুল্লুকের বাদশাহ অওয়ার উপযুক্ত? এই রহোম খানেখোদা কিসিমের কোনো মানুষ আল্লাহর দুন্যইতে হোয়াস লওয়ারই তো উপযুক্ত না। ও আমার অভাগা দ্যাশ! এই রক্তঝরা রাজদণ্ড দিয়া তুমি কবে যে মুক্তি পাব! কবে যে হেইদিন আইবে যেইদিন তোমার সিংহাসনে আমরা আবার দেখমু আদত রাজরক্তের ওয়ারিস? অথচ যে হেই রাজরক্তের ওয়ারিস ছিল হে নিজেই নিজেরে এ্যামোন লান্নতের যোগ্য ইসাবে দ্যাহাইতে আছে যা হের বাপের গায়ের উপরে পর্যন্ত কলঙ্কের দাগ। জানতাম আহমনার বাবা

আলহে এ্যাকজোন সত্যিকার সাধু মানুষ। যে-রানীর প্যাডে আহমনার জন্ম হে রানী দিনের মৈদ্যে বইয়া থাকতে যতকুন হেয়ার চাইতে নামাজে খাড়াইয়া থাকতে অনেকগুন বেশি সোমায়। আর হেগো ফরজন্দো আহমনে। আহমানরে বিদায়। যে পাপে আহমনে নিজেরে ভাসাইছেন হেই পাপ য্যানো আমারেও আইজ ভাসাইয়া দেলো শাহবাজ মুল্লুক হইতে। আমার কইলজার দ্যাশ শাহবাজ মুল্লুক, তোমার জিন্যে আমি আর কোনো সুদিন দেহি না।

মালতুম: মাজদাফ, দ্যাশের জিন্যে আহমনার এই মহব্বত আহমনার উপ্‌রের আমার সব সন্ধে কাডাইয়া হালাইছে। আমি এ্যাহোন বুঝি আহমনে সৎ আর সম্মানী এ্যাকজোন মানু। আসলে শয়তান মাহফেদ অনেক ছল-চাতুরি দিয়া আমারে বিপদে হালানের জিন্যে অনেক শয়তান কিছিমের লোক নিয়োগ দেছে। এ কারণেই আমি এ্যাহোন সহজে কোন মানু বিশ্বাস করতে পারতে আছি না। তয় আহমনার উপ্‌রিদ্যা হেই অবিশ্বাসটা উডাইয়া নেতে আর এ্যাট্টা ইমানি রেশতা কায়েম করতে খোদ আল্লায়ই মদত করবে বইল্যা মোনে অইতে আছে। হেই এহছাছ লইয়া কইতে আছি আহমনে আইজ হইতে আমার ব্যাবাক দিশদিশার মুরুব্বি। আর ইমানে কইতে আছি এতকুন যা কইছি সব ভুয়া। এইসব চরিত্রের কোন কিছুই আল্লাহর রহমতে এ্যাহোনো আমারে নাপাক করতে পারে নায়। এই-গুলানই জীবনের পেরথোম মিথ্যা কতা যা এতকুন আহমনার লগে কইলাম। আমার সত্যিকার 'আমি'রে আইজ এই মুহূর্তে আহমনার উপ্‌রে সোপর্দ কইর‍্যা দিলাম। এই আমি এ্যাহোন হইতে আহমনার আর আমার অভাগা দ্যাশ শাহবাজমুল্লুকের। আহমনে যেইভাবে যেই পোথে আউগাইতে কইবেন হেই ভাবে আউগাইতে চাই। জনাব সেহারদুল দশ আজার ফৌজ লইয়া রওয়ান দেওয়ার অপেক্ষায় আছে। এবার আমরা সবাই একত্র অইতে চাই। আমাগো উদ্দিশ্য যদি সৎ আর সঠিক অয় তাইলে আল্লাহ য্যানো আমাগো কামিয়াব করেন। আহমনে এ্যামোন ছবির মতো নিরব অইয়া গ্যালেন ক্যা?

মাজদাফ: ঘটনাহান এই পিঠ দিয়া ঐ পিঠে এমোন ভাবে ঘুইর‍্যা গ্যালো যে আমি দিশা গুছাইয়া ওঠতে পারতেআছি না। [মঞ্চে ঢোকপে এ্যাকজোন কবিরাজ]

মালতুম: আমরা এই সব লইয়া শিগগিরই আবার কতা কমু। [কবিরাজের উদ্দিশ্যে] আহমনে কি জানেন নবাব এই দিক আইতেছে কিনা?

ডাক্তার: জে জনাব, কিছু দুর্ভাগা মানুষ বাইরে অপেক্ষা করতে আছে। হেরা এ্যামোন এক রোগে ভোগদে আছে আমাগো কবিরাজিবিদ্যা যে রোগের উপশমে কিছুই করতে পারতে আছে না। তয় আমাগো নবাব আল্লাহর মেহেরবানিতে এ্যামোন এ্যাক কুদরাত বা কেরামতের মালিক যে হে এই রোগও আল্লাহর ইচ্ছায় হারাইয়া দেতে পারে।

মালতুম: কবিরাজ, আহমনারে ধৈন্যোবাদ।

মাজদাফ: হে কোন্ রোগের কতা বুঝাইলো?

মালতুম: এডা এ্যাক ধরনের ঘা। আমি যতদিন ধইর‍্যা এই বাঘারপুরে আছি ততদিনে দেখছি অনেহেরেই নবাব এই রোগ হইতে আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তি দেছে। কিভাবে যে হে এই যোগ্যতা হাছিল করছে আল্লাহ মালুম। আমরা দেখছি কোনো রুগি গায়ে ঘা আর বড় বড় ফোলা দাগ লইয়া আইলে নবাব এ্যাকখান সোনার মোহর রুগির গর্দানের উপ্‌রে রাইখ্যা কি সব দোয়া কালাম পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে রুগি ভাল অইয়া যায়। এই ভালো অওয়া খালি ঐ রুগির মৈদ্যেই শ্যাষ অইয়া যায় না। রুগির আওলাদ ফরজন্দেরও আর এই রোগ কোনো সোমায় অয় না। এই কবিরাজি কেরামতির লগলগ এই নবাবের আরো এ্যকটা কেরামত অইলো হে গায়েব দিয়া মানুষের তকদিরের অনেক খবর কইতে পারে। [মঞ্চে ঢোকপে রসু মিয়া]

মাজদাফ: দ্যাহেন কে আইছে।

মালতুম: বোঝা যায় আমার দ্যাশের কেউ। তয় কিনা আমি এ্যাহোনো পুরা চিন্যা পারি নায়।

মাজদাফ: আমার দরদের ভাই। আয়েন, এই দিক আয়েন।

মালতুম: ও আল্লাহ আমি ওনারে পুরাই চিনছি এ্যাহোন। আল্লাহ তুমি আপন মানষেরে না চেনার এই দুরত্ব ঘুচাইয়া দ্যাও।

রসু মিয়া: আমিন।

মাজদাফ: শাহবাজমুল্লুক কি য্যামোন দেইখ্যা আইছি হেই রহোমই আছে?

রসু মিয়া: অভাগা ঐ দ্যাশের কতা আর জিগাইয়েন না। ঐ দ্যাশ আর আমাগো মা কিম্বা মাতৃভূমি নাই। ওডা এ্যাহোন এ্যাট্টা কবরস্তান। ওহানে মানুষ হাসতে ভুইল্যা গ্যাছে। মানষের নেয়াস, গোঙানি আর কান্দনে ওহানের বাতাস এ্যাহোন নিত্য এফোড়-ওফোড় অয়। ওহানে উন্নতি আর বর্তমানের কীর্তি বলতে বুঝায় খালি দুঃখের দামাড়োক। ওহানে জানাজায় আর কেউ জিগায় না- 'এডা কার লাশ'। কত আর জিগাইবে? এ্যাট্টা ফুল যিডু সোমায় টেহে হেয়ার চাইতেও কোম টেহে আমার দ্যাশে আইজ ভালো মানষের জীবন। মরার জিন্যে আমার দ্যাশে আর কোনো রোগ লাগে না।

মাজদাফ: ভাই কি করুণ আহমনার কতা! অথচ জানি আহমনে এট্টুও মিথ্যা কন নাই।

মালতুম: জুলুম-অত্যাচারের এ্যাট্টা শ্যাষ খবর কন্ তো।

রসু মিয়া: শ্যাষ বলতে তো কিছুই নাই। মিনিটে মিনিটে হেহানে জুলুমের নতুন খবর।

মাজদাফ: আহমনার ভাবি, মাইনি, আমার বেগম সাহেব ক্যামোন আছে জানেন?

রসু মিয়া: ভালো আছে

মাজদাফ: আমার পোলা মাইয়ারা?

রসু মিয়া: হেরাও ভাল আছে।

মাজদাফ: ঐ জালেমে এ্যাহোনো ওগো শান্তিতে থাকতে দেছে?

রসু মিয়া: আমার ঐ দ্যাশ দিয়া রওয়ানা দ্যাওয়া পর্যন্ত ভালোর খবরই জানি।

মাজদাফ: কতাগুলান এ্যামোন এ্যাক দুই শব্দে কইতেছেন ক্যান? এট্টু ভালো হইর‍্যা কন।

রসু মিয়া: অনেক কষ্টের অনেক খবর লইয়া এই মুল্লুকের দিক রওয়ানা অওয়ার পর পোথে পোথে মানষের ধারে এ্যাট্টা আশার খবর হোনলাম। অনেক আমির ওমরাহ নাকি মাহফেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেছে। আমার ধারে খবরডা বিশ্বাসের মোনে অইলো কারণ আমি দ্যাখলাম ঐ জালেমের ফৌজেরা চাইরদিক টহল দেতে আছে। এ্যাহোনই সোমায় ঐ আমির ওমরাহগো সাহায্য করার। [মালতুমের উদ্দিশ্যে] আহমনেরে লগে পাইলে আমার দ্যাশের সব মানুষ ফৌজ অইয়া যুদ্ধে নামবে, মাতারিরা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে বইয়া কানবে না।

মালতুম: হেগো আশ্বস্ত করেন আমরাও রওয়ানা দেতে আছি। বাঘারপুরের দয়ালু নবাব হের সিপাহসালার সেহারদুলের লগে দশ আজার ফৌজ আমাগো লগে পাডাবার উকুম দেছে। আর সেহারদুলের কতা তো আহমনারা জানেনই। সেহারদুল এই জগতের রুস্তম।

রসু মিয়া: আমার ঝুলিতে এ্যামোন সান্তনা আর বল-ভরসার খবর আর যদি এ্যাট্টাও থাকতে! আমার ঝুলিতে আর যে খবর আছে হে খবর মুইখদা বাইর হরতে আমার মানুজোনের আকার নাই এ্যামোন এ্যাকখান মরুভূমি দরকার। যেহানে আমি চিৎকার দিয়া গলা ফাডাইয়া আমার খবরগুলান কমু কিন্তু কেউর হুইন্যা চাপরাইয়া বুক ফাডান লাগবে না।

মাজদাফ: এই খবর কার? সবাইর? নাকি আছমানের দাগাইন্যা কোনো এ্যাক পোড়াকপাইল্যার?

রসু মিয়া: এই খবরের কষ্ট কেউর কোম না। তয় আহমনার সবচাইতে বেশি।

মাজদাফ: এইডা আমার খবর অইলে আহমনার আল্লার দোয়াই, খবরডা দিয়া হালান, দেরি হইর‍্যেন না।

রসু মিয়া: আমি আহমনারে যে খবর দিমু, কছম খোদার, আহমনার কান এ্যামোন দুঃখের খবর আর কোনোদিন হোনে নায়। আমি জানি না এই খবর দ্যাওয়ার দায়ে আহমনার কান আমারে কোনোদিন মাফ করবে কিনা।

মাজদাফ: আহমনার কওয়া লাগবে না, আমি বোজদে পারছি।

রসু মিয়া: আহমনার কিল্লা ও মহলে জালেমের লোকেরা আক্রমন করছে। আহমনার পোলারে আর বিবিরে ওপাড়ের দুনিয়ায় পাডাইয়া দেছে। আমি যদি

আরো বিত্তান্তো হইর‍্যা কইতে যাই তয় মোনে কয় পারি আহমনার মরার খবরডাও আহমনারে দিয়া দেতে।

মালতুম: আল্লাহ তুমি রহোম কর। না ভাই আহমনে আহমনার টুহি নিয়া মুখ ঢাইক্যা চোহের পানি আড়াল কইর‍্যেন না। আহমনে চোহের সবটু পানি আহমনার শব্দের লগে ঝরতে দেন। যে দুঃখ শব্দ অইয়া বুক দিয়া বাইর অয় না হে দুঃখ বুকটারেই শ্যাষ পর্যন্ত আর আস্তা রাখতে দ্যায় না।

মাজদাফ: আমার আহলে আওলাদ সব শ্যাষ?

রসু মিয়া: আহমনার বিবি-বাচ্চা, চাহোর-নফর যাগোই জালেমের বাহিনীতে আতের ধারে পাইছে হেরাই সব শ্যাষ।

মাজদাফ: কি পোড়াকপাইল্যা আমি! দ্যাশের জিন্যে এগো আমি হালাইয়া থুইয়া আইতে বাইধ্যো অইলাম। এ্যাহোন আমার সব শ্যাষ?

রসু মিয়া: জে ভাইজান, সব শ্যাষ।

মালতুম: ধৈর্য ধরেন, এট্টু শান্ত হন। ভাবেন যে পিরতিশোধ, এ্যাকমাত্র পিরতিশোধ ছাড়া এই যন্তোনার আর কোনো দাওয়াই নাই।

মাজদাফ: আহমনার তো মাইয়া পোলা নাই। এই যন্তোনা আহমনার বোঝার না। আমার পক্কিগুলানেরে সব মাইর‍্যা হালাইছে? আমার ময়নাগুলানেরে সব মাইর‍্যা হালাইছে? ও আল্লা, এ কোন চিল তুমি আসমান দিয়া নামাইলা? আমার ময়নারা, আমার পক্কিরা সব এ্যাক চিলের থাবায় চইল্যা গ্যালো!

মালতুম: আয়েন, বীরের মতোন খাড়ান এর পিরতিশোধ নিতে।

মাজদাফ: আমি বীরের মতোই খাড়ামু। তয় আমিতো মানুষ। এই ঘটনায় আমার কানতেও অইবে মানষেরই মতোন। আমার ভোলার উপায় নাই যে আমার কয়েউক্কা ময়না আলহে। এই ঘটনা যে সোমায় ঘটলো আল্লায় কি এ্যাকফিরো চাইলোনা আমার হেই ময়নাগো দিক? ওরে মাজদাফ, তুই তো পাপ করলি? দ্যাহার তো কতা আলহে তোর, আর তুই-ই তো ফালাইয়া থুইয়া আইলি! তোর কারনেই এই চিল আইতে পারলো তোর মহলে। আল্লাহ তুমি আমার ময়নাগো ভেস্ত নছিব কইর‍্যো।

মালতুম: এই ঘটনাই মাহফেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহমনার তরোয়ালের ধার শানানের পাথ্‌থোর অইয়া উড়ুক এই দোয়া করি। এই যন্তোনা আহমনার মাতাডারে পাগোল বানাইয়া দিউক পিরতিশোধের জিন্যে।

মাজদাফ: আল্লাহ তুমি এই যুদ্ধে নামার রসদ আর ছামান তৈয়ারের সোমায়ডুক ছোডো বানাইয়া দ্যাও। আমি শাহবাজমুল্লুকের ঐ শয়তানরে যত ত্বরাত্বরি সোম্ভব আমার তরোয়ালের সামনে চাই।

মালতুম: এই না কাবেল মরদের মতো আওয়াজ! লন, আমরা নওয়াবের ধারে যাই। নওয়াবের ধারে যাইয়া কই যে, 'আমরা তৈরি, আহমনার এজাজত অইলেই

আমরা রওয়ানা দেতে পারি'। হায়াতির গাছে মাহফেদের পাতার বোট এ্যাহোন ঝুলান দিয়া হালাইয়্যা দ্যাওয়ার অপেক্ষায়। মোনডারে এ্যাহোন এট্টু আইলহা হরার চেষ্টা হরেন।

অংক-৫

দৃশ্য-১

[দানসেনারগড় কিল্লার মৈদ্যে একটা কামরা। মঞ্চে ঢোকপে এ্যাকজোন কবিরাজ ও এ্যাকজোন মহিলা]

কবিরাজ: আমি আহমনার লগে দুই রাইত ধইর‍্যা তো দ্যাখলাম। কিন্তু আহমনার কতার তো কোনো পেরমান পাইলাম না। আহমনে হেরে শ্যাষ কবে দ্যাখছেন ঐ রহোম আটতে?

মহিলা: বাদশাহ মাহফেদ যুদ্ধে যাওয়ার পরে আমি হেরে দ্যাখতাম যে হে বিছাইনদা উইড্যা হের কামরার দরজা খোলতো। হেইয়ার পর কামরাইদ্যা বাইরাইয়া এ্যাট্টা কাগজ আতে লইতো, হেডারে ভাজ করতো, হেই ভাজ করা কাগজটায় কিছু ল্যাখতো। হেয়ার পর ল্যাহা কাগজটা পইড়্যা আবার ভাজ কইর‍্যা এ্যাট্টা খামে ঢুকাইতো, এরপর আবার বিছানায় যাইতো। এই সব কামগুলানই হে করতো পুরা ঘুমের মৈদ্যে।

কবিরাজ: বিধাতার নিয়মের পুরা বাইরের এ্যাকখান ঘটনা। একই সোমায় ঘুমাইয়া থাহা আর হজাগ থাহার দুই সুবিদা ভোগ করা! এই সোমায় হেরে কিছু কইতে হোনছেন?

মহিলা: জনাব, কিছু কতা হে কইতে ঠিকই, তয় হেই কতা আমি আহমনারে কইতে পারমু না।

কবিরাজ: আমারে হেগুলান আহমনে কইতে পারেন। আমরে কওয়া খুব দরকার।

কবিরাজ: আহমনেরে না খালি, ওয়া আমি কোনোহানেই কইতে পারমু না। কারণ হে কতার কোনো সাক্ষি পেরমান নাই। [মঞ্চে ঢোকপে বিবি মাফেদা এ্যাকটা মোমবাতি লইয়া] দ্যাহেন ঐ যে আইতে আছে। এই পোষাকে হে আয় এবং আমি নিশ্চিত যে হে এ্যাহোন গভীর ঘুমে। ভালো হইর‍্যা খেয়াল কইর‍্যেন।

কবিরাজ: মুম-বাতিডা পাইলো কই?

মহিলা: এডা হের ঘুমাবার ঘরেই জালাইন্যা থাহে। হে উকুম দিয়া গ্যাছে হের ঘরে রাইতে কোনো সোমায় য্যানো বাতি নিভানো না অয়।

কবিরাজ: আরে, হের চউখগুলান তো খোলা!

মহিলা: কিন্তু হের ইন্দ্রিয়গুলান কিন্তু এ্যাহোন কাম করতে আছে না।

কবিরাজ: করতে আছে কি? আতটারে খালি ঘষতে আছে ক্যান?

মহিলা: এ্যামোনডাই রীতিমতো করে। মোনে হয় য্যানো আতদুইডারে ধুইতে আছে। এই রহোম ঘষতে থাহে পেরায় সিহি ঘোন্টা ধইর‍্যা।

বিবি মাফেদা: এ্যাহোনো দাগটা গ্যালে না।

কবিরাজ: ঐ হোনেন, কতা কইতে আছে। আমি লিখ্যা রাখমু হে যায় কয় সব। এইগুলাই আমার কামে লাগবে।

বিবি মাফেদা: কি যে খানে-খারাইপ্যা দাগ। মোডে ওডেই না। ওঠ, কইছি ওঠ। রাইত দুইটা বাজে। খুনডা করার তো এ্যাহোনই সোমায়। এ্যাহোন সব দোযখের নাহান আন্ধার। ছি ছি তুমি না ফৌজি পালোয়ান! আর তোমার ঐ রহোম ডরের কইলজা! এতে আমাগো ভয়ের কি? কেউ আমাগো কোনোদিন সন্ধেও করবে না, ছওয়ালও করবে না। কেডা জানতে ঐ বুড়া ব্যাডার গায় অতো রক্ত থাকপে!

কবিরাজ: হোনছেন, কি কয়?

বিবি মাফেদা: ফয়রাবাদের আমিরের এ্যাক বৌ আলহে? এ্যাহোন হে কই? এই আত-দুহান কি জীবনে পরিস্কার অইবে না? আমার জান, আহমনে এ্যামোন বৌতির মধ্যে আইটকা যাইয়েন না- আমাগো সব কিছু ওলট-পালট অইয়া যাইবে। আমাগো সব কিছু শ্যাষ অইয়া যাইবে।

কবিরাজ: ছি, ছি, আপনি এ্যামোন কিছু জানেন যার কামড় দিয়া আহমনে মুক্তি পাইতে আছেন না!

মহিলা: সে এ্যামোন কিছু বইল্যা ফালাইছে যা হের বলা উচিত অয় নায়।

বিবি মাফেদা: আতটা দিয়া রক্তের গোন্দোডা এ্যাহোনো যায় না। হারা আরবের আতর মাইখ্যা ও মোনে হয় এই গোন্দো সরান যাইবে না।

কবিরাজ: কি আফছুছের সব শব্দ! ওনার কইলজার মৈদ্যে মোনে কয় অনেক কষ্ট!

মহিলা: ঐ রহোম এ্যাকখান কইলজা কবুল করার শর্তে তিন রাইজ্যের রানী বানাইবে কইলে হেতেও আমি রাজি অইতাম না।

কবিরাজ: দেখি, কি অয়।

মহিলা: আল্লাহ ওনার ভাল হরে, দোয়া করি।

কবিরাজ: এই রোগ আমার কবিরাজির বাইরে। অবইশ্যো আমি হুনছি এ্যামোন মানের কতা যারা ঘুমের মৈদ্যে আটছে তয় হেরা মরার সোমায় সুস্থমতো বিছনায় হুইয়াই মরছে।

বিবি মাফেদা: আত দুইডা ধুইয়া আয়েন, রাইতের জামাডা গায়ে দেন, চেহারাডা অমোন ফ্যাহাইস্যা বানাইয়া রাইখ্যেন না- আমি তো কইছি আহমনারে, বানতেক এ্যাহোন কয়বোরে- হে কয়বোরে গোনে উইড্যা এহানে আইতে পারে না।

কবিরাজ: বানতেকের মৃত্যুও হেলে এই ভাবে অইছে!

বিবি মাফেদা: বিছনায় যান, বিছনায় যান, সদর দরজায় কেডা জানি কয়রা লাড়াইতে আছে। আয়েন, আয়েন, আমাডেড আতটা দেন। যা এ্যাকবার করা অইয়া যায় হেয়া আর না-করা বানান যায় না। লন, লন, বিছনায় যাই।

কবিরাজ: এ্যাহোন কি ঠিকই বিছনায় যাইবে?

মহিলা: সোজা

কবিরাজ: বাতাসে অনেক কতা ভাসতে আছে। আকাম করলে হেয়ার ফল আছমাইনদা এ্যামোন কায়দায়ই নামে। নষ্ট মোনের নষ্ট কতাগুলান বালিশের ধারে অইলেও এ্যাক সোমায় না এ্যাকসোমায় বাইরাইয়া যায়। চাইপ্যা রাহা যায় না। এ্যামোন রুগির তিহিরছা করতে আছমানে ছাড়া জমিনে সোম্ভাব না। আল্লাহ আমাগো সবাইরে মাফ করুক। [মহিলার উদ্দেশ্যে] হের দিক খেয়াল রাহেন। কোনো কিছুতে হেরে বিরক্ত কইর‍্যেন না। তাজ্জব জিনিস দ্যাখলাম আজব জিনিস জানলাম। কি জানলাম হেয়া কওয়ার না। বিদায়।

মহিলা: বিদায়, কবিরাজ বাবু।

দৃশ্য-২

[দানসেনারগড়ের এ্যাক গ্রাম। মঞ্চে ঢোকপে নিশান আর রনবাদ্য লইয়া মেনতের হোসেন, কান্তিবাবু, অংশু মিয়া, লেনোছ মিয়া আর ফৌজেরা]

মেনতের হোসেন: বাঘারপুরের ফৌজেরা শাহজাদা মালতুমের নেতৃত্বে কাছাকাছি আইস্যা পোছছে। লগে আছে পালোয়ান সেহারদুল ও জমিদার মাজদাফ। পিরতিশোধের আগুনে হেরা জ্বলতে আছে। যে জুলুম আর অন্যায় হেগো উপরে করা অইছে হেয়ার পিরতিশোধ নেতে হেরা এ্যাহোন মরণ বাবুল কইর‍্যা নামছে।

অংশু বাবু: বারুইয়ার বনের ধারে হেগো লগে আমাগো দ্যাহা অইবে। ঐ পোথ দিয়া হেরা আইতে আছে।

কান্তি বাবু: শাহজাদা গোলাম নবী কি হেগো লগে আছে?

লেনোছ মিয়া: না হে এগো লগে নাই। শাহজাদা মালতুমের লগে যে-সব আমির-ওমরাহ-জমিদার আছে হেগো এ্যাট্টা ফর্দ আমি জোগাড় করছি। সেহারদুলের ছেলে সহ এ্যামোন আরো দুইচারজোন আছে যারা এই পেরথোম যুদ্ধে নামছে।

মেনতের হোসেন: ঐ জালেমে এ্যাহোন কি করে?

কান্তি বাবু: দানসেনারগড়ের কিল্লা ফৌজে ফৌজে ছাইয়া হালাইতে আছে। কেউ কেউ কয় উনি পুরা পাগল অইয়া গ্যাছে। যারা এট্টু কোম ঘিন্না হরে হেরা কয় যে হে পাগল অয় নায় ঠিক তয় কামকাইজ যা করতে আছে হেয়া ঠিক পাগলের নাহান। তয় এডা ঠিক যে নিজের ফৌজেরে পুরা মানাইয়া গোনাইয়া চালানের কায়দা হের আর নাই।

অংশু বাবু: জালেম মাহফেদ এ্যাহোন ট্যার পাইতে আছে যে খুনের রক্তের দাগ আতে গোনে উডান সোজা না। মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন বিদ্রোহ ঘোষণা অইতে আছে হের জুলুমের বিরুদ্ধে। যে কয়জোন আমির-ওমরাহ হের লগে এ্যাহোনো আছে হেরাও ইজ্জাত বা মহব্বতে নাই, খালি শৃঙ্খলা রক্ষার জিন্যে আছে। হের বাদশাই নাম এ্যাহোন বায়োনের গায়ে পিন্দাইন্যা দৈত্যের জামার মতোন ঝোলতে আছে।

মেনতের হোসেন: হের চৌখ-কানেরে আর উল্ডাপাল্ডা দ্যাহার জিন্যে দোষ দিয়া লাভ কি? হের শরিলের অন্দর মহলের সব খাইনদাই এ্যাহোন পেরমান বাইরাইতেআছে যে দ্যাশজোড়া সব খুনখারাবির মূলে অইলো গিয়া এই মাহফেদ।

কান্তি বাবু: এই সব পেরমানাদির উপ্‌রে খাড়াইয়াই তো আমরা রওয়ানা দিছি আমাগো সত্যিকারের বাদশাহরে আবার গদিতে ফিরাইয়া আনার চেষ্টায়। শাহজাদা মালতুম-ই অইলো এ্যাহোন আমাগো এই অসুস্থ দ্যাশের এ্যাকমাত্র ঔষাদ। দ্যাশের এই শনির দশা ছাড়াইতে শাহজাদা মালতুমের পক্ষে যুদ্ধে আমরা শরিলের শ্যাষ রক্ত বিন্দু দেতেও রাজি।

লেনোছ মিয়া: আমরা যত রক্ত লাগে দিমু। শাহজাদা মালতুমরে জিতাইয়া ছাড়মু ইনশোয়াল্লাহ। চল আমরা আউগাই বারুইয়ারবনের দিক।

দৃশ্য-৩

[দানসেনারগড় কিল্লার মৈদ্যে এ্যাকটা কামরা। মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ, কবিরাজ ও কয়েকজন খেদমতগার]

মাহফেদ: কোতা দিয়া কত ফৌজ ভাইগ্যা গ্যাছে এই খবর আর আমারে দ্যাওয়ার দরকার নাই। ওরা সব ভাগুক। বারুইয়ারবন হাইট্যা হাইট্যা দানসেনারগড় না আওয়া পর্যন্ত আমার কোনো ভয় নাই। হেই দিনের ছাওয়াল মালতুমরে লইয়া আমার ভাবার কি? ওর জন্ম কি মাতারিগো জন্ম-পোথ দিয়া না? যে গায়েবি ভগিনি মানষের সব ভবিষ্যত জানে হে স্পষ্ট কইছে- 'রক্তারক্তিতে হও তুমি আরো গোঁয়ার/ তোমারে মারার খ্যামোতা নাই কোনো পোলার/ মাতারিগো জন্ম-পোথে জন্ম অইছে যার'। সুতরাং ভুয়া আমিরেরা তোমরা যতজন লাগে চইল্যা যাও, বাঘারপুরের দগরেগো লগে। ঐ লইয়া আমার বোহের মৈদ্যে কোনো ভয় নাই। [মঞ্চে ঢোকপে এ্যাকজোন খেদমতগার] ঐ শয়তান-মুইখ্যাডা তোর চেহারায় ও-রহোম পাতিহাল দ্যাহা আসের নাহান ডর ক্যা?

খেদমতগার: ওরা দশ আজার!

মাহফেদ: ও রহোম দশ আজার আসে আমার কি হরবে?

খেদমতগার: আস না জাহাপনা , ফৌজ।

মাহফেদ: যা-রে ব্যাক্কোল, ভয়ে তোর সব রক্ত হুগাইয়া যাইয়া থাকলে চেহারায় সুইচদা গুতাইয়া অইলেও এট্টু রক্ত আনার চেষ্টা হর। ঐয়া আবার ফৌজ অইলে কবে গোনে?

খেদমতগার: বাঘারপুরের ফৌজ, জাহাপনা।

মাহফেদ: দূর অ, গোলাম কোতাকার! [খেদমতগার বাইরে যায়] ছইতান! আমার ভেতরডা ক্ষয় অইয়া যাইতে আছে। ছইতান, কোতায় আছো, ছইতান? এ্যাকটা কিছু অইয়া যাউক- হেইয়াই আমি চাই। হয় আমার সুদিন শুরু অউক নয় আমার এই খানে-খারাইপ্যা বাদশাইর ইতি অউক। জীবন যদ্দূর দ্যাখলাম হেতে দ্যাহাদেহি কোম অয় নায়। শীতের আগে পাতা হুগাইন্যা সোমায়ের কায়দায় আমার জীবনের গাছটাও অইলদা অইয়া হুগাইয়া যাওয়ার সোমায়ে পড়ছে। বুড়া বয়সে মানুষ যে ইজ্জত-মহব্বত-খেদমত পায় আমার জীবনের এই অইলদা পাতায় হেয়া খোজার কোন সুযোগ নাই। আমার জিন্যে বরঞ্চ এই সোমায়ে বরাদ্দ আছে বর্‌দোয়া, বোহের মৈদ্যে চাইপ্যা-থাহা জুইম্যা-থাহা বরদোয়া। আর আছে অল্প কিছু মানষের ঠোডের আগার কিছু তোষামুদি যার আয়ু অইলো হেগো বোহের মৈদ্যে আমার ভয় থাহা পর্যন্ত। ছইতান! [মঞ্চে ঢোকপে ছইতান]

ছইতান: জো হুকুম, জাহাপনা।

মাহফেদ: আর কোনো খবর?

ছইতান: না জাহাপনা, নতুন কোনো খবর নাই। তয় আগের সব খবর যে সত্যি হেয়ার পেরমান সব পাওয়া গ্যাছে।

মাহফেদ: আমার আড়ের উপ্‌রে এ্যাক কাত্‌রা মাংস থাহা পর্যন্ত আমি যুদ্ধ কইর‍্যা যাইতে চাই। আমার বর্ম কোতায়?

ছইতান: এডা এ্যাহোনই তো দরকার নাই, জাহাপনা।

মাহফেদ: বর্ম আমি এ্যাহোনই গায় দিমু। ঘোড়সওয়ার ফৌজেগো গেরামে গেরামে পাডাও। যারা ভয়ের কতা কয় হেগো শূলে চড়াও। আমারে আমার বর্ম দ্যাও। কবিরাজ, তোমার রুগি ক্যামোন?

কবিরাজ: শরিলে ত্যামোন রোগ নই। যিডু রোগ সব মোনের জগতে। আর মোনের জগতের হেই রোগ তারে ঘুম আর বিশ্রামের রাইজ্যো হইতে সরাইয়া নেছে।

মাহফেদ: হেই রোগের দাওয়াই দ্যাও। মোনের রোগের কোনো ঔষাদ তোমার নাই? তোমার ধারে কি এ্যামোন কোনো ঔষাদ নাই যা দিয়া মোনের তলায় শক্ত হিহার-দ্যাওয়া এ্যাট্টা কষ্ট উগলাইয়া হালাইয়া দ্যাওয়া যায়? - যা দিয়া মগজের মৈদ্যে আইটকা যাওয়া কোন যন্তোনা আল গোছে বাইর হইর‍্যা আনা যায়? - যা দিয়া কইলজার লগে আইটকা যাওয়া এ্যাট্টা ভার নামাইয়া আনা যায়?

কবিরাজ: এই তিহিরছার ভার ডাক্তারের না, রুগির নিজের।

মাহফেদ: হেলে আর ঐ কবিরাজির কি কাম? ওয়া কুত্তার গলায় বাইন্ধা দ্যাও। কেডা আছো? আমারে আমার বর্ম দ্যাও। ছইতান, ঘোড়সওয়ারেগো পাডাইয়া দ্যাও। কবিরাজ, আমির-ওমারাহ সবাই আমারে ছাইড়্যা যাইতে আছে। কবিরাজ, পারলে আমার দ্যাশের পেশাবটা পরীক্ষা করো- দ্যাহো এই দ্যাশের কি অইলো। পারলে ঠিক তিহিরছাডা দ্যাও। আমি তোমারে বড় এনাম দিমু। তুমি এ্যামোন এ্যাক দাওয়াই দ্যাও, যা বাঘারপুরের ফৌজেগো এই মুল্লুক দিয়া মানষের মলের মতো পিছের রাস্তা দিয়া বাইর কইর‍্যা দেয়। ঐ ফৌজগুলানের কতা হোনছো?

কবিরাজ: জাহাপনা আহমনার যুদ্ধের সাজ দেইখ্যাই তো বোজদে আছি শত্তুর মোখালেফরা আইতে আছে।

মাহফেদ: ছইতান, এই বর্ম আমার লগে লইয়া আও। বারুইয়ারবন হাইট্যা হাইট্যা দানসেনারগড়ে না আওয়া পর্যন্ত আমি কেউরে ভয় পাই না।

কবিরাজ: [নিজে নিজে] দানসেনারগড় দিয়া যদি আমি এ্যাকফির ভাগদে পারি কোনো টাহা বা এনামের লোভে এই পোথে আমি আর কোনোদিন পারা দিমু না।

দৃশ্য-৪

[দানসেনারগড়ের পাশের গ্রাম। দূরে এ্যাকটা বন দ্যাহা যায়। রণবাইদ্যো আর নিশান লইয়া মঞ্চে ঢোকপে মালতুম, সেহারদুল, সেহারদুলের ছেলে, মাজদাফ, মেনতের হোসেন, কান্তি বাবু, অংশু বাবু, লেনোছ মিয়া ও রসু মিয়া। ফৌজেরা কুচকাওয়াজের সাথে আউগাইতে আছে]

মালতুম: ভাইয়েরা আমাগো হেই দিন খুবই কাছে যেইদিন খুনের ভয় লইয়া আমাগো আর ঘুমাইতে যাওয়া লাগবে না।

মেনতের হোসেন: বে-শক, বে-শক।

সেহারদুল: আমাগো হোমহে ঐ যে বনডা দ্যাহা যায় ঐডার নাম কি?

মেনেতের হোসেন: বারুইয়ারবন।

মালতুম: ঐ বন দিয়া পেরতেক ফৌজ এ্যাকখান কইর‍্যা ডাল কাইড্যা হেহানেরে চেহারার সামনে ধইর‍্যা নিজেরে আড়াল দিয়া সামনে আউগাবা। এতে মোখালেফরা বোজদে পারবে না আমরা সংখ্যায় কত।

ফৌজ: জো হুকুম, হুজুর।

সেহারদুল: আমরা যিডু খবর পাইছি হেতে বোঝা যায় ঐ জালেম দানসেনারগড়ে বাহিনীসহ অবস্থান করতে আছে, আর এন্তেজার করতে আছে আমরা কোন সোমায় হেগো কিল্লা ঘেরাও দিমু হেই সোমায়ের জিন্যে।

মালতুম: কিল্লার মজবুতিই হের এ্যাকমাত্র ভরসা। ছোডোবড়ো পেরায় সবাই হের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ। যে কয়জোন আছে হেরাও আছে বাইদ্যো অইয়া।
মাজদাফ: এই সব অনুমান সত্যি অউক হেইয়াই চাই। তয় হেই সত্যি ফল পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাগো যুদ্ধ করতে অইবে সত্যিকারের ফৌজের মতো।
সেহারদুল: অল্প কিছুক্ষণের মৈদ্যেই আমরা চূড়ান্ত জানতে পারমু কতোডু পাইলাম আর কতোডু আরাইলাম। অনুমান বাদ দিয়া লও আমরা সবাই হেই চূড়ান্তক্ষণে পুছাই। চল সবাই চল-।

দৃশ্য-৫

[দানসেনারগড় কিল্লা]

মাহফেদ: আমাগো ঝান্ডা উডাইয়া দ্যাও কিল্লার দ্যাওয়ালে। ঐ যে গর্জন হোনা যাইতে আছে। মোখালেফরা আইতে আছে। আমার এই কিল্লার মজবুতির যে জোর হেতে ওরহোমের এক বাহিনীর ঘেরাওয়ে কিচ্ছু আয় যায় না। ওরা বাইরে ঘেরাও দিয়া থাহুক যতোদিনে না দুর্ভিক্ষ আর কলেরা ওগোই খাইয়া হালায়। ওগো মৈদ্যে আমাগোই ভাইগ্যা যাওয়া ফৌজগুলান না থাকলে নামতাম সম্মুখ যুদ্ধে, ভুলাইয়া দেতাম যুদ্ধের নাম, ফির‍্যা যাইতো মায়ের কোলে। [কিল্লার মৈদ্যে মাতারিগো চিৎকার চেচামেচি] এ্যাতো গন্ডোগোল কিসের?
ছইতান: জাহাপনা, কিল্লার মৈদ্যের মাতারিরা চিল্লাইতে আছে।
মাহফেদ: ভয় ক্যামোন জিনিস ভুইল্যাই তো গেছি। এ্যামোন দিনও গ্যাছে রাইতের প্যাচার ডাকেও ভয়ে অসাড় অইয়া যাইতাম। গায়ের পশমগুলান হ্যাজারের কাডার নাহান খাড়াইয়া যাইতো। এ্যামোন আতঙ্কের লগে ওডা বওয়া চলতে চলতে এ্যাহোন আমার এ্যামোন অইছে যে কোন আতঙ্কই এ্যাহোন আর আমারে লাড়ায় না। [ছইতানের উদ্দিশ্যে] চিল্লাচিল্লিডা কোতায়?
ছইতান: মহারানী মারা গ্যাছে, জাহাপনা।
মাহফেদ: আরেট্টু পরে মরলেইতো ভালো হরতে। এই খবরডু হোনার আরো এট্টু উপযুক্ত সোমায় আইতেও তো পারতো। দিনগুলান তো মরণের খবরের জিন্যেই আাউগায়। কাইলের পর কাইল দিনগুলান আউগাইতে আউগাইতে এ্যামোন এ্যাকদিন আয় যার পর আর কোনো কাইল থাহে না। পিছের সব কাইলগুলায় জমিনের তামাম বোগদাগুলানেরে এ্যাট্টাই পোথ দ্যাহাইয়া আউগাইয়া নেতে থাহে যে পোথের শ্যাষ মাতা সব সোমায় মিলায় যাইয়া এ্যাক মাতায়, যে মাতার নাম গোরস্তান। তয় আর এই বাত্তি আরো এট্টু সোমায় জ্বইল্যা লাভটাই বা কি? এই বাত্তি- এই জীবন পুরাডাই এ্যাট্টা যাত্রা মঞ্চের নায়কের নাম। যে-নায়ক মাত্র কয় দোন্ডো মঞ্চডারে লাড়াইয়া হালায়- ফাডাইয়া হালায়- হেয়ার পর ফুট্টস কইর‍্যা

মঞ্চের পিছকুইলদা নাই অইয়া যায়। আরে, মানষের জীবন অইলো এ্যামোন এ্যাট্টা গপ্পো যেডা কোনো বুদ্ধিমানের মোহে মানায় না- কওয়ার সোমায় যে-গপ্পো মুখটায় গোনে অনেক তর্জন গর্জন বাইর হরে, কিন্তু কোনো অর্থ বাইর হরতে পারে না। [মঞ্চে ঢোকপে এ্যাকজোন খবরবাহক] আয় আয় তোর গপ্পোডা হুনি, জুড়াইয়া যাওয়ার আগে তোর গপ্পোডা ত্বরাত্বরি ক।

খবরবাহক: জাহাপনা আমি গপ্পো আনি নায়, তয় এ্যাট্টা বেকায়দা রহোমের খবর আনছি। খবরডা আমি নিজে দেইখ্যা আইছি, কিন্তু বোজদে আছি না আহমনার ধারে ক্যামনে কমু।

মাহফেদ: যা দেইখ্যা আইছোস কইয়া হালা।

খবরবাহক: জাহাপনা, আমি চাইরোদিক নজর দেওয়ার পাহারার চৌকিতে বইয়া দূরে বারুইয়ারবনের দিক চাইয়া রইলাম, হঠাৎ দ্যাখলাম বনডা আচুক্কা লইড়্যা ওডলে! আর হেইয়ার পর পুরা বনডা আডা শুরু হরলে!

মাহফেদ: এই গোলামের পো গোলাম, মিথ্যুকটা!

খবরবাহক: মুই যা দেখছি হেয়া মিথ্যা অইলে আহমনে যে শাস্তি দেন দিয়েন। মাইল তিনে দূর হইতে আহমনেই দ্যাখতে পারবেন এ্যাট্টা পুরা বন আইড্যা আইতে আছে।

মাহফেদ: তুই যদি ভুয়া কস তয় কৈলো তোর দেহখান জ্যাতা ঝোলবে ঐ গাছটার লগে যতকুনে না খিদায় হুটকি দেতে দেতে তোর যোমের লগে তোর দ্যাহা অয়। আর যদি তুই ঠিক কইয়া থাহোস তয় তুই আমারে ঝুলাইস- আমি কিচ্ছু কমুনা। আমি বোজদে আছি ঐ পেত্নির বাচ্চারা শব্দের অর্থ ইদিগ-উদিগ বানাইয়া ছেরেফ শব্দ লইয়া আমার লগে খ্যালাইছে। ওরা কইছে- 'তোমারে পারবেনা মারতে এ্যামোনই আমাগো বর/ যতকুনে বারুইয়ার বন পারবে না আইতে দানসেনারগড়'। আর এ্যাহোন হোনতে আছি এ্যাট্টা বন রওয়ানা দেছে দানসেনার গড়ের দিক। আমার তরোয়াল কই, আমার তরোয়াল--। তয় আর তরোয়াল দিয়া অইবে কি? ও যা কয় হেয়া যদি সত্যি অয় তয় আর এহানে কিল্লায় আইটকা থাহাও বেরথা- আর পলাইয়া যাওয়ার চেষ্টাও বেরথা। নাহ, এই জীবন লইয়া পলাইতে আর আমি রাজি না। বরঞ্চ আমি চাই সুরুজটা খান খান অইয়া ভাইংগা পরুক, চুরমার অইয়া যাউক তামাম দুনিয়াদারি। তয় তা-ই অউক। যুদ্ধের নাকাড়া বাজাইয়া দ্যাও। বাতাসের আগায় চইল্যা আউক সব ধংসের ঝড়। অন্তত সম্মুখ যুদ্ধে বীরের কায়দায় মরি।

দৃশ্য-৬

[দানসেনারগড়ের কিল্লার সামনের মাঠ। নিশান আর রণবাইদ্যো লইয়া মঞ্চে ঢোকপে মালতুম, সেহারদুল, মাজদাফ আর হ্যাগো ফৌজ]

মালতুম: আমরা কিল্লার ধারাধার আইয়া গেছি। এ্যাহোন সবাইর চেহারার সামনের গাছের ডালগুলান হালাইয়া দ্যাও। [সেহারদুলের উদ্দিশ্যে] আর চাচা আহমনে আমার যোগ্য চাচাত ভাইরে সাথে লইয়া পেরথোম হানাডা দেবেন। আমি মাজদাফ আর অন্যরা বাহিডা আঞ্জাম দিমু দস্তুর মোয়াফেক।

সেহারদুল: এই আঞ্জাম দেতেই আপাদতো বিদায় সবাইরে। আইজ রাইতের মৈদ্যেই জয়ের নতিজা আমাগো ইনশোআল্লাহ।

মাজদাফ: বাজাও নাকাড়া- বাজাও দামামা- বওয়াও রক্ত- হানো মরোন ঐ জালেমের কেল্লায়।

দৃশ্য-৭

সেহারদুলের ছেলে: কি নামরে তোর?

মাহফেদ: নাম হোনলে তো শরিলের কাপন থামাইতে পারবি না।

সেহারদুলের ছেলে: দোজগের আগুনের চাইতে গরম কোনো নাম তোর অইলেও হেতে আমার কিচ্ছু যায় আয় না।

মাহফেদ: আমিই মাহফেদ।

সেহারদুলের ছেলে: শয়তানের জবানেও এ্যামোন কোনো নাম নাই যা আমি এই নামের চাইতে ঘিন্না করি।

মাহফেদ: মিথ্যা কইস না, ক' ঘিন্নার না, ভয়ের আতঙ্কের।

সেহারদুলের ছেলে: আয় তরোয়াল দিয়াই দ্যাহাই, মিথ্যা আমি কই ,না তুই কস। [সম্মুখ যুদ্ধে সেহারদুলের ছেলে পরাজিত আর নিহত]

মাহফেদ: আরে পোলা, তুই আমার কি করবি, তুইতো মাতারিগো প্যাড দিয়া নামছো? যে-তরোয়ালে আমার ডর হে-তরোয়াল তো হের যে নামে নাই কোনো মাতারির প্যাড দিয়া। [মাহফেদ মঞ্চের বাইরে যায়। মঞ্চে ঢোকপে মাজদাফ]।

মাজদাফ: গন্ডগোলডা ঐদিক হোনা যাইতে আছে। ওরে জালেম আয় আমার সামনে আয়। আমার দুইডা কোপ ছাড়াই যদি তোর মৌয়াত অয় তয় কেয়ামতের মাডে আমি আমার বৌ-পোলা-মাইয়াগো জওয়াব দিমু কি? তোর ভাড়ায় আনা ফৌজেগো উপরে আমি কি তরোয়াল চালামু? তোর মৌয়াতের কামে না লাগলে এই তরোয়াল আমি চিরকালের জিন্যে খাপের মৈদ্যে থুইয়া দিমু। এই ময়দানে, ওরে মাহফেদ, তোরে খুইজ্যা বাইর হরাই আমার এ্যাকমাত্র কাম। ঐ জাগায়

চিল্লাচিল্লিডা যেহেতু বেশি সোনা যাইতে আছে মাহফেদ মোনে কয় ঐ জায়গাই আছে। খোদা, আমি খালি জালেম মাহফেদেরে খুইজ্যা পাইতে চাই, আর কিছু না। [মঞ্চে ঢোকপে মালতুম ও সেহারদুল]

সেহারদুল: জনাব এই দিক দিয়া আহেন। কিল্লা ফতেহ অইয়া গ্যাছে। জালেমের ফৌজেরা দুই পাশ দিয়াই আমাগো লগে সম্মুখ যুদ্ধে আছে। আমাগো আমির-ওমরাহরা বীর পালোয়ানের মতো জবর-জং যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে আছে। আইজগো যুদ্ধের ময়দানে কওয়া যায় আমরাই গালেব আছি।

মালতুম: মোখালেফদের অনেহে ঐ জালেমের দল ছাইড়্যা এ্যাহোন আমাগো পক্ষে যুদ্ধ করতে আছে।

সেহারদুল: মোহতারাম, কিল্লার মৈদ্যে আন।

দৃশ্য-৮

[যুদ্ধের ময়দানের আর এ্যাক অংশ। মঞ্চে ঢোকপে মাহফেদ]

মাহফেদ: রোমের বীরেরা পুরা আব্দুল। বিপদ দ্যাখলে যাইয়া নিজের তরোয়ালের উপরে ঝাপদিয়া নিজেরে খতম হরতে। আমি মাহফেদ আব্দুল না। আমি নিজের তরোয়ালের উপরে ঝাপ দিমু না। যতকুন বাইচ্যা আছি আশেপাশের যে-কয়ডারে পারি খতম হইর‍্যা মরমু। [মঞ্চে ঢোকপে মাজদাফ]

মাজদাফ: ঐ জাহান্নামের খুডাডা, ফের্, এই দিক ফের্।

মাহফেদ: এই জঙ্গের ময়দানে যতো মানু আছে হেয়ার মৈদ্যে তোর ব্যাপারেই সবচাইতে বেশি চাইছি যে তোর লগে য্যানো আমার দ্যাহা না অয়। হেই চাওয়ার গরজেই কইতে আছি তুই আমার নজরে গোনে দূরে যা। তোর আহলে-আওলাদের রক্ত আমার এট্টু বেশিই ঝরান অইয়া গ্যাছে।

মাজদাফ: তোর লগে মুখ দিয়া কতা কইতেও আমার ঘিন্না করে। তোর লগে সব কতা অইবে তরোয়ালে। তোরে রক্ত-খাওয়া শুয়ার কইলেও যা কইতে চাই হেয়া কওয়া অয় না।

মাহফেদ: তুই হুদাহদিই আহাপাহা লাড়াইতে আছোস। তোর ঐ তরোয়ালহান দিয়া বাতাসের গায়ের উপরে এ্যাকখান জহোম বানাইয়া যদি দ্যাহাইতে পারো তৈগগা বুঝমু ঐ তরোয়াল দিয়া তুই আমার কিছু করতে পারবি। ঐ তরোয়াল যাইয়া হেই মুকুটওয়ালার উপরে দ্যাহা যার উপরে তরোয়ালের খ্যামোতা আছে। আমার জীবন আর আমার মুকুট ঐ তরোয়ালের খ্যামোতার বাইরে। এই জীবন গায়েবের কান্ডারিগো মোন্‌তোর দিয়া হেফাজত করা। এয়ার উপরে হের তরোয়ালের কোনো খ্যামোতা নাই যার জন্ম কোনো মাতারিগো জন্ম পথ দিয়া।

মাজদাফ: ওরে জালেম তোর মোন্তোরের উপরে যাইয়া তুই মাতা কোট। তোর হেই গায়েবের কাডারির ধারে গোনে যাইয়া জাইন্যা আয় মাজদাফের জন্ম হের মায়ের প্যাডে অইলেও হের জন্ম মাতারিগো সাধারণ জন্ম-পোথ দিয়া না। মাজদাফরে হের মায়ের গর্ভ দিয়া আনা অইছে মায়ের প্যাড কাইড্যা।

মাহফেদ: যে জবান দিয়া এ্যামোন কতা বাইর অয় হেই জবানডা খইস্যা পড়ুক। তোর জবানের এই আওয়াজ সত্যিই আমার আত্মার পানি হুগাইয়া হালাইতে আছে। দুনিয়ার মানু তোমরা হোনো ঐ কপালপোড়া পেত্নীগো কতায় কোনো দিন বিশ্বাস আইন্যো না। ওরা শব্দের দুই রহোম অর্থ দিয়া ওয়াদা দ্যায় আমাগো কানে আর হেই ওয়াদা ভাঙ্গে আমাগো বোহের মৈদ্যে। না, মাজদাফ আমি তোমার লগে যুদ্ধ করমু না।

মাজদাফ: ঠিক আছে, জালেম, তুই ছাইড়্যা দে তোর তরোয়াল আর বাইচ্যা থাক আমাগো আতে। আমরা তোরে দুনিয়ার মানষেরে দ্যাহানের জিন্যে একটা বিশাল খুডিতে বাইন্ধা ঝুলাইয়া থুমু আর নিচে লেইখ্যা রাখমু- 'এই দ্যাহো দুনিয়ার জঘইন্যোতম জালেমের দশা'।

মাহফেদ: না মাজদাফ আমি তরোয়াল ছাড়মু না। আমি ঐ পুচকে ছাওয়াল মালতুমের পায়ের নিচে মাডি চাটতে মাতা নোয়ামু না। আমি আমার পেরজাগো ছ্যাপ গিলমু না। বারুইয়ারবন দানসেনারগড়ে আইলেও আর তুমি মাজদাফ মায়ের জন্ম-পোথ দিয়া না জন্মাইলেও আমি তরোয়ালেই শ্যাষ চেষ্টা করতে চাই। আও মাজদাফ- দেহি কেডা আগে কয়- 'থামো'। [রণবাইদ্যো, যুদ্ধ, মাহফেদ তরোয়ালে নিহত]

দৃশ্য-৯

মালতুম: আমাগো দোস্ত ও রেশতারা যদি সব ফিরা্য আইতো।

সেহারদুল: কেউরে কেউরে তো যাইতেই অয়। তয় মাত্র যে কয়জোনরে হারাইয়া আমরা এই বিজয় পাইছি হেতেই আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া।

মালতুম: সবচাইতে চিন্তার বিষয় অইলো মাজদাফরে দ্যাখতে আছি না, আর আহমনার ছেলেরেও দ্যাখতে আছি না।

রসু মিয়া: মাইন্যোবর সেহারদুল, আহমনার ছেলে ফৌজি জীবনের সবচাইতে বড় ঋণডা শোধ দিয়া দেছে। বয়সে হে এ্যাহোনো বালেগ মর্দই না। কিন্তু যে ফৌজি কাবেলিয়াত হে দ্যাহাইছে হেয়া যে কোনো কাবেল ফৌজের চাইতে অনেক উপরে।

সেহারদুল: তার মাইনি আমার ছেলে আর নাই?

রসু মিয়া: জে জনাব, হের মুর্দা দেহখানা ময়দান দিয়া লইয়া আওয়া অইছে। যে যোগ্যতা ও বীরত্ব হে দ্যাহাইছে হেয়ার তুলনা জগতের ইতিহাসে আর আছে বইল্যা আমি হুনি নায়।

সেহারদুল: পলাইয়া যাওয়ার চেষ্টায় তরোয়ালের আঘাত পিডে লইয়া হে মরে নাই তো?

রসু মিয়া: জনাব, আহমনার কি হেই পোলা? হের মৃত্যুর জহোমখান শরিলের এ্যাককারে সামনে, পাশেও না, পিছেও না।

সেহারদুল: আমার দুঃখ নাই। ন্যায়ের পোথের ফৌজ হিসাবে আমি হেরে আলল্লাহর ধারে দান করলাম। আমার মাথায় যত চুল অতো সন্তানও যদি থাকতো কারো জন্যই এর চাইতে ভালো কোন মৃত্যুর আকাঙ্খা আমার থাকতো না।

মালতুম: তার জইন্যো আমি রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা দেতে চাই।

সেহারদুল: ফৌজের দায়িত্ব লইয়া জীবনপাত করতে পারছে এ্যাকজোন ফৌজের জিন্যে এয়ার চাইতে আর কোন পাওয়া থাকতে পারেনা জীবনের কাছ দিয়া। পরকালে শুধু আল্লাহ হের পাশে থাকুক, এইডুই দোয়া। [মাহফেদের মাতা আতে মাজদাফ ঢোকপে মঞ্চে]

মাজদাফ: [মালতুমের উদ্দিশ্যে] বাদশাহ আহমনারে মোবারকবাদ। দ্যাহেন জালেমের মাতার শ্যাষ ঠিকানা কি। আইজ হইতে মুক্তির জমানা আবার শুরু। চাইরদিক আহমনার আমির-ওমরাহরা আহমনারে বাদশাহ হিসাবে খোশামদেদ জানাইতে হাজির। হেগো লগে আমিও কইতে চাই- মোবারাকবাদ, শাহবাজপুরের বাদশাহ!!

সবাই: মোবারকবাদ, শাহবাজপুরের বাদশাহ।

মালতুম: আহমনাগো ধারে আমার অনেক শুকরিয়া, অনেক ঋণ। পেরথোমেই আমি ঘোষণা দেতে চাই আমার সব আমির-ওমরাহ আইজ হইতে শাহবাজপুরের ওজারতি মজলিসের সদস্য। আমগো রাইজ্যের এ্যাহোন সবের আগের কাম অইলো আমাগো দোস্ত-রেশতারা যারা বাইর দেশে পলাইয়া গ্যাছে হেগো ফিরাইয়া আনা। এয়ার পরের কাম অইলো ঐ জালেমের আর হের বিবির দালালি যারা এই দ্যাশে করছে হেগো বিচারের কাঠগড়ায় তোলার ব্যবস্থা করা। আল্লাহ আমাগো এইসব কাম ও আরো সব জরুরি দ্যাশ গড়ার কাম আঞ্জাম দ্যাওয়ার তৌফিক দিক।

সবাই: আমিন।

গৈদ্যো

রাশকার প্যাচাল

মাহমুদ মিটুল

গুগল মামুরে জিগাইলাম, 'মামু, কও তো রাশকা কী?' মামু দ্যাহাইলো- 'Not Found'। কইলাম, মামু তুমি তো সবজান্তা। তয় এইডা জানো না! হে কইলে, 'ব্যাডা, তোগো বরিশাইল্যারা অইলি ভিনভাংড়া। তোগো বোঝা মোর সাইধ্যে নাই।' কইলাম, মামু, তোমারে এগুলান জানোনের লইগ্যা আরো অফেক্কা করতে অইবে। তয় তোমারে ধইন্যোবাদ যে বোঝদে পারছো মোগো ব্যাপার স্যাপারই আলেদা।

রাশকা কী এ্যা কইতে পারে এমুন কোনো গুগল বা অবিদানের জম্মো অয় নাই। হ্যা জানতে অইলে যাইতে অইবে মোগো গেরামের আনেচ প্যাদা চাচার ধারে। আনেচ চাচার ধারেই হুনছি রাশকা অইলো ডাউক ধরার কল। আসলে কল না কইয়া নল কইলেই মোনে হয় ভালো অয়। বাশের চেহন নলের মাতায় লোয়ার এক কাডা-অলা জিনিসটা না দ্যাহাইলে বোঝন মুসকিল। যাই অউক, এডা অইলো হেই বাশের নলের মাথায় লোয়ার কাডা। এই নলের লগে নল মিলাইয়া ম্যালা বড়ো করোন যায়। য্যানো ডাউক গাছের মাতায় থাকলেও এই রাশকার ফলা দিয়া বাচতে না পারে।

ডাউক বড়ো বাউরা পক্ষি। এ্যা ধরন সোজা কতা না। কতো কুচইল কইর‍্যা যে হেইয়া ধরতে অয় হ্যা কি গুগলের চৌদ্দগুস্টিতেও জানে? আনেচ চাচার দ্যাহোনে মোরাও ডাউক ধরনের চ্যাস্টা শুরু হরলাম। আডের দিন কামারেরে কইলাম এট্যা রাশকা বানাইয়া দেতে। হে দেলেও। এরপর বাশ পাই কই। আশেপাশে বাশ ঝাড় আছে। তয় রাশকার যুগ্যি বাশ পাওন যায় না। কী করার। হারা গেরাম খুইজ্যা যে ঝাড়েই পাইলাম হেই ঝাড় থেইক্যাই লইলাম। এডা যে চুরি হরতে হইছে হে কতা না কইলেও আমনেরা বোঝদে আছেন। যাউক, বাশ দিয়া রাশকা রেডি করার পর এ্যাহোন ডাউক আর যায় কই।

হারা গেরামের ঝোপ-ঝাড়, পুহইর ডোবা সব তন্নতন্ন কইর‍্যা এ্যাহোন খালি ডাউক ধরার পালা। ডাউকও দ্যাহা যায় প্রায় সোমায়ই। কিন্তু সোমেস্যাডা অইলো হে তো মোগো রাশকায় আটকায় না। যেই না রাশকা রেডি হরি হেই সোমায়ই হে আচুক্কা উইড়্যা যায়। কী করন যায় চিন্তা হইর‍্যা কুল পাই না। এ্যাতো হইর‍্যা এ্যাট্টা রাশকা জোগার হরলাম হ্যা কিনা কামে আইতেছে না। শ্যাষম্যাষ আনেচ চাচার ধারেই গেলাম। যাইয়া হোনলাম ক্যামনে ধরতে অইবে বজ্জাইত্যা ডাউক। অই হোনা পরযোন্তই। তয় এইবার আর এ্যাক তরিকা হে মোগো হোনাইলে। হ্যা অইলো ছোডো ছোডো চঙ্গা বানাইয়া হেইয়া দিয়া ক্যামনে ডাউক ধরে।

এ্যা আবার আর এ্যাক গপ্পো। কয়ডা চঙ্গার লগে জাল প্যাচাইয়া ঝোপের মধ্যে ফান পাইত্যা থুইতে অইবে। ডাউক যেহানে চলাফেরা হরে। যহোন ফানের মধ্যে আইয়া পরবে তহোনি ক্যামনে য্যানো অর মধ্যে ডাউক আটকাইয়া যাইবে। হুইন্যাই বুঝজি যে অ মোগো দিয়া অইবে না। হ্যার চাইতে রাশকা দিয়াই ধরনের চেস্টা হরতে অইবে। পাইলে পাইতে পারি অবস্থা। এ্যার মধ্যে এ্যাকদিন আর এ্যাকজোনের লগে ডাউক লইয়া কতা অইলে হে কইলে যে ব্যাডা ডাউক তো উড়াল দেবেই। তয় হ্যার পেছনে পেছনে দৌড়াইতে অইবে। ডাউকটা যহোন হাপাইয়া যাইবে হেই সোমায় আচুক্কা রাশকা মারতে অইবে। তয় সাবধান। রাশকা মারার আগে য্যানো ট্যার না পায়।

এই তরিকা লইয়া আবার মাডে নামলাম। আর মোনে হরলাম, মোগো চাচি আম্মায় তো হুনছি উড়হি মাইর‍্যাই ডাউক ধরছেলে। মোরা এ্যাতো কিছু হইর‍্যাও পারমু না? এবার ধরমুই ধরমু। নিজেরা বুদ্ধি খাডাইয়া লগে এ্যাট্টা খুচইন জালও লইলাম। দ্যাহা যাউক, কী অয়। তয় এ্যার মৈধ্যে মোগো জানোন অইয়া গ্যাছে কোনহানে কোনহানে ডাউক পাওন যায়। হেইসব জাগায় আবার গ্যালাম। দৌড়ঝাপ হরতে হরতে ডাউক কেলান্ত না অইলেও মোগো অবস্থা আর নাই। এ্যামোন সোমায় এট্টু জিরাইতে বইছি এ্যার মৈধ্যে কোম্মে গোনে য্যানো এ্যাট্টা ডাউক আইয়া আজির। মোরা কতা না কইয়া দ্যাখতে থাকলাম যে কী হরে। দ্যাখলাম আদার খায়। আস্তে আস্তে রাশকার নল লাগাইয়া বড়ো হরলাম। এ্যার পর খাপ মতো রাশকা মারলাম। কিন্তু এবারো হেই রহোমেরই অবস্থা। দৌড়াইয়া এক অদের মধ্যে ঢোকছে।

মোরাও দৌড়াইয়া অই অদের মোহে খুচইনজাল পাতলাম। লগে লাডি দিয়া ভিতরে গুতাইতে থাকলাম। ডাউক ব্যাডা আর যায় কই। দৌড়াইয়া খুচইন জালে আটকাই গ্যালে। তরতরি চাইপ্যা ধরলাম। আর শ্যাষম্যাষ মোরাও এউক্কা ডাউক ধরতে পারলাম। রাশকায় না অউক, ডাউক তো ধরছি!

কুকুর হইতে সাবধান

শফিক আমিন

উকিল নজিব উদ্দিন পুরান পাড়া গ্রামে নতুন এ্যাক খান বাড়ি করছে। বাড়ির ছাম্মে নানান রোঙ্গের টাইস দিয়া রোঙিন কইর‍্যা বানাইছে পেরদান গেট। তিন তালা বাড়ি। বাড়িডায় বৌ আর এ্যাকটা মাত্তর মাইয়া লইয়া থাহে। রাত্তিরে ডর হরতে পারে দেইক্কা এউক্কা পৌররাদার রাকছে। বাড়ির চাইরোদিগে ইডের দ্যাওয়াল। হেইয়ার উরফে লোয়ার খুডি দিয়া তাহার তারকাডা প্যাচাইয়া দ্যাউইন্না। চাইরো কুলে কারেন্টের বাতি। হারা রাত্তির ফকফক করে। বিলডিংগের চাইরো কুলে সুন্দার ফুলের গাছ-ফলের গাছ লাগাইন্না। হেইয়া আবার সব বোলে বিদেশী। কফাল খোলছে শুক্কুইরার। তিন আজার টাহা বেতোন! কাম-কাইজ তো কিচ্ছু নাই। হারাদিন ঘোরে-ফোরে আর রাইত অইলে বাশি বাজাইয়া হুইছাল দ্যায়। কফাল রিকসা আলাগোও খোলছে যেদিন য্যার রিসকায় ওডে হেদিন হ্যার আর গাড়ি না চালাইলেও অয়। হেরে রিসকায় লওনের লইগ্‌গা পেরতেক দিন ঝগড়া বাজায় নিজেরা নিজেরা। উকিল সাইবেও বিপদে পইর্‌রা যায় যে ক্যার গাড়িতে ওডবে। কুড়ি / পচিশ টাহার ভাড়ার যাগায় এ্যাকশো টাহা ভাড়া দ্যায় ! দাম-দর না কইররা বাজার করে। বাড়িতে খয়রাতি আইলে যত্ন কইররা খাওয়াই-দাওয়াই টাহা-পয়সাও দিয়া দ্যায়। এইসব লইয়া গ্রামসুদ্দা খালি কানাকানি অয়। কেউ কেউ কয়-

হালায় বুজি ভোডে খারাইবে। তয় জোমাদ্দার সাইবেরে এইবার কাইত করার লইগ্‌গা এ্যাকজোন পাওন গ্যাছে! উকিলে খাড়াইলে এ্যাক চানছে অইয়া যাইবে এই রোহোমের কতাও ওডে বাজারের চার দোহানে। মানুষ এ্যাহোন আর দরুদী বিরছায় না, টাহা আর লগে এ্যাকটু ভালোবাসা পাইলেই অইছে। তয় উকিলের তো টাহার অভাব নাই। ঢাকা দুই-তিনডা গারমেনছ আছে। হোনোন যায় ঢাকা নাহি বাড়িও আছে। মাস গ্যালে অনেক টাহা ইকনকাম। ভোড করতে কয় টাহা লাগে !

:হেইলে নজিব উদ্দিন এলেকশোন করবে ! যে যায় কেউরেই ফিরায় না। এ্যাহোন মাদবারবাড়ি, মুন্সিবাড়ি, চেয়ারমেন জোমাদ্দারবাড়ির পোতে হোমানে দুলফা ঘাসে ছাইয়া গ্যাছে। হাজারিবাড়ি তো দিনে-রাইতে মানুষের ভির লাইগ্যাই থাকতে অল্পসল্প কিছু সাহাইয্যো-দান-খয়রাতের আশায় । এ্যাহোন হেই বাড়ির দাড়োয়ান হারাদিন পার করে আলিস্যামিতে। দুই-এ্যাকজোন বাদে কেউই খোজও লয় না হাজারি সাইব ঢাকায় না বরিশালে।

এ্যাহোন পিরতিবেশী গেরামের মানষেও চেনে উকিলবাড়ির রঙিন গেট। চোউক ছ্যাদুইন্না সান-শওকোতে বানাইন্না বাড়িডা হারা বরিশালের মানষে চেনে। আনাছে-কানাছে নাম-ডাক আলা বাড়ি থাকলে হ্যা ঐ উকিল বাড়ি।

দ্যাকতে দ্যাকতে ইলেকশোনের সোমায় ঘোনাইয়া আইছে, এ্যাইয়ার মইদ্দেই আছুক্কা এ্যাকদিন এ্যাকটা মাইকোবাসে কইর্‌রা উকিল সাইব হের বৌ-মাইয়া লইয়া ঢাকা গ্যাছে। ইলেকশোন শ্যাষ। পুরা তিন মাসেও কোনও খোজ-খবর নাই! বাড়ি পাহেরায় থুইয়া গ্যাছে ছত্তার ফহির আর ছত্তার ফহিরের বৌরে। আবার কানাকানি- 'হালায় গ্যালে কৈ? বিদ্যাশে গ্যাছে নাহি? তয় হালার মতলোব কী?'

তিনমাস পর ...

দুইজোন পুলিশের নাহান হাজাইন্না গার্ড পিকাপ ভ্যানে লইয়া বাড়ির মইদ্দে হানছে। আস্তে আস্তে গাড়ির মইদ্যিদ্দা লোয়ার খ্যাচা নামাইয়া থুইলেন হেই খ্যাচার মইদ্দে দুইডা বিদাশী কুত্তা ! আছুক্কা তামশার মতোন বিয়াইললা কালে দ্যাহা গ্যালো গেডের বাইরে এ্যাকখান নতুন ছাইন বোড। সবুজ পেলাষ্টিকের উরফে লাল অক্ষোর লাগাইন্না, হ্যাতে ল্যাহা-

কুকুর হইতে সাবধান ...

বরিশালের ভাষা

শোভা ঘোষ

[শ্রীমতী শোভা ঘোষ আদতে ঢাকাইয়া মাইয়া অইলেও বরিশাইল্যা বউ হিসাবেই মানষে হেরে জানে। হেয়া আবার যার তার বউ না। ঝালকাঠির গাভারামচন্দ্রপুরের পেরভেচার দেবপ্রসাদ ঘোষের বউ আর একই লগে পেরভেচার ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও লেখিকা তথা কবি অন্নদাসুন্দরী ঘোষের পুতের বউ। এই তিন ঘোষের কেউ কেউরে গোনে ছাড়াইয়া আলহে না। শ্বশুর ক্ষেত্রনাথ ঘোষ আলহে ঐ সোমায়ে অর্থাৎ ১৮৯৫ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে বরিশাল বিএম কলেজ, কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ ও কলকাতা সিটি কলেজে একই লগে ইংরাজি ও দর্শনের পেরভেচার। স্বামী দেবপ্রসাদ ঘোষ রিপন কলেজে অংকের পেরভেচারি দিয়া কর্মজীবন আরম্ভ হরার পর জীবনে কারমাইকেল কলেজের পিরিন্সিপালও অইলহে, আবার ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাইজ্যোসভার মেম্ববারও অইলহে। দেবপ্রসাদ জীবনে কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড অয় নায়। এন্ট্রান্স আর আইএ দুই পরীক্ষায়ই ফার্স্ট আলহে পুরা কইলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্বাশুড়ি অন্নদা সুন্দরী ঘোষ আলহে কুসুমকুমারী দাশের বান্ধবী আর হের লগেই এ্যাকসাথে কবিতা ল্যাখতে হেই সোমায়ের ব্রম্মবাদী পত্রিকায়। এই ঘরের বউ শোভা ঘোষ শ্যাষ জীবনে দুইহান বই ল্যাখছে- 'আজও তারা পিছু ডাকে' ও 'যেন ভুলে না যাই'। দুইহান বইই কইলকাতার 'বরিশাল সেবা সমিতি' অনেক গুরুত্ব দিয়া পাবলিশ করছে। এইয়ার মৈদ্যে 'যেন ভুলে না যাই' বইডায় আছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় ল্যাহা আখ্যান। হেই আখ্যানগুলানের মৈদ্য দিয়া বরিশালের ভাষার আখ্যানডা এহানে 'ভিনভাংড়া'র পাঠকেগো জিন্যে আবার ছাপাইলাম। উল্লেখ্য যে, এ আখ্যানের শব্দ ও বানান সবই শোভা ঘোষ যেভাবে ল্যাখছে অবিকল হেইভাবে রাহা অইছে - সম্পাদক]

মাত্তর কয়ডা বচ্ছর বা হইলে আমরা স্বাধীন হইলাম। আমারগো বাংলা দ্যাশ দুই খণ্ড হইয়া গ্যালে। একখণ্ড হইলে পাকিস্তান, আর এক খণ্ড হইলে পশ্চিমবঙ্গ। আবার একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া পূববাংলা হইলে বাংলাদ্যাশ। হেই ১৯৪৭ সন

হইতে (হিন্দু) মানুষগুলান যাইতে লাগলে দ্যাশ ছারিয়া, কেও বা গ্যালে কইলকাতায়, কেও বা গ্যালে অইন্যত্তর।

আমরাও হেই হুজুগে কইলকাতায় আইয়া পরলাম। আমাগো দ্যাশ আছিলে বইরশালে। কি সুন্দার হেই দ্যাশ। কত মহাপণ্ডিত, কত দয়ালু বেক্তি আছিলে হেই দ্যাশে। হারা ভারতময় হ্যাগো কত নাম আছিলে। এই যেমন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, আচাইর্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত কালীশচন্দ্র, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রসরঞ্জন স্যান। য়্যারা ছাড়া আরও কত আছে। হ্যারা দ্যাশের হিতের লইগ্যা কত দান করছে, কত ফাডক্ খাড়ছে, আমি মুইখ্য-সুইখ্য মানুষ হগ্গল কতা মোনে করিয়া ল্যাখ্তেও পারমু না। তবো চেষ্টা করিয়া দেখমু। আমারগো পূজনীয় বেক্তিরা হগ্গলেই পেরায় সগ্গে।

আমি মোনে মোনে ভাবি কি, য্যারা দ্যাশ ছারিয়া আইলে হ্যারগো পোলাপানরা যে দ্যাশের কথা এক্কেকালে ভুলিয়া যাইতে লাগলে, এয়ার কি পিরতিকার করন যায়। গুরাগারারা এহন দ্যাশের ভাষা শোনলে ফ্যালফ্যালাইয়া চাইয়া থাকে। এয়া তো আমার সইহ্য হয় না। কেও কেও বা য়্যামন আছে যে কইলকাতার ভাষা ভাল করিয়া কইথেও পারে না, তবো কওন চাই। এই দ্যাশের লোক যে হুনিয়া হুনিয়া হাসে হেয়াও বোঝে না! এক্কেকালে হোমানে পাডা। তয় কি জান, য্যার য্যার দ্যাশের ভাষা হ্যার হ্যার কাণে মিডা লাগে। হগ্গলেই জানে কবি রামনিধি গুপ্ত ল্যাখ্ছিলে:

"নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?"

হাচাইও, আপনা জোনের মুহে দ্যাশের ভাষা শোন্লেও যেন মোনডা ঠাণ্ডা হয়।

আমার গো ডাঙ্গোর ডাঙ্গোর পোলামাইয়ারা দ্যাশের কথা কইথে যে লাজ বাসে হ্যাগো আর দোষ কি?

ওরা তো হেই দ্যাশের কথা, দ্যাশের ভাল ভাল লোকগুলার কথা জানে না।

আমারগো আমোলে আমারগো পোলারগো ডাঙ্গর হইতে না হইতে ব্রজমোহন হাই ইস্কুলে ভত্তি করিয়া দেওন যাইতে। হ্যারা তহন ভাল ভাল মাষ্টার মশায়গো হাতে পরিয়া বান্দর ছান্দর হইতে পারতে না। পরন শোনন তো যেন আছিলেই, ছাত্তর গো অইন্য কামও করতে হইতে। কালীশপণ্ডিতের নাহান মাষ্টররা ছাত্তরগো লইয়া বেরাইতেন, হ্যারগো সুখ দুঃখের কথা শোন্তেন আবার হ্যাগো লইয়া রোগীগো স্যাবা করতেও বাইর হইতেন। গরীবগো ছোড ভাইডী বলিয়া (Little Brathers of the poor) একটা ছোডখাডো দলও পাতাইছিলে। হ্যারা ক্যাবল গরীব দুঃখিরগো উপ্গার করিয়া বেরাইতে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের কালে ছাত্তর গো কয়েকডা নিয়ম মানতে হইতে। সাজন গোজন, চুলে আলফেট কাডা, যাত্রা থিয়েটার দেহা, গুরুমশায়রা পছন্দ করতে না।

তহন বইরশালিয়া পোলারগো সগ্‌গল দ্যাশে খুব নাম আছিলে। হ্যারা পড়াশুনায় ভাল আছিলে, মিথ্যা কথা কইতে না, ব্রক্ষচইর্য্য অভ্যাস করতে আর রোগী দুঃখিগো হ্যাবা করা হ্যারগো বের্‌ত আছিলে। হেই কাল হইতেই বইরশালের বর বর মাথাওয়ালা ন্যাতারা কইলকাতায়ও "বরিশাল সেবা সমিতি" বলিয়া একডা দল পাতাইলে। বিদেশে আইয়া য্যারাই বিপদে পরতে হ্যাগোই এই সমিতির পোলারা সাহাইয্য করতে।

এহনগো অনেকেই জানেনা যে আগে পূববাংলায় বাখরগঞ্জ বলিয়া একটা জিলা আছিলে। হেইডারেই এহন বইরশাল কয়। বইরশাল সহর খুব সুন্দার সহর, কীর্ত্তন খোলা নদীর ধারে। আমার গো বাড়ী আছিলে আলেকান্দা পারায়। বইরশাল নাইরখোল গুয়ার দ্যাশ। আমারগো বারীথে ফলফলারি ছেলে ম্যালা। আম, কাডাল, গৈয়া গাছ তো ছেলই; লেমু, বাইগুন, শোশা, ডউয়া, কাউ, ফুইড, ছিমরা হগগল কিছুই আছিলে। ছেল না খালি কোমলা, হেয়াও হাডে গোণে পাওয়া যাইতে; আলুর চাষও ছেলে না। হেডাও অইন্য দ্যাশ থিকা আইথে। তবে কলা গাছ আছিলে বিস্তর।

এক একদিন যহন ম্যাঘ করতে, খারাজিলকি মারতে, ঠাডা পরতে, আবার ঝর হইতে থাকতে, আমারগো উডানে কত আম পরতে থাকতে ; ঐ আম কুরাইতে কুরাইতে আমার ড্যানাডোনা টাডাইতে থাকতে ।

আমার গো বারীথে বই আছিলে ম্যালা। চাইর পাচটা আলমারী ঠাসা আছিলে, কিন্তু উন্দুরে বর উৎপাত করতে। বিলাই পালিয়া যহন বিশেষ সুবিধা হইলে না তহন ক্যারাছিন আর ফিনাইল দিয়া আলমারী মোছা হইলে, হ্যাস কাডালে ঐ গোন্দে গোন্দে উন্দুরের আর উলির উৎপাত কিছু কম্‌লে।

আমাগো গের্দে তহনও বিজলীবাতি আয় নাই। সন্ধ্যাকালে ঘোর হইতে না হইতে ছাওয়ালপান-রা হ্যাগো দাদুরে ঘিরিয়া ধরতে, আর কইথে "দাদাভাই একডা পরানকথা কও সেন দেহি।" দাদু তামুক খাইতে খাইতে পরানকথা কইথে থাকতে। আবার মাঝে মইদ্দে নাতিগো ধান্দা জিগাইতে "আইচ্ছা কও সেন দেহি এডা কি?

কামারিয়ার মারিয়া মারিয়া
পাডার মারিয়া পা
লবঙ্গের বঙ্গ মারিয়া,
হাডে লইয়া যা"

এক নাতনী কইয়া ওডলে "দাদু আমি জানি, আমি জানি।" তার ছোড ভাইডী কইয়া ওডলে " বুইন্‌ডী তুই বুঝি কও ! আমি কমু "ওডা - কাডাল" তাই না দাদাভাই ?" এই মত কত আমোদ হয় দাদা-নাতিতে। পরের দিন বেয়ানে উডিয়া

পোলাপানরা পরাহুনা করিয়া ইস্কুলে যায়। দাদাভাইও তার খ্যাতের কামে লাগিয়া যায়।

বারীতে পুহইর আছিলে, পুহইরে মাছ থাক্‌তে। পেরতেক গিরস্তর বারীতে গরু আছিলে, ঢেকিঘর আছিলে। ঘরেই মুরি, চিরা, খৈ ভাজা হইতে। ঘরে যদি গরু থাহে, পুহইরে যদি মাছ থাহে, বাগানে যদি কলা গাছ, খেজুর গাছ থাহে, আর ঘরে যদি মুরি চিরা নাইরখোল জোমা থাহে, আর গিরস্তর অভাবডা কি ?

আমি ভাল খাইতাম বুডের ডাইল, ইচামাছ দিয়া কোম্বার তরকারী, চাইলতা দিয়া চুকার ডাইল। এই কথা হুনিয়া গুরাগারারা হিটকাইতে থাহে। হ্যারা নিজেগো মইদ্দ্যে কি যেন্ প্যানাপোডে; আমি আবার এ দেশীভাষা ভাল করিয়া বুঝিও না। জিগাইলে হ্যারা ফাডকি ফুডকি দিয়া একে আর বুঝাইয়া দেতে থাহে।

এহনগো পোলা-মাইয়ারগো কামে যেন ছিদিল মিছিল নাই। ছুডির দিনে ক্যাবল সিনামার কথা কয়। হারাদিন ছাইছাতা বই হাতে গৈরাইতে থাহে।

এহন বুঝি আমারগোই যত দোষ। পেরথম হইতেই যদি হ্যাগো বুঝাইতাম বইরশাইল ক্যামোন সোনার দ্যাশ আছিলে, হেই দ্যাশের লোকগুলোর আত্মাই বা কত বর আছিলে তয় হ্যারা ঠিকই বোঝতে। এহন আমারগো এই দোষ খণ্ডাইবে কেডা ? খণ্ডাইবেই বা ক্যামোন-তারা ?

কবিতা

পরাণপক্কি

অনিন্দ্য দ্বীপ

কতো কইরা তোমারে সাধলাম!
মোল লগে এ্যাতো গোস্‌সা ক্যান?
ফিইরা আও পরাণপক্কি
বুকটা ফাহা অইয়া আছে
ঢেহির মতো পাড় মারে বোহের ভেতর
ফিইরা আও পরাণপক্কি ফিইরা আও
অমোন কতা আর মোহে আনুম না
আর কমু না মোরে দিয়া আও বাপের বাড়ি
বেন-বিরাইতে যহোন খুশি ঘরে ফিইরো
আর চিল্লাইয়া কইয়ো- দে মাগি ভাত দে
শালুন দ্যাওয়া ভাত নামাইয়া দিমু শিকাততোন
ওগোলপাতার পাহায় বাতাস দিমু

পরাণডা জুরাইয়া গেলে এ্যাকবার বউ কইয়া ডাহিস
ল্যাম নিবাইয়া ভাইঙ্গা দিস কোমরের হাড়
নিজ হাতে বানাইয়া খাওয়ামু একছিল্লা পান
তোর যা স্বাদ মিডাইয়া নিস তবু ফিইরা আয়,
ফিইরা আয়... এ্যালহা এ্যালহা এই রাইতে....
ব্যান অওয়ার আগে ফিইরা আয়...

পরান কতা

আতিকুর রহমান হিমু

হাজ অইলে কুপির আগুনে সোনার লাহান মুকগুলান ভাইস্যা ওডে
ভাসান গানে কতো দুহার কাটছে ঝিঁঝিঁর পীরিতে আগানে-বাগানে
ঢেহি পারের মত্তোন বুকটার মৈদ্যে হুদা ধুপ্পুর ধুপ্পুর হরে
কারে কই কও হেই গপ্পো
তোর আর মোর ডুবাডুবির ডুবাচরের
ওই গাঙ্গ ব্যাক গিল্লা খাইছে তবুও পীরিতি ছিনাল মাগীর লগে
ক্যান মোরে ন্যায় না ভাসাইয়া কালাপানির গহীনে...

গাঙ্গে ভাঙ্গে ভাঙ্‌গুক আবার তো হে-ই গইড়্যাও দ্যায় চর
হে তো হুদাহুদিই ভাঙ্গে, য্যারে মুই দেই মোন-
কে ক্যার গুরু কে জানে, গাঙ্গরে তো তা-ও বোঝন যায়
কার সাইধ্যো হেরে বোঝনের?

ঢোল সমুদ্দুর

আফরোজা রোজী

এই গেরামে জন্মো মোর
ঢোল সমুদ্দুর পাড়ে
হেইহানে আছে পাখ-পাখালি
গাছের আড়ে আড়ে।
বেইন্যাহালে ঘুম ভাইঙ্গা যায়
পক্ষী যহন সুর ধইর‍্যা গায়
মোনডা আমার নাইচ্যা ব্যাড়ায়
হট্টিটি যহন ল্যাজটা লাড়ায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দুহাইর‍্যা হালে
আম বানানি মোনে আনে সুখ
মা-মামারা দ্যায় বহুনি-
বেশি খাইলে অইবে যে অসুখ।

লাফাইয়া যাই পুহইর পাড়ে ঝাপাইয়া পড়ি পানতে
কী যে মজা লাগে তহোন পানির মৈধ্যে নামতে।
ঢোল সমুদ্দুর দীঘি লয় যে পরান কাড়ি,
অইছে হেহানে গাছ গাছালি কত সারি সারি।
সোনা রূপা ব্যাবাক আছে দীঘির পানির তলে
হেইফান্নেই লাফ দেছালাম ওই দীঘিরই জলে।
শান বাধাইন্যা ঘাডে যাইয়া কত খেইর খ্যালাই
খাওনের সময় পারাইয়া গ্যালে তহন বাড়ি যাই।

থুইয়া আইছি ২২

আসমা চৌধুরী

থুইয়া আইছি বাপের কব্বোর, মায়ের চোহের পানি
রিসকা লইয়া পোথের মইদ্দে চউখ্যে য্যানো ছানি
মুই সব খুয়াইয়্যা দেলের মদ্যে দেহি তুষের আগুন
গাঙ্গে নেলো জমি জিরাত, মাইনষে বুহের খুন
অহন যে যা পারে লাতি-পিছা নেত্য দিয়া যায়
মোর দুককে, আউলা বাতাস, রাইতে কান্দে হায়
কপাল থিক্কা উডলো বেবাক আউসের স্বপন
পাখির লাহান হেই মাইয়াডা উডাইয়া নেছে মোন
থুইয়া আইছি বেড়ার উপুর নুমাল খানা তার
এ্যাকলার সোমায় ভাইব্বা মরি, বান্দোব তুমি কার?
ভাইব্বা মরি, জেবন খানা, এরম ক্যান অইলো
নদী ভাঙ্গোনী মানু মোরা, হগলে হেইডাই কইলো
থুইয়া আইছি আসমানেরে, থুইয়া আইছি নাও
গেরামের পোলা শহরে আইছি, আর কি তোমরা চাও?

বাঙ্গালিরা দেহি সুহেই আছে

ঋয়াজ আহমেদ

দ্যাশ সাধিন ওইছে পেরায় পোনচাস
বাঙ্গালিরা দেহি সুহেই আছে

রাইত পোয়াইলে গুরাগারারা দল বাইন্দা পড়তে যায়
পেচি আসের নাহান ব্যাডারা মাতারিরা নানান কাম হরে
ঘরদুয়ার সব আলোয় ফকফকা
রাইতে বউ জামাই এ্যাক ঘরে হোয়
বাঙ্গলিরা দেহি সুহেই আছে

তয় চোউখ আহাশে উডাইলে দ্যাহোন যায়
দহিন-পুবে উচা জাগার দিক চাইলে দ্যাহা যায়
কতেক অল্প কাপুর পেন্দা মানুষ
হেরা থাহে ভয়ের জলবায়ুতে
খাকি পেন্দা এক দলে হেগো গায়ের চামড়া তুইল্লা নেয়
জানোয়ারের নাহান আরেক দলে হেগো পাছায় ডান্ডা মারে
কোনো নেতায় ফুর্তি হরতে যাইয়া বাড়ি ঘড় পুইড়্যা দেয়
এ্যাক্কারে বিড়ি ধরাইন্যা কায়দায়
বাঙালিরা দেহি সুহেই আছে।

নিরব আকুতি

এস. কে. লুনা

ক্যান যে তুমি দূরে থাহো,
মনের থাইকা দূরে রাহো
মুই কি তোমার পর?
কোম্মে বানছো ঘর?
তোমারে লইয়া বানমু বাসা,
মোনে কত্তো আলহে আশা।
এ্যামোন আশায় বইয়া থাহি,
আশা বোহেই বাইন্দা রাহি।
হেতেও পাই না তোমার মোন,
তোমায় খুইজ্যা মরি হারাক্ষণ।
এ্যামোন হরলে মরমু আমি,
শান্তি কি-গো পাবা তুমি?

নাও লইয়া মিছিল

কিং সউদ

জাইল্লা মুই কাইল্লা মুই রোদ্দুরেতে পুইড়া
কীর্তনখোলায় মাছ ধরি নায়ে ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা
আসমানেতে চান্দের বাতি গাঁওগুলাতে কুপি
গুনাইবিবির পুঁথি পড়ে– সবাই থাহে চুপি!

বেইন্নাহালে গুলুই ভরা মরা মাছের চোখ
ঘাটে আইসা নাও ভিড়াইয়া দ্যাহি কতো লোক
লোকের ভেতর মাইয়া লোকে গতর ডলে পানি দিয়া
মাছ নাই আর আগের লাহান ক্যামনে করমু বিয়া!

বয়স বাড়ছে জোয়ার ভাটায়– প্রেম পিরিতি করলো না কেউ
বাইদানিগো নায়ের দোলায় গাঙ্গের ভেতর যম্মের ঢেউ
ধানের জমিন ভাঙ্গনে গ্যাছে ভিটাও গ্যাছে বন্ধকে
নিজের কপাল নিজে চাপরাই হগোলে ভালো মন্দ কে?

গাব দেই জালে– ভাবি মনে আটকামু কারে কবে
নাও লইয়া মিছিল করে ভোট আইলে সবে
বিধবা মাগি ভোটে খাড়ায়– ব্যালটে যাইয়া টিপ মারি
জিইত্তা গ্যাছে চেনে না আর নিজের হোগা নিজে মারি!

তেলেছমাতের সংসার

জেবুন্নেছা লুচি

কোন আন্দারে হান্দাইছো গো তোরা
মোর হরে ডর, হেও মোর লগে নাই,
হারাজীবন হরলাম যার লগে ঘর।

এ্যাতো মানু মোর ঘরে তাও মুই এ্যালহা
মোর পাইশদা আয় যায় অয় না যে দ্যাহা
কি কমু আর কপালডারে মুই বুঝি মন্দ
লগে লগে হান্দাইছে তিরিশ আত মাডিতে
সইতে পারবে না বোলে গোন্দো।

রমিজ্যার বাফেরে ল্যাদাকাল অইতে মুই খাওয়াইছি রাইন্দা।
হে-ও এ্যাক্কেবারে ঘরে ওঠছে জনমের মোনে কাইন্দা
কি খাড়ুনিডা না খাটছি মুই পোলাপানের লইগ্যা
হারারাত্তির সেবা করছি কানছি রাইত জাইগ্যা।
হেই ব্যাক্কোলগুলা হুতাশ না অইয়া হরে দোয়া হক্কলে
তয় কইত মোরে বানাইছে একখান পোলা,
ধিঙ্গি এ্যাকখান মাইয়া থুইয়া আইছি যে এ্যাকলা
হারাদিন পারা ব্যাড়ায় কামের কিছু দ্যাখলা
চোহের মাথা খাইয়া যদি অর বাফে করে বিয়া
কি উপায়ডা অইবেআনে মাইয়াডারে নিয়া?
হগল কতা ভাইব্যা মোর চোহে আয় পানি
অগো ধারে যাইতারমু না হেডাও মুই জানি,
এ্যাতো চিন্তা হেয়াও মোর যাইবে বুজি মিছে
মরার পরও সোংসারডা মোর আইছে পিছে পিছে।

অ্যাহা ছেমরি

মুস্তফা হাবীব

পাছাড়া ডুলাইয়া ডুলাইয়া কই যাও
মুই তুমার লইগ্যা বেইন্যাকাল তনে বইয়া রইছি
এই হিজল গাছটার গোড়ায়।
অতো দাম দ্যাহাইও না
মুই তুমারে মুনসীগো সব জমি ক্ষ্যাত লেইক্যা দিমু,
একটু রাজী অও একটু রাজী অও
ময়না পরান খুইল্যা একটু কতা কও।
তুমার লইগ্যা
বৈশাখী মেলারথন চুড়ি আনমু
ফিতা আনমু আরো কতো কি...
মুই তোমারে লইয়া একটা পাতার ঘর বানামু
হেই ঘরে তুমিই চান্দের আলো জ্বালাইবা।
একটু খাড়াও ময়না...।
মুই তুমারে কইল্জার মধ্যে গাইথ্যা রাখমু
মোর নাম মজনু, কইলাম
মোর মতো এই দুনিয়ায় কেউরে পাবা না!

সিডর: ২০০৭

রিয়াজ আহমেদ

ও, গোলামের পো-
টিনগুলা উড়াইয়া নিলো।
কি যে বলো-
ওগুলো রূপসী শাড়ি
বিষণ্ন মেঘে ভাসে।
ও, ল্যাড়ের পো-
আসমান দ্যাহা গ্যালো।
ওডা মসৃণ নদী
ওখানে স্নিগ্ধতার জল ঝরে ...

মাতার কিড়া

রুদ্রাক্ষর রায়হান

ঘুডঘুইট্টা রাইতের আন্দারে,
দোগারাডার মৈদ্যে দিয়া যাও
তোমার গোন্দো আমার নাহে লাগে
তুমি বন্দু আকিজ বিড়ি খাও।
হেশুম আমার পাশে পোলার বাপে
বেউশ অইয়া খত খত নাক ডাহে
তুমি নাগর শিস্ বাজাইয়া আডো
তোমার লইগ্গা পরান পোরতে থাহে।
তুমি মোরে মাইরা হালাও নাগর
নাইলে লইয়া উজান দ্যাশে যাও।
ক্যামনে আছি আল্লা মাবুদ জানে
সোনার দ্যাহো পোড়তে আছে ফাও।
না গ্যালে মুই গলায় দিমু রশি
শইল্যে যদি শান্তিই না পাই
তাইলে নাগর বিয়া ক্যানো দিলো
মেবাইর মোর ধনি জামাই চাই?
লাজ শরমের গুষ্টি আমি বেচি
কালা নাগর বালো কইর‍্যা কও
যাইবা কি না দূরের দ্যাশে নিয়া
না গ্যালে তুই আমার মাতা খাও।।।

হোতাখাল

সানাউল্লাহ সাগর

হগল মানেই তো কইলো
তোর লাহান পোলার লগে অর কিছুতেই যাইবে না
না যায় না যাউক তুই তো আইতে পারতি –
আডের লগে সদায়ের মিত্যায়।
তুই তো জানো কোলার ধানে, ভূইয়ে কতো নেয়াশ ওরে –
মুইও জানি, মোর কোরতায় ক্যামনে বিলই আডে
ক্যামনে ওডে ধাবার...
হপায় তোর নাও অইচে!
পেতনির লাহান চাইয়া দ্যাহো কি
ধইঞ্চার আগায় চউক রাখলে তো ঘুম আইবেই।
তোর বেলাউজে কোন লাঙের নাক
হেয় কি আউখের খ্যাত দিয়া আডে?
হাতর হিহিস্ না মনা দইর‍্যা ম্যালা বাইনচোদ –
কোমলার লাহান ওইরহম রইদে চউক দ্যাহা যাইতো না তোর,
ক'দেহি কি এক ব্যারাম
কোন্ বৈদ্যে ওষুদ দেবে,
ক্যামনে কবি পুরান ওগলার দুক্ক হয়,
হগল গেরামেই তোর কতা ওরে তুই লাঙ পালো,
আর ভাতার রাহো পাহারায়
কি বিছরাও আবার,
মুই আইজ ভেদরের ঘামে পলাইয়া যামু।
তুই কই যাবি,
কোন্ হগুনের দ্যাশে...

কেমন আছিস তুই

সুমন রায়হান

কেমন আছো তুই?
ভালো আছি মুই,
ইচ্ছা হরে মাঝেমইদ্দে
আপন হইরা এট্টু তোরে ছুঁই।
গঙ্গাপাড়ের মাঝি এ্যাহন নাও বানছে সন্ধ্যা নদীর পাড়ে।
কাছে আইয়া পাশে বইয়া,
এট্টু কি তুই বাসবি ভালো মোরে?
দিনের শেষে ক্লান্তি যহন সন্ধ্যায় আইয়া মেলে,
অনুভবের আকাশ তহন তারায় ঝালর ম্যালে!
তহন, জানতে ইচ্ছা হরে –
ভালোতো আছি মুই,
কেমন আছো তুই?

পিরিতের পিড়ানি

হাসান মেহেদী

পিরিতের পিড়ানি আমার
তোমারে লইয়া এ্যাকখান খাসা প্রেমের পইদ্যো
ল্যাখতে যাইয়া দেহি ব্যাবাক আউলাইয়া যায়।
গাঙ্গের পানি ঘোলা কইর‍্যা মগজে কিট কিট করে ডিঙি নৌকা
ল্যাহোনের আগে লও এ্যাকটা ভাসান দি
মরা জোয়ারের আগে খালের বাওনে
পেরির মইদ্যে দুইজোন গাইড়্যা থাহি এ্যাক ব্যালা
বুহে তোমার ডাগর চান্দের চুলকানি
চামড়ায় আতপ চাউলের ঘ্রাণ

তয় তুমিতো শহরের শিক্ষিত মাইয়ালোক
উচা উচা লোকের লগে তোমার উঠবস
খোয়াবে দেহি, ভদ্দর লোকের হাটে দৌড়াইন্না সিড়ির লগে
তোমার শরিলডাও ক্যামোন তরতরাইয়া উপ্রে উইড্যা যায়,
তুমি পারবা!

এই বামুন ভিডায় কইলজার কচকচানি
আর আলেপা খাডালে ল্যাটকাইয়া পইড়া থাইক্যা
তোমার কি দিন কাটবে?

তয় তুমিই প্রেমিকা আমার

হেইবার এ্যাকলা পাইয়া গলার মইদ্যে দুই হাত দিয়া
চাইপা ধইর‍্যা যখন চক চক কইর‍্যা আয়ুর অর্ধেক চুইষা নিলা
হেই থিকাই তুমি আমার প্রেমিকা

তোমার ঐখানে আন্ধারের এত পুলক ক্যানগো পিপি
হাত দিলেই সানাই বাইজা ওঠে
আর অত সাহস কি আমার আছে

তাও গতবার কম কইরা তিনবারে সাড়ে তিন কেজি
ছ্যাপের লগে আড়াই কেজি বালি খাওয়াইছো
প্রেমে যে এ্যাতো ক্যালাগাছ কে জাইনতো!

শ্যাষবার যহোন কোমরের কুর্দিতে দড়ি বাইন্ধা ডুব দিলা, তহন বুঝলাম
উত্তর পাড়ার ঢেমনি এ্যাহোনো আমার দিক
অমন কইরা ক্যান চায়...

ছড়া

কতো কইছি

আব্দুর রহমান

মাগিডারে কইছি কতো ভাত দিবি না অরে
মোর কথা না হোনলে তুই রাখমু না এই ঘরে।
বেইন্না কালে কোলায় নামি পান্তা-পানি খাইয়া
আমার তালাস লয় না পোলায় কোলায় একটু যাইয়া।
রাইত পোয়াইলে মাইয়াডা যে কোম্মে খ্যালতে গ্যালো
কাম-কাইজের ধার ধারে না মোবাইলে কয় হ্যালো।
পড়তে কইেল ঝামডা মারে পড়মুহানে পরে
এদিক ওদিক ঘুইরা ব্যারায় থাকতে চায় না ঘরে।
অর মায়রে কইছি কতো মাইয়া শাসন করো
পরের গাইল হোনতে অইবে বিয়া দেওয়ার পরও।

বন্ধুর ছড়া

তপংকর চক্রবর্তী

মোর বন্ধু ভোলাইয়া
আনছি হ্যারে বোলাইয়া
খাইতে দিমু চিতই পিডা
জোতা-জামা খোলাইয়া।
ঠিল্লা ভরা ঠাণ্ডা পানি
ধুইতে দিমু পাও
ভাডার খালে বাইতে দিমু
আমার ডোঙ্গা নাও।
টাহি মাছের ভর্তা দিয়া
ভাত খাওয়ামু হ্যারে
বড় মুরহার গোস্ত দিমু
এটটুহানি জ্যারে।
কোপ্তা এবং ফিন্নি দিমু
হেয়ার লগে দই
বেইন্যাকালে আওয়ার কতা
দোস্তে গ্যালে কই?
এমন কুফার কুফারে
দোস্তে আইল দুফারে
দেহি একখান ফোঁড়া অইছে
নাহের এট্টু উপারে।
দোস্তের উপর গোস্যা নাই
দুই দোস্তে কোম্বা খাই
নদীর ঠোডায় ডোঙ্গা লইয়া
মনের সুহে মাছ কোপাই।

ভা ন্ডো বা ডি

মুসাফির

কত্তো রহোম ভান্ডো লাগে গেরোস্থালি হরতে
দেউরহা লাগে ল্যাম থুইতে আরি পানি ভরতে।
ফ্যান গালতে ফ্যানগালিনি কান্‌রি থুইতে আউত্তা
মালোই লাগে পানি এচতে ব্যারা বানতে তাউত্তা।
পাইলায় রাইন্দা ভাত সালুন ঢাহি দিয়া হরা
ওসসার কোণায় তাগারিতে চিঙ্গোইর মাছের বরা।
বাসুন খোরায় পানি আনি মাক্তায় পাতি লোডা
ত্যানা খাতা হেদ্‌দো দেই মাইক্ক্যা দিয়া ছোডা।
কোরাণী গাছ হান্দাইয়া থুই পাছের উগোইর তলে
দাউরগুলা সব চুলার মৈদ্যে ফরফরাইয়া জ্বলে।
চ্যারা উরহি ব্যারার লগে রাখছে কেডা গুইজ্জ্যা
মালশা খাদা গডি বাডি পাইনাতো মুই খুইজ্জ্যা।
ফাররাহ খোন্তা বাংলা দাহান হাঙ্গাদিনই লাগে
গাছ রুইতে মাডি কাটতে বারির পাশের বাগে।
পানির কামে লাগে খালি বদনা বালতি মগ
আগে আলহে কাঁসার বাডি এ্যাহোন গেলেস জগ।
ওগলা লাইচ্ছ্যা ভাত খাইতাম এ্যাহোন ডাইনিং চেয়ার
মোর নাহান এসব কতা মোনে রাহে কে আর।
বইতে চাইলে কইতো সবে বইগ্‌গ্যা যাইয়া ফিরিতে
এসব কতা হোনতাম বেশি পড়তাম যহোন থিরিতে।
বডি ছুরি কাঁচি ছারা ক্যামনে হোরমু কাম
গেরোস্থলির ভান্ডোবাডি কত্তো রহোম নাম।

ইস্টি কুডুম

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

ইস্টিকুডুম মিষ্টি লইয়া
আইছে জামাই বাড়ি,
মাইয়ায় দৌড়াইয়া যাইয়া ধরে
মায়ের আতের হাড়ি।
বাপের লগে কয় মাইয়ায়
মুই যামু বাড়ি।
হাউরি কয় ক্যা যাইবে
এ্যাত্তো তারাতারি!
বেয়াই কয় বেয়াইন মুই
আইছি মাইয়া নেতে
ইচ্ছা তোমার দ্যাও কি না দ্যাও যাইতে ।
ঢেহি করে কেরুত কুরুত
গুড়ি কোডার ধুম,
ইষ্টি কুডুমের মিডা কতায়
কেওর চোহে নাই ঘুম।